অফ মাইস এ্যাণ্ড মেন

শ্রীমতী ভাস্বতী মুখার্জি (কুমকুম)
শ্রীমতী অরুন্ধতী ব্যানার্জি (মুনমুন)
কুমারী সুপ্রীতি হালদার (ঝাঁপি)
শ্রীমান অরবিন্দ প্রসাদ হালদার (বাবুয়া)
শ্রীমান দেবীপ্রসাদ হালদার (বাপ্পা)

—তোমাদের দিলাম।

সলিদাদের বেশ কয়েক মাইল দক্ষিণে স্যালিনাস নদী একেবারে পাহাড়ী তীর ঘেঁষে বয়ে চলেছে। এখানে নদীর জলে গভীরতা আর সবুজের ছোঁওয়া। সঙ্কীর্ণ জলাশয়ে পেঁছবার আগে জলধারা রোদে আতপ্ত হলুদ-রঙ তীরভূমি স্পর্শ করে ছুটে চলেছে তাই নদীর জল কিছুটা উষ্ণ। নদীর এক পারে সোনালী পাহাড়তলি ঢালু হয়ে বেঁকে-চুরে কঠিন আর পাথুরে গাবিলন পর্বতের সাথে মিশে গেছে। কিন্তু নদীর অপর পারে উপত্যকার সীমানা বরাবর বৃক্ষের সারি—প্রতি বসন্তে উইলো গাছগুলো জীবন ফিরে পায়, তাজা হয়ে ওঠে, সবুজে মুড়ে যায়, শীতে খসে-পড়া পাতার জঞ্জাল থেকে জেগে ওঠে যেন নীচের সবুজ সতেজ পাতারা। জগ-ডুমুর গাছগুলো আরও সতেজ সবুজ পাতায় পাতায় ঝাঁকড়া হয়ে ওঠে—শাদাটে ডালপালা খিলানের মতন ঝুঁকে পড়ে জলাশয়ের বুকে। বালুকাময় তীরভূমিতে ঝরে পড়ে অজস্র পাতা-পত্তর—এমন গভীর সেই ঝরা-পাতার স্তূপ যে গিরগিটিরা সেই স্তূপের উপর দিয়ে বুকে হেঁটে যাওয়ার সময় বারে বারে থেমে পড়ে—বুঝি দম নেয়। সাঁঝবেলায় জঞ্জালের মাঝ থেকে খরগোসরা বেরিয়ে এসে বালির চড়ায় বসে। এবং ভিজে বালির বুকে রাত-চরা মাংসাশী জানোয়ার আর খামারের কুকুরগুলোর থাবার অজস্র চিহ্ন। অন্ধকারে জল খেতে আসা হরিণদের পায়ে-চলা পথের লম্বা দাগ ফুটে রয়েছে।

উইলো আর ডুমুরগাছগুলো জঙ্গলের মধ্য দিয়ে রয়েছে আর একটা পায়ে-চলা পথ—এ পথে খামারের ছেলে ছোকরারা গভীর জলাশয়ে সাঁতার কাটতে যাওয়া-আসা করে, মাঝে মাঝে ভবঘুরেরা বড় রাস্তা ছেড়ে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে একেবারে জলাশয়ের ধারে চলে আসে এই পায়ে চলা পথ ধরে—ওরা রাত কাটায় জঙ্গলে। ঠিক সামনেই একটা বিশাল জগ-ডুমুর গাছের নীচের একখানা আনুভূমিক শাখার ধারে জমে রয়েছে পোড়া ছাইয়ের ঢিপি—অনেক আগুন জ্বালাবার চিহ্ন এই ছাইয়ের ঢিপি—শাখার উপরটা দারুণ মসৃণ, বহু মানুষের ওখানে বসার চিহ্ন ওই মসৃণতা।

একটা আতপ্ত দিনের শেষে সন্ধ্যা নামছে—মৃদু হাওয়ায় দুলছে গাছ-গাছালির পাতা-পত্তর। বিস্তৃত ছায়া পাহাড়ের চড়াই বেয়ে উঠে যাচ্ছে চূড়ার দিকে। বালির চড়ায় বেরিয়ে এসে নিথর দেহে বসছে বুনো খরগোসের দল—যেন ওরা এক-একটা ছোট ছোট পাথরের মূর্তি এবং ঠিক এমন সময় রাজ্য সদর সড়কের দিক থেকে জগ-ডুমুরের ঝরা পাতা মাড়িয়ে চলার পায়ের আওয়াজ ভেসে এলো। খরগোসের দল দ্রুত নিঃশব্দে আশ্রয়ের খোঁজে পালালো। একটা শক্ত দীর্ঘ-দেহী সারস হাওয়ায়

ভর করে শূন্যে উড়লো আর সশব্দে পাখা নেড়ে নদী পেরিয়ে গেলো। মুহূর্তের জন্য জায়গাটায় এখন জীবনের কোন চিহ্ন নেই—নেই কোন সাড়া। তারপর দু'টো মানব-দেহ পথ পেরিয়ে হাজির হলো এবং একেবারে সোজাসুজি সবুজ জলাশয়ের ধারে ফাঁকা জায়গাটায় থামলো।

সদর সড়ক পার হয়ে পায়ে-চলা পথটায় তারা আগু-পিছু হেঁটে এসেছে। এমন কি এই ফাঁকা জায়গাতেও তারা একজন আর একজনের পিছনেই খাড়া। পরণে রঙীন সুতীর পা-জামা আর পিতলের বোতাম-পরানো কোট। দু'জনেরই মাথায় কালো রঙের আকারহীন হ্যাট—আর দু'জনেরই কাঁধে ঝুলছে শক্ত করে গুটিয়ে বাঁধা কম্বল। সামনের লোকটা বেঁটে আর ছটফটে—মুখখানা কালছে, দু'চোখে চঞ্চল দৃষ্টি আর তীক্ষ্ণ, কঠিন অবয়ব। তার দেহের প্রতিটি অংশ নজর-কাড়া হ্রস্ব সবল দু'খানা হাত, পেলব দু'টো বাহু আর হাড্ডিসার পাতলা একটা নাক। ঠিক তার পিছন পিছন হেঁটে এসেছে বিপরীত চেহারার মানুষটি—বিশাল দেহ, আকারহীন মুখমণ্ডল, বড় বড় বিবর্ণ দুটো চোখ, চওড়া ঢালু কাঁধ-জোড়া। ভারী পদক্ষেপ—একটু খুঁড়িয়ে হাঁটে—ঠিক যেন একটা ভাল্লুক তার থাবা ঘসটে এগিয়ে যাচ্ছে। চলার সময় তার হাত দু'খানা দোলে না—বরং দেহের পাশে ঝুলে থাকে।

ফাঁকা জায়গাটায় এসে প্রথম জন আচমকা দাঁড়িয়ে পড়লো—আর তার পিছনে-আসা লোকটা প্রায় তার ঘাড়ে এসে পড়েছিলো আর কি। লোকটা তার মাথার টুপিটা খুললো—ঘামে ভেজা কপাল ডান হাতের তর্জনী দিয়ে মুছে ঘাম ঝেড়ে ফেললো। তার বিশাল-দেহী সাথী তার কাঁধের কম্বলটা মাটিতে ফেলে নীচের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়লো। তারপর সবুজ জলাশয়ের জলে চুমুক দিলো—দীর্ঘ চুমুকে সে জল গিলছিলো। ঘোড়ার মতন তার জলে-ডোবা নাক থেকে আওয়াজ বার হচ্ছিলো।

বেঁটে লোকটা ভয়ে বিব্রত হয়ে তার পাশে এগিয়ে গেলো।

লেনি! তীক্ষ্ণ কণ্ঠে সে বললো সঙ্গীকে—ঈশ্বরের দোহাই অত জল গিলিস না।

কিন্তু লেনি জলাশয়ের জলে নাক ডুবিয়ে সমানে জল পান করতে লাগলো।

বেঁটে লোকটা ঝুঁকে তার কাঁধ চেপে ধরে ধমক দিলো—লেনি, কাল রাতের মতন আবার তুই অসুখে পড়বি, দেখছি!

লেনি টুপি-সমেত মাথাটা জলে ডুবিয়ে দিয়েছিলো—এখন উঠে এসে বালির চড়ায় বসে পড়লো। তার ভিজে টুপি থেকে জল ঝরছে তার নীল কোটের উপর—এবং তার পিঠ বেয়ে জলের ধারা নীচে গড়িয়ে পড়ছে।

বড় খাসা জল, বললো সে—একটু খেয়ে দেখো, জর্জ। বেশ অনেকটা জল খেয়ে নাও। খুশির হাসি হাসলো লেনি।

জর্জ কাঁধ থেকে কম্বলের বাণ্ডিল খুলে ধীরে-সুস্থে বালির চড়ায় নামিয়ে রাখলো। বললো—জল যে খাসা তা আমার মনে হচ্ছে না। নোঙরা গাঁজলা-ওঠা জল।

লেনি নিজের বিশাল হাতের থাবা জলে ডুবিয়ে আঙুল নেড়ে জল ঘুলোতে লাগলো—এধারে ওধারে ছোট ছোট জল বিন্দু ছিটকে পড়লো। শান্ত জলের বুকে জাগলো চক্র-রেখা—বড় হতে হতে চক্র-রেখাসমূহ পেঁাছে গেলো জলাশয়ের অপর পারে—তারপর আবার ফিরে এলো এ-পারের অভিমুখে। ওদের যাওয়া আর আসা নিরীক্ষণ করতে করতে বলে উঠলো লেনি—দেখ্, দেখ্ জর্জ। দেখ্ আমি কি কাণ্ডটা করেছি !

জর্জ জলাশয়ের ধারে হাঁটু মুড়ে বসে পড়লো। আঁজলা ভরে জল তুলে দ্রুত পান করতে লাগলো। খাসা আস্বাদ জলের, স্বীকার করলো সে—যদিও মনে হচ্ছে না জলাশয়ে কোন স্রোত রয়েছে। তারপর হতাশভাবে বললো—লেনি, যে জলে স্রোত নেই সে জল পান করা উচিত নয়।

তেষ্টা পেলে নর্দমা থেকেও জল তুলে খেতে পারো। সারা মুখে এক-আঁজলা জল দিয়ে রগড়াতে লাগলো হাত দিয়ে—রগড়ালো চিবুক আর ঘাড়ের পিছনটায়। তারপর টুপিটা মাথায় পরে নিলো, জলের ধার থেকে সরে এলো, হাঁটু গুটিয়ে নিয়ে হাঁটু দু'হাতে জড়িয়ে নিয়ে বসে রইলো।

লেনি তার উপর নজর রেখেছিলো এবং জর্জ যা যা করলো লেনি সে-সবই ঠিক-ঠিক নকল করতে লাগলো। জলের ধার থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলো, হাঁটু গুটিয়ে দু'হাতে জড়িয়ে বসলো। এবং ঠিক-ঠিক সব কাজ করতে পেরেছে কি-না তা বোঝার জন্য তাকালো জর্জের মুখের দিকে। জর্জের মাথার টুপিটার মতন সে নিজের মাথার টুপিটাও আরো একটু চোখের উপর নামিয়ে নিলো।

জলের দিকে বিষণ্ণ-দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো জর্জ। রোদের ঝলসানিতে তার দু'চোখের কোল টক্‌টকে লাল হয়ে উঠেছে। রাগতভাবে সে বলে উঠলো—বেজন্মা বাস-চালকটা কি বলতে হবে তা যদি সঠিক জানতো তবে এতসময় আমরা খামারের ধারে-কাছে হাজির হয়ে যেতাম। সদর সড়ক থেকে নেমে এই পথ দিয়ে দু'পা হেঁটে যাও, সে বলেছিলো—এই একটুখানি পথ। ঈশ্বরের দোহাই, মাইল চারেক পথ এটা, তাই কুঁড়ের বাদশাহ এ পথটুকু এসে খামারের গেটের কাছে এসে বাস দাঁড়াতে চায় নি। কারণটা এই বুঝলি ? আশ্চর্য লাগছে, লোকটা একদম খচ্চর, সালিদাদেও ও হয়তো বাস থামায় নি। বাস থেকে আমাদের বার করে দিয়ে বলেছিলো, এই রাস্তা-বরাবর দু'পা গেলেই পেঁাছে যাবে। বুঝলি, বাজি ফেলে বলতে পারি চার মাইলের বেশি হবে রাস্তা। আর তেমনি কি শালা আজ গরম পড়েছে !

লেনি ভয়ে ভয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে ডাকলো—জর্জ ?

হ্যাঁ, কি চাইছিস তুই ?

আমরা কোথায় যাচ্ছি, জর্জ ?

বেঁটে লোকটা দমকা টানে টুপির কানাটা নামিয়ে লেনির ওপর এক দম মুখিয়ে উঠলো—এর মধ্যেই কথাটা ভুলে বসে আছিস, তাই না ? আবার তোকে কথাটা বলতে

হবে, কি বলিস? হায় যিশু, দেখছি তুই একটা আধপাগলা বেজন্মা!

ভুলে গেছি—নরম গলায় বললো লেনি—না ভুলতে চেষ্টা করেছিলাম। ঈশ্বরের দোহাই, জর্জ! সত্যি চেষ্টা করেছিলাম—

ঠিক আছে, ঠিক আছে। তোকে আবার বলছি। হাতে আমার আর কোন কাজ নেই। তোকে বলতে বলতে মালুম হচ্ছে আমার সময় কাটাতে হবে—আর তুই ভুলে যাবি। আর তোকে আবার আমাকে বলতে হবে।

চেষ্টার পর চেষ্টা তো করছি—লেনি বললো—কিন্তু কোন কাজ হচ্ছে না। কেবল খরগোসগুলোর কথাই মনে থাকছে জর্জ।

উচ্ছন্নে যাক খরগোসগুলো! তুই যা মনে রাখতে পারিস তা হচ্ছে কেবল ওই খরগোসগুলোর কথা। ঠিক আছে! এখন শোন্ আর এবার কথাটা তোকে মনে রাখতেই হবে যাতে আমরা কোন ফ্যাসাদে না পড়ি! হাওয়ার্ড স্ট্রিটের নর্দমার ধারে আমরা দাঁড়িয়ে ছিলাম মনে আছে তোর? আর সেই ব্ল্যাকবোর্ডখানা দেখছিলাম?

খুশির হাসিতে লেনির মুখমণ্ডল ভরে গেলো।

কেন, নিশ্চয়, জর্জ। মনে আছে যে……কিন্তু……তারপর আমরা কি করলাম? মনে পড়ছে, কটা ছুকরি আমাদের কাছে এলো আর তুই কি যেন বললি……তুই বললি…।

কি বলেছি তা উচ্ছন্নে যাক। মনে রাখ আমরা ঘুরে রেডির ওখানে গিয়েছিলাম—ওরা আমাদের কাজের হুকুম-লেখা কার্ড আর বাসের টিকিট দিয়েছে, মনে রাখতে পারবি তো?

ও হো, নিশ্চয় জর্জ। এবার সব মনে পড়ছে। বলতে বলতে তাড়াতাড়ি সে কোটের পাশ-পকেটগুলো হাতড়াতে লাগলো। তারপর ঠাণ্ডা-গলায় বললো—জর্জ… আমারগুলো তো পাচ্ছি না। আমি নির্ঘাৎ হারিয়ে ফেলেছি। গভীর হতাশায় সে মাটির দিকে নজর নামালো।

আধ-পাগল বেজন্মা কোথাকার! কোনদিন তোর কাছে কিছুই ছিল না। এই দেখ্ দু'টোই আমার কাছে রয়েছে। তুই কি ভেবেছিলি কাজের হুকুম-লেখা কার্ড তোর কাছে রাখবো?

সোয়াস্তিতে দাঁত বার করে হাসলো লেনি—আমি…আমি ভেবেছিলুম ওটা আমি পকেটে রেখেছি। আবার সে নিজের পকেটে হাত ঢোকালো।

জর্জ তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললো—পকেট থেকে ওটা কি বার করছিস?

আমার পকেটে কিছুছু নেই তো। চতুরতার সঙ্গে বললো লেনি।

জানি, তোর পকেটে কিছু নেই। তোর হাতের মুঠোয় রয়েছে ওটা। কি আছে তোর হাতে? কি লুকোচ্ছিস?

কিছুছু নেই, জর্জ। সত্যি বলছি!

এদিকে আয়, ওটা দে এখানে।

তার মুঠো করা হাতখানা জর্জের দিক থেকে দূরে সরিয়ে লেনি বললো—এটা একটা সামান্য নেংটি ইঁদুর, জর্জ।

একটা নেংটি ইঁদুর? জ্যান্ত নেংটি ইঁদুর?

উঁহু-হু! কেবল একটা মরা নেংটি ইঁদুর, জর্জ! আমি মারি নি এটাকে। সত্যি বলছি আমি পেয়েছি এটা! পেয়েছি এটাকে মরা।

ওটা এখানে দে। বললো জর্জ! অ্যাঁ, আমাকে এটা নিজের কাছে রাখতে দে, জর্জ।

ওটা এখানে দে।

লেনির মুঠো-করা হাত ধীরে ধীরে কথা মানলো।

জর্জ নেংটি ইঁদুরটা নিয়ে জলাশয়ের ওপারে ঝোপের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিলো। শুধালো—তুই একটা মরা ইঁদুর যাহোক চাচ্ছিস কেন?

আমরা যখন হাঁটছিলুম তখন ইঁদুরটাকে বুড়ো আঙুল দিয়ে আদর করছিলুম! বললো লেনি।

ঠিক আছে। এবার থেকে তুই যখন আমার সাথে পথ হাঁটবি তখন ইঁদুর-টুঁদুর আদর করা চলবে না। মনে আছে আমরা এখন কোথায় যাচ্ছি?

লেনিকে হতভম্ব দেখালো এবং গভীর লজ্জায় সে নিজের দু'হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে বললো—আবার ভুলে গেছি।

হায় ঈশ্বর! শান্ত কণ্ঠে বললো—আচ্ছা…দেখ, আমরা একটা খামারে কাজ করতে যাচ্ছি। উত্তরাঞ্চল থেকে আসছি—সেখানকার একটা খামারে আমরা যেমন কাজ করতাম তেমনি কাজ।

উত্তরাঞ্চল?

হাঁ, উইডে;

ওহো, নিশ্চয়। মনে পড়েছে। উইডে।

এখন আমরা যে খামারে কাজ করতে যাচ্ছি তা ঠিক ওই নীচে সিকি মাইল দূরে। আমরা ওখানে গিয়ে খামারের মালিকের সাথে দেখা করবো। এখন দেখ—আমি মালিককে কাজের হুকুম-লেখা কার্ড দেবো, তুই কিন্তু মুখ খুলবি না। তুই শুধু দাঁড়িয়ে থাকবি আর কথাটিও বলবি না। মালিক যদি বুঝতে পারে যে, তুই একটা আধ-পাগলা বেজন্মা তাহলে আমরা কাজ পাবো না। কিন্তু তোর মুখের কথা শোনার আগে সে যদি জানতে পারে যে, তুই আগে কাজ করেছিস তাহলে আমাদের কাজে নেবে। আমরাও আস্তানা পেয়ে যাবো? বুঝতে পারলি?

নিশ্চয় জর্জ। নিশ্চয় কথাটা মাথায় ঢুকেছে।

ঠিক আছে। আমরা যখন মালিকের সাথে মোলাকাৎ করতে ভেতরে যাবো, তখন তোকে কি করতে হবে?

আমাকে···আমাকে। কথাটা ভাবতে লাগলো লেনি। ভাবনার ঠেলায় তার মুখখানা কঠিন হয়ে উঠলো—আমাকে······কিছুই বলতে হবে না, কেবল দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।

ভাল ছেলে। এটাই তোর কাজ। দু'বার, তিনবার কথাগুলো আওড়া—তাহলে নির্ঘাৎ কথাগুলো তুই ভুলবি না।

লেনি নরম গলায় গুণ গুণ করে কথাগুলো আওড়াতে লাগলো—আমি কোন কথা বলবো না···আমাকে কিছু বলতে হবে না···আমি কোন কিছু বলবো না···।

ঠিক আছে। বললো জর্জ—আর উইডে থাকতে তুই যেমন বদ কাজ করেছিস তেমন বদ কাজ এখানে করা চলবে না, একেবারেই না।

লেনিকে আবার হতভম্ব দেখালো—উইডে থাকতে যেমন করেছি?

ওহো, সে-কথাও ভুলে বসে আছিস, ভুলছিস বুঝি? আচ্ছা, আমি আর তোকে সে-কথা মনে করিয়ে দেবো না, ভয় হয় আবার তুই ও-কাজ করবি।

বোধগম্যতার এক ঝলক আলোকচ্ছটা ফুটে উঠলো লেনির মুখে। বিজয়ীর ভঙ্গিতে সে সজোরে বলে উঠলো—ওরা আমাদের উইডে থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

আমাদের তাড়িয়ে দিয়েছে, নরক, বিরক্তির সাথে জর্জ বললো—আমরা পালিয়ে এসেছি। ওরা আমাদের ঢুঁড়ছিলো, কিন্তু ধরতে পারে নি আমাদের।

খুশিতে খিল্ খিল্ করে হেসে উঠলো লেনি—তুই বাজি রাখ, কখ্খনো এ-কথা আমি ভুলবো না।

জর্জ বালির চড়ায় চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লো, হাত দু'খানা আড়া-আড়ি করে রাখলো মাথার নীচে। দেখাদেখি লেনিও নকল করলো জর্জকে—একবার মাথা উঁচিয়ে দেখলো ঠিক ঠিক জর্জের মতন করতে পেরেছে কি—না!

ভগবান, তোর জন্যে দেখছি যত ফ্যাসাদ বাঁধছে, বললো জর্জ—তোকে যদি আমার ল্যাজে না বেঁধে নিতাম তবে আমি নিজে একলা সহজ আর সুন্দর, জীবন ভোগ করতে পারতাম। কত সহজে থাকতাম এবং হয় তো কপালে একটা মাগীও জুটে যেতো।

মুহূর্তের জন্য লেনি শান্তভাবে শুয়ে রইলো। তারপর আশা-ভরা কণ্ঠে বললো—আমরা একটা খামারে কাজ করবো, জর্জ।

ঠিক আছে। তুই তা পেয়েছিস। কিন্তু আমরা এখন এখানে ঘুমোবে। কারণ আছে।

দিনের আলো দ্রুত ফুরিয়ে আসছে।

উপত্যকার বুক থেকে অস্তগামী সূর্যের রাঙা-রোদের ঝিলিক কেবল রাঙায়িত করে তুলেছে গাবিলান পর্বত-শ্রেণীর শিখর-গুলি! একটা জল-ঢোড়া সাপ জলাশয়ের ধার বরাবর সরসর করে এগিয়ে যাচ্ছে—কেবল তার মাথাটা পেরিস্কোপের মতন জলের উপর উঁচিয়ে রয়েছে। স্রোতের টানে শর গাছগুলির মাথা দুলছে। সদর সড়কের ওধারে বহুদূরে কে একজন লোক চিৎকার করে কি যেন বললো—আর

একজন চিৎকার করে তার জবাব দিলো। মৃদু হাওয়ার দুলে উঠলো জগ-ডুমুর গাছগুলোর পাতা-পত্তর। কিন্তু সাময়িক মৃদু হাওয়া থেকে গেলো অচিরে।

জর্জ, আমরা এখন খামারে গিয়ে কিছু রাতের খাবার খাচ্ছি না কেন? ওরা তো খামারে রাতের খাবার-দাবার ব্যবস্থা করবে।

পাশ ফিরে শুয়ে পড়লো জর্জ।

তোকে কোন কারণ বলতে পারছি না, বাপু। এখানে শুয়ে থাকতে আমার ভাল লাগছে। কাল সকালে আমরা কাজ করতে যাবো। শস্য-ঝাড়াইয়ের যন্ত্রটা আমি সড়কের উপর দেখেছি, এর অর্থ আমরা থলেতে শস্য বোঝাই করবো, থলের মুখ বাঁধবো, আজ রাতে এখানে আকাশ-মুখী হয়ে শুয়ে থাকবো। এটাই এখন আমার পছন্দ।

হাঁটু মুড়ে উঠে বসলো লেনি। তাকালো জর্জের দিকে।

তাহলে আজ রাতে আমাদের কোন খাবার জুটছে না?

নিশ্চয় জুটবে তুই যদি কিছু শুকনো উইলো গাছের ডাল-পালা জোগাড় করে আনতে পারিস। আমার বাণ্ডিলে তিনটে সয়াবিনের টিন বাঁধা আছে। তুই আগুন জ্বালাবার ব্যবস্থা কর। ডাল-পালা জোগাড় করলে আমি তোকে দিয়াশলাই দেবো। তারপর সয়াবিন গরম করে রাতের খাওয়া-দাওয়া সেরে নিতে পারবো।

লেনি বললো—চাটনি দিয়ে সয়াবিন খেতে আমার খুব ভাল লাগে।

আচ্ছা! কিন্তু আমার কাছে তো চাটনি নেই। যা, কাঠ কুড়িয়ে নিয়ে আয়। আর চারধারে বোকার মতন ঘুরে বেড়াস নি। এখুনি অন্ধকার নামবে।

লেনি উঠে দাঁড়াল এবং ঝোপের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলো। জর্জ ঠিক যেখানে শুয়েছিলো সেখানেই শুয়ে রইলো। আর আপনমনে ধীরে ধীরে শিস্ দিতে লাগলো। লেনি যে-দিকে গিয়েছে সেই দিক থেকে নদীর জল ঠেলে হেঁটে আসার আওয়াজ ভেসে এলো। শিস্ থামিয়ে জর্জ কান পেতে আওয়াজ শুনলো।

হতভাগা বেজম্মা কোথাকার! নরম গলায় বলে জর্জ আবার আপন মনে শিস্ দিতে লাগলো।

মুহূর্তের মধ্যে ঝোপ ভেঙে পিছনের দিক থেকে এসে হাজির হলো লেনি। তার হাতে ছোট্ট একখানা উইলো ডাল।

জর্জ উঠে বসলো। ঠিক আছে, কঠিন-কণ্ঠে বললো—ইঁদুরটা আমার হাতে দে।

কিন্তু লেনি ভাব-ভঙ্গিতে নিজের নির্দোষ অবস্থা পুরোপুরি বোঝাতে চাইছিলো। বললো—কি ইঁদুর, জর্জ? আমার কাছে তো কোন ইঁদুর নেই।

জর্জ হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললো—এগিয়ে আয়। ওটা দে আমাকে। তুই তোর কাছে কিছুছু রাখতে পাবি না।

লেনি বারেক ইতঃস্তত করলো, একটু পিছিয়ে গেলো, বন্য দৃষ্টিতে একবার

তাকালো বুনো গাছ-গাছড়ার ঝোপের দিকে—বুঝি ভাবলো নিজের স্বাধীনতা বজায় রাখার জন্য ছুটে পালাবে।

জর্জ শান্ত-কণ্ঠে বললো—তুই ওই ইঁদুরটা আমাকে দিবি না কি তোকে ঠেঙিয়ে ওটা কেড়ে নিতে হবে ?

কি দিতে হবে, জর্জ ?

খচরা কোথাকার ! তুই ভালই জানিস কি দিতে হবে ! আমি ওই ইঁদুরটা চাইছি।

লেনি অনিচ্ছুকভাবে পকেটে হাত ঢোকালো। তার কণ্ঠস্বর কিছুটা নিষ্প্রভ শোনাল—জানি না কেন আমি এটা কাছে রাখতে পারি না। এটা তো কারো ইঁদুর নয়। আমি এটা চুরি করি নি। সড়কের ধারে এটা পড়ে থাকতে দেখেছিলাম।

জর্জের হাত উদ্ধতভাবে বাড়ানোই ছিলো।

ধীরে ধীরে ঠিক যেমনভাবে একটা টেরিয়ার কুকুর মালিকের হুকুমে বল কুড়িয়ে আনতে চায় না, তেমনিভাবে লেনি এগিয়ে গেলো, এক পা পিছলো—তারপর আবার এগিয়ে এলো। জর্জ তীক্ষ্ণভাবে তার আঙুল মটকালো আর সেই আওয়াজ শুনে লেনি ইঁদুরটা তার হাতে দিয়ে দিলো।

আমি তো এটা দিয়ে কোন বদ কাজ করি নি, জর্জ। শুধু এটাকে আদর করছিলাম, গায়ে হাত বুলোচ্ছিলাম।

জর্জ উঠে দাঁড়ালো এবং ইঁদুরটাকে যত দূর সম্ভব দূরে অন্ধকার ঝোপের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিলো। তারপর জলাশয়ের ধারে এগিয়ে গিয়ে হাত ধুয়ে ফেললো !

বোকা আধ-পাগলা কোথাকার ! ভাবিস নি যে, নদী পেরিয়ে ওটাকে খুঁজতে গেলে তোর ভিজে পা দেখে আমি সব বুঝতে পারবো ? ধমকালো জর্জ। লেনিকে ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে কাঁদতে শুনে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললো, আবার সেই বাচ্চা ছেলের মতন আবার কাঁদছিস ! হায় ঈশ্বর ! তোর মতন এমন উমদো একটা ব্যাটা ছেলে কচি খোকার মতন কাঁদছে !

লেনির দু'ঠোঁট তির-তির করে কাঁপছিলো। দু'চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছিলো।

আঃ লেনি কাঁদিস না ? লেনির কাঁধে হাত রেখে বলতে লাগলো জর্জ—দেখ, কেবল ছোটলোকমি করার জন্য ইঁদুরটা আমি কেড়ে নিই নি ! ওই ইঁদুরটা আর জ্যান্ত ছিলো না, লেনি। আর তাছাড়া আদর করার সময় তুই ওটাকে টিপে মেরে ফেলেছিলি। তুই আর একটা জ্যান্ত নেংটি ইঁদুর ধর এবং আমি তোকে সেটা কিছুক্ষণ রাখতে, আদর করতে দেবো।

লেনি মাটিতে বসে পড়লো এবং দুঃখিত মনে ঘাড় গুঁজে থেকে বললো—জানি না আমি কোথায় আর একটা ইঁদুর পাবো। মনে পড়ছে, একজন মহিলা ইঁদুর ধরতে পারলেই সেটা তোমাকে দিয়ে দিতো, কিন্তু সে মহিলা তো এখানে নেই।

জর্জ ধমক দিলো—মহিলা, হ্যাঁ ? সে মহিলা যে কে তাও তোর মনে নেই। সে

তোর নিজের খুড়িমা—ক্লারা কাকী। তোকে আর তিনি ইঁদুর দিতেন না, কেন না তুই সবসময় ইঁদুরগুলোকে মেরে ফেলতিস।

মনের দুঃখে তার দিকে মুখ তুলে তাকালো লেনি। যেন ক্ষমা চাইছে। এমনভাবে সে বলতে লাগলো—ওগুলো ছিলো বড় ছোট, আমি ওদের আদর করতাম এবং অল্প-ক্ষণের মধ্যেই ওরা আমার আঙুলগুলো দিতো কামড়ে, আর আমি ওগুলোর মাথা টিপে ধরতাম একটু—এবং ওরা বড্ড ছোট ছিলো বলে মরে যেতো।

জর্জ নীরবে সব শুনছিলো।

মনে হচ্ছে আমরা এখুনি খরগোস ধরতে পারবো, জর্জ। ওরা ইঁদুরের মতন অত ছোট নয়। এক সময় ধীরে ধীরে বললো লেনি,

উচ্ছন্নে যাক্ তোর খরগোস। কোন জ্যান্ত ইঁদুর তোর হাতে দিয়ে বিশ্বাস করা যায় না। তোর ক্লারা কাকী তোকে একটা রবারের ইঁদুর দিয়েছিলো আর তুই সেটা নিয়ে কিছুই করতিস না!

ওটা আদর করার উপযুক্ত ছিলো না। বললো লেনি।

অস্তগামী সূর্যের রাঙা রোদ পর্বত শিখর থেকে মিলিয়ে গেলো। সারা উপত্যকার বুকে ছড়িয়ে পড়লো অন্ধকারের আস্তরণ। উইলো আর জগ-ডুমুর গাছ-গুলো জঙ্গলে ছড়ানো আধা-অন্ধকার। একটা বিশাল কাতলা মাছ জলাশয়ের জলের উপরে ভেসে উঠলো, বাতাস গিললো এবং আবার অতল জলের রহস্যময় অন্ধকারে ডুব দিলো—জলাশয়ের বুকে বলয়-রেখা বিশাল থেকে বিশাল তর হয়ে ছড়িয়ে পড়লো। মাথার উপর হাওয়ার ঝাপটায় ডাল-পালা, পাতা-পত্তর দুলে উঠলো—শিমুল তুলোর ছোট ছোট খণ্ড হওয়ায় উড়ে উড়ে নীচে জলাশয়ের বুকে পড়তে লাগলো।

তুই যে কাঠ কুড়িয়ে আনতে গিয়েছিলি, কি হলো? জর্জ জানতে চাইলো—ও জগ-ডুমুর গাছের পিছনে বহু কাঠ জমা হয়ে আছে। বানে ভেসে-আসা কাঠের টুকরো। এখন গিয়ে নিয়ে আয়।

লেনি গাছটার পিছনে গেলো এবং একগাদা শুকনো পাতা আর ডাল-পালা কুড়িয়ে আনলো। পুরনো ছাই-গাদার উপর সে ডাল-পালাগুলো ছুঁড়ে ফেললো। তারপর আরো ডাল-পালা কুড়িয়ে আনতে চলে গেলো।

এখন রাতের আঁধার ঘন হয়ে আসছে।

একটা উড়ন্ত ঘুঘুর পাখার শব্দ জলাশয়ের উপর দিয়ে ভেসে এলো।

জর্জ কাঠের গাদার দিকে এগিয়ে গিয়ে শুকনো পাতায় আগুন জ্বালালো। আগুনের শিখা পাতা-পত্তর থেকে ডাল-পালায় ছড়িয়ে পড়লো—আগুন জোরালো হয়ে উঠলো। নিজের বোঁচকা খুলে জর্জ তিন টিন সয়াবীন বার করলো। টিনগুলো আগুনের ধারে সাজিয়ে রাখলো—জ্বলন্ত শিখার খুব কাছে—কিন্তু টিনগুলোতে শিখা স্পর্শ করছে না।

যথেষ্ট সয়াবীন রয়েছে, চারজন লোকের খাওয়া হয়ে যাবে।

জলন্ত আগুনের ওধার থেকে লেনি তাকে দেখছিলো। শান্তভাবে বললো—চাটনি দিয়ে সয়াবীন খেতে আমার খুব ভাল লাগে।

ঠিক আছে, কিন্তু চাটনি বলে আমাদের কাছে কোন কিছু নেই, জর্জ সজোরে ফুঁসে উঠে বললো—যা আমাদের কাছে নেই, তাই তোর চাই। ঈশ্বর সর্ব শক্তিমান, আমি যদি একা থাকতাম, কত সহজ জীবন-যাপন করতাম! সহজেই কাজ পেয়ে কাজ করতাম, কোনও ফ্যাসাদে জড়াতাম না। একেবারেই কোন ঝঞ্ঝাট বাধ্তো না। তারপর যখন মাস শেষ হতো, আমার মাইনের পঞ্চাশটা মুদ্রা নিয়ে চলে যেতাম শহরে। যা চাইতাম তাই পেতাম। সারা রাত কোন মেয়েমানুষের বাড়িতে কাটিয়ে দিতে পারতাম; যে জায়গায় ইচ্ছে হতো পেট পুরে খেতে পারতাম—হোটেলে কিংবা যে-কোন জায়গায়—যে খাবার খাওয়ার ইচ্ছে হতো তাই দিতে হুকুম করতাম। প্রতি মাসেই এমন সব কাজ করতাম। এক গ্যালন হুইস্কি গিলতাম কিংবা জুয়ার আড্ডায় ঢুকে তাস খেলতাম আর না হয় বাজি ধরে বন্দুক ছুঁড়তাম।

লেনি হাঁটু মুড়ে বসেছিলো। তাকিয়েছিলো রুষ্ট জর্জের দিকে। শুনছিলো তার আগুন-ঝরা কথাগুলো। তার সারা মুখমণ্ডলে ভয়ঙ্কর ভয়ের চিহ্ন ফুটে উঠেছে।

এবং আমি কি পেয়েছি, ক্রুদ্ধ-কণ্ঠে বলতে লাগলো জর্জ—তোকে সাথী পেয়েছি আমি। তুই একটা কাজেও লেগে থাকতে পারিস না। আমাকেও তোর জন্যে প্রত্যেকটা কাজ হারাতে হয়। আমাকে সব সময় এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় পালাতে বাধ্য করিস। আর এটাই সবচেয়ে জঘন্য কাজ নয়। তুই ফ্যাসাদ বাধাস। তুই বদ কাজ করিস, আর তোকে আমায় ফ্যাসাদ থেকে বাঁচাতে হয়।

তার কণ্ঠস্বরের পর্দা চিৎকারের পর্যায়ে পেঁছালো—তুই একটা আধ-পাগলা কুত্তির বাচ্চা। সারাক্ষণ তুই আমাকে গরম জলে চুবোচ্ছিস।

ওরা দু'জনেই যখন পরস্পরকে ভ্যাঙচাচ্ছিলো তখন জর্জ একটা কচি খুকির মত অঙ্গ-ভঙ্গি করছিলো। বলে উঠলো—তুই শুধু মেয়েটার পরণের পোশাকটা একবার ছুঁয়ে দেখতে চাইছিলি—ওটা যেন একটা নেংটি ইঁদুর তাই চাইছিলি তাকে একটু আদর করতে। ঠিক আছে, মেয়েটা কি করে জানবে যে তুই শুধু তার পোশাকটা একবার ছুঁতে চেয়েছিলি? মেয়েটা লাফিয়ে উঠতে তুই তাকে চেপে ধরেছিলি যেন সে একটা নেংটি ইঁদুর। চেঁচিয়ে উঠলো মেয়েটা। আর আমরা একটা সেচ-খালের মধ্যে সারাদিন লুকিয়ে থাকতে বাধ্য হলাম। লোকজনেরা তখন চারধারে আমাদের খোঁজাখুজি করছিলো। এবং আঁধার নামতেই ওই অঞ্চল ছেড়ে আমরা পালিয়ে এলাম। সব সময় এমনি ধরনের একটা কিছু ফ্যাসাদ তুই বাধাস—সব সময়। আমার ইচ্ছে হয় একটা খাঁচার মধ্যে অনেকগুলো ইঁদুর বন্দী করে তার মধ্যে তোকে আটকে রাখি আর তুই সারা দিন ওদের নিয়ে তাহলে মজা করতে পারবি। সহসা তার মুখমন্ডল থেকে সব রাগের চিহ্ন লুপ্ত হলো? আগুনের ওধারে বসা লেনির নিদারুণ মনস্তাপে

ক্লিষ্ট মুখের দিকে তার নজর পড়লো। এবং তারপর জর্জ গভীর লজ্জায় তাকিয়ে রইলো জ্বলন্ত অগ্নি-শিখার দিকে।

এখন গাঢ় অন্ধকার নেমে এসেছে চারধারে—শুধু জ্বলন্ত অগ্নি-শিখার আলোক-রশ্মি আলোকিত করে তুলেছে বৃক্ষ-কাণ্ডসমূহ আর মাথার উপরকার বক্র-দেহ শাখা-প্রশাখাগুলি। লেনি ধীরে ধীরে হামাগুড়ি দিয়ে সাবধানে একেবারে জর্জের কাছাকাছি এসে বসলো। বসলো উবু হয়ে।

জর্জ আগুনের উপর সয়াবীনের কৌটোটা উল্টে দিলো—যাতে কৌটোর অন্যমুখে আগুনের আঁচ লাগে। লেনি যে তার খুব কাছে এসে বসেছে এটা তার অজানা এমন একটা ভান সে করলো।

জর্জ, খুব নরম গলায় বললো লেনি।

কোন জবাব ধ্বনিত হলো না।

জর্জ !

কি চাস তুই ?

আমি তোমার সাথে ঠাট্টা করছিলাম, জর্জ। আমি চাটনি চাই না। আমার পাশে কেউ যদি এখন এক বাটি চাটনি এনে রাখে তবু আমি খাবো না।

চাটনি যদি থাকতো তবে তুইও ভাগ পেতিস।

কিন্তু আমি চাটনি খেতাম না, জর্জ। দিয়ে দিতাম তোমাকে আর তুমি সয়াবীনে চাটনি মাখিয়ে নিতে পারতে, আমি একটা দানাও ছুঁতাম না।

জর্জ তখনও বিষণ্ণ-দৃষ্টিতে জ্বলন্ত আগুনের দিকে তাকিয়েছিলো। বললো একসময়—যখন সময় ভাল বুঝবো তখন তোকে ছেড়ে যাবো। তোর জন্যে আমার মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। একদম শান্তি পাচ্ছি না।

লেনি তখনও হাঁটু মুড়ে বসে আছে। নদীর অপর পারে ঘন অন্ধকারের দিকে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ। বললো—জর্জ, তুমি কি চাও আমি চলে যাই আর তুমি একলা থাকো ?

কোন নরকে তুই যেতে চাস ?

ঠিক আছে, যেখানে খুশি যেতে পারি। আমি ওই পাহাড়ি অঞ্চলে চলে যেতে পারি। কোথাও না কোথাও একটা পাহাড়ি গুহা পেয়ে যাবো।

হ্যাঁ ? কিন্তু খাবি কি ? খাদ্য খুঁজে পাওয়ার মতন বুদ্ধিই তো তোর নেই।

খাদ্য ঠিক খুঁজে পাবো, জর্জ। চাটনি মাখানো চমৎকার খাদ্য আমার প্রয়োজন নেই। আকাশের নীচে রোদে আমি শুয়ে থাকবো এবং কেউ আমাকে আঘাত করবে না। আর আমি যদি একটা নেংটি ইঁদুর খুঁজে পেয়ে যাই তবে তাকে আমি কাছে রাখতে পারবো। কেউ আমার কাছ থেকে সেটা কেড়ে নিতে পারবে না।

তাড়াতাড়ি জর্জ তার দিকে দৃষ্টি ফেরালো এবং খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে বললো—আমি ছোটলোক, তাই না ?

তুমি যদি আমাকে না চাও তবে আমি পাহাড়ি-অঞ্চলে চলে যাবো আর একটা গুহায় থাকবো। যে কোন সময়ে আমি চলে যেতে পারি।

না—দ্যাখ! তোকে আমি ঠাট্টা করছিলাম লেনি। কেননা আমি চাই তুই আমার সাথেই থাকবি। নেংটি ইঁদুর নিয়ে-তাই সব সময় একটা ফ্যাসাদ বাধাস—কারণ ইঁদুর গুলো তুই মেরে ফেলিস। থামলো জর্জ। তারপর আবার বলতে লাগলো—আমি কি করবো বল লেনি। প্রথম সুযোগেই আমি তোকে একটা কুকুর-বাচ্চা দেবো, মনে হয় সেটা তুই মেরে ফেলবি না। নেংটি ইঁদুরের চেয়ে কুকুর-বাচ্চা অনেক ভাল। আর জোরালো হাতে তুই সেটাকে আদর করতে পারবি।

লেনি এই টোপ এড়িয়ে গেলো। নিজের প্রাধান্য, নিজের ক্ষমতা বুঝতে সে পেরেছে। তাই বললো—আমাকে যদি তুমি না চাও তবে সোজাসুজি আমাকে কেবল বলে দাও—তাহলে আমি সামনের ওই পাহাড়ে চলে যাবো—একেবারে ওই পাহাড়ি অঞ্চলে ঠিক চলে যাবো, নিজের জীবিকা আমি নিজে রোজগার করবো। আমার কাছ থেকে কেউ আমার ইঁদুরটা কেউ নিতে পারবে না, চুরি করতে পারবে না।

জর্জ বলে উঠলো—আমি চাই, তুই আমার সঙ্গে থাক্, লেনি। হায় ঈশ্বর! তুই যদি একলা থাকিস তবে যে কেউ তোকে একদিন নেকড়ে মনে করে গুলি করবে। না, তুই আমার সাথেই থাক্। তোর ক্লার কাকীও তোকে একলা বাইরে যেতে দিতে চাইতো না, অবশ্য তোর কাকী এখন মৃত।

লেনি সুকৌশলে বললো—আগে যেমন বলতে তেমনি করে আমাকে বলো।

কি বলবো তোকে?

খরগোসদের থাক।

জর্জ তাকে বাধা দিলো—না আমাকে দিয়ে তুই আর কিছুই বলাতে পারবি না।

লেনি অনুরোধ করলো—এসো জর্জ। দয়া করে বলো, জর্জ। ঠিক আগে যেমন করে বলতে।

কিভাবে তোকে লাথি মেরে ভাগিয়েছে, তাই না? ঠিক আছে, বলছি তোকে, তারপর আমরা রাতের খাওয়া খেয়ে নেবো—।

জর্জের কণ্ঠস্বর গভীর হলো। সুর করে সে নিজের কথা আবার বলতে লাগলো, যেন এর আগে সে বহুবার এই একই কথা আওড়েছে;

আমাদের মতন যে-সব মানুষ খামারে কাজ করে তারা সংসারে সব চেয়ে সঙ্গীহীন মানুষ। তাদের নেই কোন পরিবার-পরিজন। নেই কোন নির্দিষ্ট বাসস্থান, নয় কোন স্থানের বাসিন্দা। কোনও খামারে এসে হাজির হয় এবং জন-মজুর হিসাবে হাড় ভাঙা খাটুনি খাটে। তারপর যায় শহরে এবং বাজি-ধরে জুয়া খেলে। এবং তুই জেনে রাখ প্রথমেই তারা কোন না কোন খামারে জীবনের এই শিক্ষা রপ্ত করে এসেছে—পিষে এসেছে তাদের মনের সহজাত বৃত্তিগুলো। তাই আর তাদের ভবিষ্যতের পানে তাকাবার প্রয়োজন হয় না।

লেনি দারুণ খুশি হয়ে উঠলো।

ঠিক তাই—ঠিক তাই! এবার আমাদের অবস্থা কেমন বল।

বলতে লাগলো জর্জ—আমাদের জীবনটা কিন্তু এমন নয়। আমাদের একটা ভবিষ্যৎ আছে। আমাদের জীবনে এমন কেউ কেউ যারা আমাদেরকে এই উচ্ছন্নে যাওয়ার জীবন সম্বন্ধে সাবধান করে! যেহেতু আমাদের যাওয়ার কোন জায়গা নেই তাই আমরা শুঁড়িখানায় বসে বসে মদ গিলতে পারি না, জুয়া খেলতে পারি না। যদি কোন ছোকরা কোন অপরাধ করে জেলে যায় তবে সেখানেই সে চিরকাল পচে মরে। কিন্তু আমরা পারি না।

লেনি সজোরে আবেগে-উদ্বেলিত কণ্ঠে বলে উঠলো—কিন্তু আমরা পারি না। এবং কেন পারি না? কারণ আমার উপর নজর রাখার জন্যে তুই রয়েছিস আর তোর উপর নজর রাখার জন্যে রয়েছি আমি। এবং এটাই হচ্ছে কারণ। মহা আনন্দে সে হেসে উঠলো।

তারপর আবার বলে উঠলো—আরো বলো, জর্জ!

তোর মনে আছে। তুই নিজেই বলতে পারিস।

না, তুমি বলো। কিছু কিছু আমি ভুলে গেছি। বল, কি ঘটবে।

ঠিক আছে। কোন দিন—আমরা আমাদের সব রোজগার পাতি জমাবো, তারপর একদিন সব জমা করে একখানা বাড়ি বানাবো এবং কয়েক বিঘা জমি কিনবো, একটা গাইগরু আর কয়েকটা শুয়োর কিনে পুষবো এবং…

এবং এই জঙ্গলা-ভূমি ছেড়ে চলে যাবো…লেনি চেঁচিয়ে বলতে লাগলো এবং পুষবো খরগোস-ছানা অনেকগুলো! বলে যা, জর্জ! বল্, আমাদের বাগানে কি থাকবে এবং খাঁচাগুলোতে থাকবে খরগোস ছানারা এবং শীতকালে নামবে বৃষ্টি এবং রান্নাঘরে উনুন এবং দুধে পুরু হয়ে এমন সর পড়বে যে, সহজে তা কাটা যাবে না—এ সব সম্বন্ধে বল না, জর্জ।

কেন তুই নিজে বলবি না? তুই তো এসব জানিস!

না…তুমি বলো। আমি যদি বলি তবে তোর সাথে সব মিলবে না। বলো… …জর্জ। কিভাবে আমি খরগোস-ছানাগুলোকে পুষবো বলো।

আচ্ছা, জর্জ বললো—আমরা একটা বড় খেত চষে তাতে শাক-সবজী লাগাবো, বানাবো একটা খরগোস-পোষার খোঁয়াড় আর মুরগীর ঘর। তারপর শীতকালের বর্ষণ সুরু হবে আর আমরা সেই নরকের বর্ষণ-মাথায় জমি চষতে যাবো এবং উনুনে আগুন ধরাবো এবং উনুনের জ্বলন্ত আগুন ঘিরে বসে ছাদ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ার শব্দ শুনবো—মাথা খারাপ! পকেট থেকে ছুরি বার করলো জর্জ—না, আর আমার বক্ বক্ করার সময় নেই।

তারপর ছুরির ফলা দিয়ে একটা সস্নাবীনের মুখ কাটালো—সেটা বাড়িয়ে দিলো লেনির সামনে। দ্বিতীয় টিনেরও মুখ কাটলো ছুরি দিয়ে। পাশ পকেট থেকে

দ্'খানা চামচ বার করে একখানা লেনির হাতে দিলো।

দু'জনে আগুনের পাশে বসলো। সয়াবীন মুখে পুরে সবলে চিবোতে লাগালো। কয়েকটা দানা লেনির মুখ থেকে ছিটকে পড়লো মাটিতে।

জর্জ চামচ হাতে লেনির দিকে নজর রেখে শুধালো—কাল মালিক যখন তোকে প্রশ্ন করবে তখন কি জবাব দিবি?

চিবানো থামিয়ে দানাগুলো গিলে ফেললো লেনি। বললো—আমি···আমি কোন কথাই···বলবো না।

ভাল ছেলে! খাসা বলেছিস্, লেনি! মনে হচ্ছে তোর অবস্থা বদলে যাচ্ছে। আমরা যখন খেত জমি, বাস্তু-ভিটে হাতে পাবো তখন তোকে নির্ঘাৎ খরগোস পুষতে দেবো। অবশ্য যদি তোর স্মরণশক্তি এমন অটুট থাকে।

অহঙ্কারে লেনির দম বন্ধ হয়ে আসার অবস্থা হলো। বললো—মনে রাখতে পারছি।

হাতের চামচ নাড়িয়ে আবার ইঙ্গিত করলো জর্জ—দেখ, লেনি। আমি তোকে এখানকার চারধারে একবার নজর বুলোতে বলছি। এই জায়গাটার কথা তোর মনে থাকবে, থাকবে না তোর? খামার এখান থেকে ওই সড়ক ধরে সিকি মাইল দূরে। এবার কি নদীটা দেখছিস?

নিশ্চয়, বললো লেনি—এটা আমি মনে রাখতে পারছি। একটাও কথা বলবো না এটা কি মনে রাখতে পারি নি?

পেরেছিস নিশ্চয়। আচ্ছা, দেখ। আগেও যেমন করেছিস তেমন যদি কোন ফ্যাসাদ এখানেও বাধাস লেনি, তবে সোজা এখানে পালিয়ে এসে ঝোপের মধ্যে লুকোবি।

লেনি ধীরে ধীরে আওড়ালো—ঝোপের মধ্যে লুকোবো।

তোর খোঁজে যতক্ষণ না আসি ততক্ষণ লুকিয়ে থাকবি। কথাটা মনে রাখতে পারবি?

নিশ্চয় রাখতে পারবো, জর্জ। তুই যতক্ষণ না আসিস লুকিয়ে থাকবো।

কিন্তু এবার তুই কোন ফ্যাসাদ বাধাতে পারবি না, কেননা যদি ফ্যাসাদ বাধাস তবে আমি আর তোকে খরগোস পুষতে দেবো না। সয়াবীনের খালি টিনটা সে ঝোপের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিলো।

কোন ফ্যাসাদ বাধাবো না, জর্জ। বলবো না একটা কথাও।

ঠিক আছে। আগুনের ধারে তোর বোচকাটা নিয়ে আয়। এখানে খুব সুন্দর ঘুম হবে। উপর দিকে নজর পড়বে পাতা-পত্তর। আর আগুন বাড়াবার প্রয়োজন নেই। এবার আগুন ধীরে ধীরে নিভে যেতে দেবো।

বালির উপর তারা নিজেদের বিছানা বিছালো। আগুনের জ্বলন্ত শিখা কমে যাওয়ায় আলোর বৃত্ত ছোট থেকে আরো ছোট হলো। বাঁকা ডালা-পালাগুলো গেলো

মিলিয়ে আর কেবল অস্পষ্ট দাগ নজরে পড়ছে গাছের গুঁড়িগুলোর জায়গায়।

অন্ধকারের মধ্য থেকেই ডাকলো লেনি—জর্জ, ঘুমোলে ?

না। কি বলতে চাস ?

আমরা নানা রঙের খরগোস পুষবো, জর্জ।

নিশ্চয় পুষবো, ঘুম-জড়ানো চোখে বললো জর্জ—লাল আর নীল আর সবুজ রঙের খরগোস, লেনি। লক্ষ লক্ষ খরগোস ছানা।

অজস্র খরগোস, জর্জ। ঠিক যেমন স্যাক্রামেন্টোর মেলায় দেখেছিলাম।

নিশ্চয়, অজস্র।

কারণ জর্জ এখনও আমি সব ছেড়ে চলে যেতে পারবো, এবং থাকবো গুহায়।

ঠিক যেমন তুই নরকেও যেতে পারবি, বললো জর্জ—এখন বক্‌বকানি থামা।

কাঠ-কয়লার স্তূপে লালচে আলো স্তিমিত হয়ে পড়লো।

পাহাড়ের উপর নদীর ধার থেকে একটা নেকড়ে গর্জে উঠলো, এবং নদীর অপর পার থেকে সাড়া দিয়ে একটা বুনো কুকুর ডাকলো, রাতের মৃদু বাতাসে যেন জগ-ডুমুরের পাতাগুলো ফিসফিস করছিলো।

বাঙ্ক-হাউসটা লম্বা চার-কোণা একখানা পাকা-বাড়ি। ভিতরের দেওয়ালগুলো চুনকাম করা কিন্তু মেঝেতে রঙের প্রলেপ পড়ে নি। তিনটে দেওয়ালে ছোট ছোট চারকোণা জানলা বসানো—আর চতুর্থ দেওয়ালে কাঠের খিল-লাগানো নিরেট একটা দরোজা। দেওয়ালগুলোর গায়ে আটকানো আটখানা চারপেয়ে খাটিয়া—পাঁচখানায় বিছানো কম্বল আর বাকি তিনখানা খালি—কাঠের কাঠামোতে পাটের দড়িতে বোনা শক্ত ছাউনি নজরে পড়ছে—প্রত্যেকটা খাটিয়ার উপর দেওয়ালে আটকানো একটা করে আপেল-কাঠের বাক্স—সামনের দিকে খোলা—বাক্সের ভিতরে দুটো তাক বানানো—খাটিয়ার দখলদারের ব্যক্তিগত টুকি-টাকি জিনিস-পত্তর রাখবার নির্দিষ্ট জায়গা। তাকগুলোয় টুকিটাকি জিনিস-পত্তর ডাঁই-করে রাখা—সাবান আর গায়ে মাখার পাউডার, খুর আর পশ্চিমী-মার্কা পত্র-পত্রিকা—খামারের মানুষগুলো এসব পত্র-পত্রিকা পড়তে ভালবাসে,—এসবে লেখা খবর আর গল্প নিয়ে উপহাস করতে ছাড়ে না—আবার মনে মনে বিশ্বাসও করে। তাকে কতগুলো ওষুও রাখা আছে—আছে ছোট ছোট শিশি আর চিরুণি আর বাক্সের গায়ে পেরেকে ঝোলানো রয়েছে গোটা কয়েক নেকটাই, দেওয়ালের কাছে রাখা একটা ঢালাই-লোহার উনুন। ধোঁয়া-বেরোবার চোঙটা সোজা ছাদ ফুঁড়ে বাইরে বাড়ানো। ঘরের মাঝখানে একখানা মস্ত বড় চারকোণা টেবিল—উপরে ছড়ানো একগাদা খেলবার তাস আর টেবিল ঘিরে রাখা খেলোয়াড়দের

বসার জন্য অনেকগুলো উল্টানো কাঠের বাক্স।

সকাল প্রায় দশটা। ধারের জানলাগুলোর ধুলো-মাখা গরাদ-চোয়ানো রোদ ঘরে ঢুকছে—সূর্যালোকের রশ্মির ভিতরে বাইরে ওড়াউড়ি করছে অজস্র ধাবমান তারার মতন মাছিগুলো।

কাঠের খিলটা উপরে উঠলো। খুললো দরোজাটা। লম্বাটে, ঝুঁকে-পড়া কাঁধ একজন বুড়ো ঘরের মধ্যে ঢুকলো। তার পরণে জীনের পোশাক আর বাঁ হাতে লম্বা ঠেলা-ঝাড়ু। তার পিছনে পিছনে ঘরে ঢুকলো জর্জ আর লেনি।

মালিক কাল রাতেই তোমরা আসবে আশা করেছিলো, বাপু। বুড়ো বলতে লাগলো—তোমরা এলে না দেখে বাবুর মেজাজ বিগড়ে গেলো, তোমরা আজ সকালে ত কাজ করতে যেতে পারলে না। ডান বাহু তুলে সে ইঙ্গিত করলো। তার জামার হাতা থেকে বেরিয়ে এলো কব্জির মতন একখানা ছোট্ট লাঠি—কিন্তু তাতে কোনও আঙুল নেই। ওই ওখানকার দুটো খাটিয়া তোমরা দখল করো—উনুনের কাছাকাছি দুটো খাটিয়া দেখিয়ে সে বললো।

জর্জ এগিয়ে গেলো এবং খাটিয়ার দড়ির ছাউনির উপর রাখা খড়ের গদিতে কম্বলের বোঁচকা ছুড়ে ফেললো। তার নিজের জন্য নির্দিষ্ট আপেল কাঠের বাক্সের ভিতরকার তাক খুঁটিয়ে দেখলো এবং ভিতর থেকে একটা হলুদ-রঙের ছোট টিনের কৌটো বার করে ফুঁসে উঠলো—কি নরক এটা?

জানি না, জবাব দিল বুড়ো।

বলো, উকুন, আরশোলা আর অন্যান্য পোকা-মাকড় মারবার সঠিক ওষুধ ছিলো এটাতে। দেখো কি নরকের বিছানা তোমরা আমাদের দিচ্ছো। যা হোক আমরা শশকের মতন থাকতে চাই না, বুঝেছো।

বুড়ো ঝাড়ুদার হাত বদল করে তার ঝাড়ুটা ডান কনুই আর পাঁজরের মাঝখানে চেপে ধরলো এবং হাত বাড়িয়ে কৌটোটা নিলো। কৌটোর গায়ে লাগানো লেবেলটায় সাবধানে নজর বুলোনো।

তোমাদের কি বলবো—শেষটায় বললো বুড়ো—শেষ যে ছোকরা ওই বিছানটায় ছিলো সে কামারের কাজ করতো—চমৎকার ছোকরা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতো—দেখলে তার সাথে তোমরা মিশতে চাইতে। জানো খাওয়া-দাওয়া করেও সে হাতে সাবান ঘষতো।

তাহলে তার বিছানায় এমন ছারপোকা কেন হয়েছিলো? শুধালো জর্জ—তার মনে রাগ ধীরে ধীরে বাড়ছিলো।

পাশের খাটিয়ার উপর নিজের বোঝাটা নামিয়ে লেনি বসে পড়লো। হাঁ করে সে জর্জের দিকে তাকিয়েছিলো।

তোমাদের কি বলবার আছে—বুড়ো ঝাড়ুদার বলে উঠলো—এই যে এখানে যে কামার ছোকরা থাকতো তার নাম ছিলো হুইটে—জানো, বিছানায় ছারপোকা না

থাকলেও ওই ধরনের ছেলে ছোকরারা এসব জিনিস নিজেদের কাছে রাখে, বাপু— তারা শুধু নিশ্চিত হতে চায়, তাই না? তার স্বভাব কেমন ছিলো, তাই তোমাদের বলতে হবে, এই না—দেখো, খাওয়ার সময় সে তার সিদ্ধ আলুগুলোর খোসা নিজেই ছাড়িয়ে নিতো, একটা কালো দাগ পর্যন্ত রাখতো না তা সে কালো দাগ যে জন্যেই হোক না কেন। খাওয়ার সময় যদি ডিমের গায়ে একটা লাল দাগ তার নজরে পড়ে যেতো তবে নির্ঘাৎ সে সেটা খুঁটে ফেলে দিতো। সব শেষে খাবার ফেলে চলে গেছে এমনি ধরনের ছোকরা ছিলো সে—একেবারে পরিচ্ছন্ন। রবিবারে বাইরে কোথাও যাওয়ার দরকার না থাকলে বা বাইরে না গেলে সে ফিট ফাট্ ধোপদুরস্ত পোশাক-আশাক পরে বাঙ্ক হাউসে বসে থাকতো—এমন কি গলায় একটা টাইও ঝোলাতো গলায়।

বিশ্বাস করতে পারছি না বাপু—সন্দেহের সুর জর্জের কণ্ঠে। শুধালো আবার—কিসের জন্য সে চলে গেছে বলছিলে?

হলেদেটে কৌটোটা বুড়ো নিজের পকেটে রাখলো। এবং নিজের খোঁচা খোঁচা পাকা দাড়ির উপর আঙুলগুলোর গাঁট বুলিয়ে নিলো!

বলে উঠলো—কেন···সে··· সোজা ছেড়ে গেলো···যেমন করে কোন ছোকরা ছেড়ে পালায়। বলেছিলো, খাবারের জন্যে চলে যাচ্ছে। শুধু সরে যেতে চাইছে। খাবার ছাড়া আর কোন কারণ দেখায় নি। এক রাতে শুধু বলেছিলো, আমাকে একটু ভাবতে সময় দাও, ঠিক যেভাবে কোন ছোকরা বলে থাকে।

নিজের বালিশটা তুলে তলাটা একবার পরখ করে নিলো জর্জ। ঝুঁকে বসলো এবং খড়ের গাদিটা কড়া নজরে পরখ করতে লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে লেনিও উঠে দাঁড়ালো এবং একই রকমভাবে তার নিজের বিছানাটা দেখতে সুরু করলো।

শেষে দেখা গেলো জর্জ খুশি, পরিতৃপ্ত। বিছানাটা এবার খুলে ফেললো। জিনিসপত্রগুলো রাখলো তাকের উপর—ক্ষুর, সাবানের টুকরো, চিরুণি আর ওষুধের বড়ি-ভরা শিশিটা। সাজিয়ে রাখলো তার তরল মলমের কৌটো আর কব্জির বাঁধন। তারপর খাটিয়ার উপর কম্বল বিছিয়ে বিছানাটা নিখুঁত ভাবে পেতে ফেললো।

বুড়ো বলে উঠলো—আমার মন বলছে, মালিক যে কোন মুহূর্তে এখানে এসে হাজির হবে। আজ সকালেও তোমরা আসোনি দেখে মালিক দারুণ ক্ষেপে গিয়েছে। সকালে আমরা যখন খাচ্ছি তখনই মালিক এখানে এসে বলে গেছে—সেই নতুন লোক দু'টোর এখনো দেখা নেই, কি জঘন্য ব্যাপার। কোথায় তারা? আস্তাবলের ছোকরাটাকেও খুব ধমকে গেছে।

বিছানার চাদরের একটা কোঁচকানো অংশ চাপড়ে ঠিক করে বসে পড়লো জর্জ। শুধালো—আস্তাবলের ছোকরাটাকে বকেছে কেন?

ঠিক। জানো, আস্তাবলের ছোকরাটা একজন নিগ্রো।

নিগ্রো, তাই নাকি?

হাঁ। ভারি খাসা ছোকরা। পিঠটা একটু কুঁজো, ঘোড়ায় চাঁট মেরেছিলো। মাথা বিগড়ে গেলে মালিক এই ছোকরাটাকে খিস্তি করে, চড়-চাপড় চাবুক মারে। আস্তাবলের ছোকরাটা সে-সব গেরাহ্যি করে না? ছোকরা খুব পড়াশুনো করে ঃ ওর ঘরে অনেক কেতাব আছে।

মালিক লোকটা কেমন হে? শুধালো জর্জ।

ভাল, খুবই খাসা লোক মালিক। মাঝে মাঝে অবশ্য তার মাথা যায় বিগড়ে, তবে লোক হিসেবে বড় সুন্দর লোক। কি বললে? জানো খ্রিসমাসের দিন সে কি করেছিলো? ঠিক এখানটায় বসে এক গ্যালন হুইস্কি গিলেছিলো। এবং বলেছিলো—প্রাণ ভরে মদ খেয়ে নাও, ছোকরারা। বছরে খ্রিসমাস কেবল এক বারই আসে।

এমন নরক গুলজার করেছিলো! গোটা এক গ্যালন গিলেছিলো?

হাঁ, মশাই। যিশুর নামে বলছি আমরা খুব মজা লুটেছিলাম। সে রাতে ওরা নিগ্রো ছোকরাকেও আসতে দিয়েছিলো। ছোটোখাটো রোগা চেহারার স্মিটি সেদিন নিগ্রো ছোকরার পিছনে লেগেছিলো। ওরা ছোকরাকে পা চালাতে দেয় নি, তাই নিগ্রো ছোকরা বেঁচে গিয়েছিলো। সে যদি পা চালাতে পারতো স্মিটি বলেছে যে, সে তাহলে নিগ্রোটাকে খতম করে ফেলতো। লোকগুলো বলাবলি করে, এ জন্যেই নিগ্রোটার পিঠখানা মোচড়ানো। স্মিটি তার পা চালাতে পারে না।

স্মৃতি-রোমন্থনের আনন্দ উপভোগ করার জন্য সে একটু থামলো।

এর পর লোকগুলো সব সোলিদাদে গিয়ে হুল্লোড়বাজিতে মেতে উঠেছিলো। আমি যাই নি ওখানে। আমার আর এসব হুল্লোড় ভাল লাগে না।

লেনি সবেমাত্র তার বিছানাটা পাতা শেষ করেছে, এমন সময় কাঠের খিলটা উপরে উঠলো এবং দরজটা গেলো খুলে। খোলা দরজার মুখে দাঁড়িয়েছিলো বেঁটে ভারি চেহারার একজন মানুষ। তার পরনে জীনের ট্রাউজার, গায়ে ফ্লানেলের কামিজ, বোতাম-খোলা কালো ভেস্ট আর কালো কোট। দু'থাবার বুড়ো আঙুল দুটো গোঁজা কোমরবন্ধের দু'পাশে আটকানো চারকোণা ইস্পাতের চাকতিতে। মাথায় নোঙরা বাদামী রঙের স্টেটসন হ্যাট। আর তার দু'পায়ে উঁচু গোড়ালির বুট জুতো—জুতোর মুখে আটকানো ছুঁচলো কাঁটা প্রমান করছে যে সে মজুর শ্রেণীর মানুষ নয়।

বুড়ো ঝাড়ুদার তাড়াতাড়ি তার ঝাড়ু বগলদাবা করে তার দিকে দরজার পানে এগিয়ে গেলো—অক্ষত হাতখানা সে-দাড়িতে বুলোচ্ছিলো। যেতে যেতেই বললো—ছোকরা দু'টো এক্ষুণি এলো, মালিক।

বলতে বলতে সে মালিকের পাশ কাটিয়ে দরজা পেরিয়ে সরে পড়লো।

ঠিক একজন ভারি-পায়ের মানুষের ছোট-খাটো দ্রুত পদক্ষেপে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলো খামারের মালিক। বললো—মুরে এ্যাণ্ড রেডি কোম্পানীকে লিখেছিলাম আজ সকালে আমার দু'জন মজুর চাই। তোদের কাগজ-পত্তর কিছু কি আছে?

জর্জ তার পকেটে হাত ঢুকিয়ে চিরকুটগুলো বার করলো। সেগুলোর মালিকের হাতে দিতে মালিক বললো—এটা মুরে এ্যান্ড রেডি কোম্পানীর দোষ নয়। এই তো চিরকুটে লেখা রয়েছে আজ সকালেই তোদের কাজে যোগ দিতে হবে।

নিজের পায়ের দিকে দৃষ্টি নত করে বললো জর্জ—বাস চালক আমাদের দারুণ ঝঞ্ঝাটে ফেলেছিলো। নামিয়ে দিয়েছিলো। দশ মাইল হাঁটতে হয়েছে আমাদের। বলেছিলো পেঁছে যাবে কিন্তু পেঁছতে পারি নি। সকালেও কোনও গাড়ি পেলাম না!

দু'চোখ কুঁচকে তাদের দেখলো মালিক।

সকালে দু'জন মজুর ছাড়াই শস্য ঝাড়াইয়ের দল পাঠাতে হলো ক্ষেতে। ডিনারের এখন আর তোদের পাঠিয়ে কোন লাভ হবে না। পকেট থেকে হাজরে-খাতা বার করলো মালিক। খাতার ঠিক যেখানটায় একটা পেন্সিল গোঁজা সেখানটা খুললো।

একটা কথা বোঝাবার জন্য জর্জ চোখ পাকিয়ে লেনির দিকে তাকালো এবং তার ইঙ্গিত যে সে বুঝতে পেরেছে তা জানবার জন্যে ঘাড় নাড়ালো লেনি।

পেন্সিলের শিসে একবার জিভ বুলিয়ে নিয়ে খামার-মালিক শুধালো—নাম কি তোর?

জর্জ মিলটন,

আর তোর নাম কি?

জর্জ জবাব দিলো—ওর নাম লেনি স্মল।

হাজরে-খাতায় নাম উঠলো।

দেখছি, আজ বিশ তারিখ, বিশ তারিখের দুপুর বেলা—বলতে বলতে হাজরে-খাতা বন্ধ করলো খামার মালিক। শুধালো—তা ছোকরারা, কোথায় তোরা কাজ করতিস?

উইডের আশ-পাশে, জবাব দিলো জর্জ।

লেনির দিকে তাকিয়ে খামার-মালিক শুধালো—তুইও?

হ্যাঁ, সেও কাজ করতো—বললো জর্জ।

লেনির দিকে একটা আঙুল তুলে খামার-মালিক শুধালো—দেখছি ছোকরাটা বাচাল নয়, তাই না?

না, সে বাচাল নয়, তবে দারুণ কাজের লোক। ষাঁড়ের মতন ওর দেহে ক্ষমতা।

মনে মনে হাসলো লেনি। ষাঁড়ের মতন ক্ষমতা দেহে—কথাগুলো আওড়ালো।

জর্জ অমনি তার দিকে চোখ পাকিয়ে তাকালো—আর কথাটা ভুলে গেছে বলে লজ্জায় লেনি মাথা নত করলো।

মালিক সহসা বলে উঠলো—শোনো স্মল্!

মাথা উঠিয়ে তাকালো লেনি।

তুমি কি কাজ করতে পারো?

ভীত হয়ে জর্জের দিকে তাকালো লেনি।

আপনি যে-কাজই ওকে করতে বলবেন তাই ও করতে পারবে। বললো জর্জ—ও শস্য ঝাড়াই করতে ওস্তাদ। থলেতে শস্য বোঝাই করতে পারে। চাষের যন্ত্র চালাতে জানে। যে-কোন কাজ করতে পারে। ওকে কেবল একবার একটা সুযোগ দিয়ে দেখুন।

মালিক এবার জর্জের দিকে ফিরে তাকালো।

তাহলে ওকে জবাব দিতে দিচ্ছিস না কেন? কি লুকোতে চাইছিস?

জর্জ সজোরে বলে উঠলো এবার—ওহো! আমি বলছি না যে, ও খুবই চালাক-চতুর আর বুদ্ধিমান। ও তা নয়। তবে বলছি ও খুব ভাল কাজের লোক, ওস্তাদ মজুর। ও চারশো পাউণ্ডের গাঁট মাথায় তুলে বইতে পারে।

মালিক স্বেচ্ছায় হাজরে-খাতা পকেটে ভরলো! বুড়ো আঙুল-দু'টো গুঁজলো কোমর বন্ধে। এবং ট্যারা একটা চোখ প্রায় বুজিয়ে বললো—বল তো তোর মতলব কি?

কার?

বলছি এই ছোকরাকে নিয়ে তুই কি লুকো-ছাপা করছিস? ওর মজুরি সব তুই হাতিয়ে নিস বুঝি?

না, একেবারেই না। কেন আপনি ভাবছেন ওকে আমি বেচতে চাইছি?

আচ্ছা। জানিস, কোন ছোকরাকে অন্য এক ছোকরার জন্যে ঝঞ্ঝাট পোয়াতে কখনও আমি দেখি নি। তাই আমি কেবল জানতে চাই এতে তোর কি স্বার্থ।

জর্জ বললো—ও আমার…পিসীর ছেলে। ওর বুড়ি মা-কে বলেছি আমি ওর দেখা-শোনা করবো। ও যখন বাচ্চা ছেলে তখন ঘোড়ার চাঁট ওর মাথায় লেগেছিলো। এখন ও সুস্থ হয়েছে। কেবল বুদ্ধিমান নয়! কিন্তু ওকে যা কিছু বলবেন তাই ও করবে।

মালিক আধা-আধি ঘুরে দাঁড়িয়ে বললো—ঠিক আছে! ঈশ্বরের মর্জি যবের বস্তা বোঝাই করার জন্য ওর মগজ দরকার হবে কি না! কিন্তু তুমি বাপু কোন কিছু নিয়ে ওপর চালাকি করতে যেও না, মিলটন। তোমার ওপর আমি নজর রাখছি। তা তোমরা উইড ছেড়ে এলে কেন?

কাজ শেষ হয়ে গেলো, জর্জ সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলো।

কি ধরনের কাজ?

আমরা…আমরা একটা চাষের খাল কাটছিলাম!

ঠিক আছে। কিন্তু কোনরকম চালাকি করার চেষ্টা করো না, কেন না এখান থেকে কোন কিছু করে পালাতে পারবি না। এর আগে অনেক চালাক ছোকরা আমার নজরে পড়েছে। খানা খেয়ে শস্য ঝাড়াইয়ের দলের সঙ্গে যাবে। ওরা ঝাড়াই কল থেকে শস্য কুড়োচ্ছে, তুলছে। স্লিমের দলের সাথে যাবে।

স্লিম ?

হ্যাঁ। বিশাল লম্বা হাড্ডিসার চেহারা। খানা খাওয়ার সময় তার সাথে তোমাদের দেখা হবে। বলতে বলতেই মালিক সহসা ঘুরে দাঁড়ালো, এবং এগিয়ে গেলো দরজার দিকে—কিন্তু দরজা খুলে বেরিয়ে যাওয়ার আগে মালিক আবার ঘুরে দাঁড়ালো এবং অনেকক্ষণ ধরে লোক দু'টোকে নিরীক্ষণ করতে লাগলো।

মালিকের পায়ের আওয়াজ মিলিয়ে যেতেই লেনির দিকে ঘুরে বললো জর্জ—বেশ, তুই একটা কথাও বলিস নি। এখন থেকে তুই তোর পুরু ঠোঁট নাড়া বন্ধ রাখবি এবং আমাকে কথা বলতে দিবি। আমরা প্রায় কাজটা হারাতে বসেছিলাম।

হতাশভাবে লেনি তার হাত দু'খানা নিরীক্ষণ করতে করতে বললো—কথাটা ভুলে গিয়েছিলাম, জর্জ।

হ্যাঁ, ভুলে গিয়েছিলি। তুই সব সময় ভুলে যাস, আর আমায় কথা বলতে হয় তোকে বাঁচাতে। সজোরে তক্তপোষের উপর বসে পড়ে আবার বলতে লাগলো জর্জ—এখন থেকে মালিক আমাদের উপর নজর রাখছে। তাই এখন আমাদের সাবধান হতে হবে এবং পালাতে চেষ্টা করবো না। এর পর থেকে তোর পুরু ঠোঁট বন্ধ রাখবি। বিষন্ন জর্জ নীরব হলো।

জর্জ।

এখন তুই কি বলতে চাস ?

ঘোড়া আমার মাথায় চাঁট মারে নি, মেরেছিলো কি জর্জ ?

যদি না চাঁট মেরে থাকে তবে তুই ভাল কাজ কর, ফুঁসে উঠলো জর্জ—লোককে ফ্যাঁসাদ-ঝঞ্ঝাট থেকে বাঁচা।

তুমি বলছিলে আমি তোমার পিসীর ছেলে, জর্জ।

ঠিক আছে, ওটা মিথ্যে কথা। এবং এমন মিথ্যে কথার জন্যে আমি খুশি। আমি যদি তোর আত্মীয় হতাম তাহলে নিজেই আমি নিজেকে গুলি করে খতম করতাম। সে সহসা থামলো, সম্মুখের খোলা দরজা দিয়ে এগিয়ে গেলো এবং বাইরে উঁকি দিলো।

তারপর খিঁচিয়ে উঠলো—বল, এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা শুনছিলে ?

বুড়ো ঝাড়ুদার ধীরে ধীরে আবার ঘরে ঢুকলো। হাতে ঝাড়ু। তার পিছনে পিছনে ঘরে ঢুকলো একটা ভালো জাতের কুকুর—এ ধরনের কুকুর ভেড়ার পাল পাহারা দেয়। কুকুরটার লম্বা নাক-মুখের রঙ ধূসর আর বিবর্ণ দৃষ্টিহীন দুটো বুড়োটে চোখ। কোন খোঁড়াতে খোঁড়াতে কুকুরটা ঘরের একটা কোণে গিয়ে কুণ্ডলি পাকিয়ে শুয়ে পড়লো। মৃদু গলায় কুকুরটা গজরাচ্ছিলো এবং ঝাড়ুদারের তেল-কালি-মাখা, পোকায়-কাটা পরণের কোটটা মাঝেমাঝে চাটছিলো।

কুকুরটা শান্ত না হওয়া তক ওটার দিকে তাকিয়েছিলো বুড়ো ঝাড়ুদার। তারপর বললো—দেখ বাপু, তোমাদের কথা আমি শুনছিলাম না। আমি শুধু ছায়ায় দাঁড়িয়ে

আমার কুকুরটার গা চুলকে দিচ্ছিলাম মাত্র ক'টা মুহূর্তের তরে। এখন চানের ঘরখানাও ধুয়ে দিয়ে এলাম।

আমাদের কথাবার্তা তুই আড়ি পেতে শুনছিলি, আমাদের ব্যাপারে নাক গলিয়েছিস্। জর্জ ফুঁসে উঠলো—আমি চাই না, কেউ আমাদের ব্যাপারে নাক গলাক। চাই না কেউ আড়ি পাতুক্।

বুড়ো ঝাড়ুদারের মনে দারুণ অসোয়াস্তি। জর্জের আর লেনির মুখের দিকে বারে বারে নজর বুলিয়ে এক সময় বলতে লাগলো—দেখ বাপু, আমি এই মাত্তর এখানে এলুম। তোমরা ছোকরারা কি বলাবলি করছিলে তা আমাদের কানে যায় নি। তোমাদের কথা শোনার কোন কৌতূহল আমার মনে নেই। খামারে যে জীবন কাটায় সে-লোক কখনও কারো কথা আড়ি পেতে শোনে না, কাউকে কোন কথা জিগ্যেসও করে না।

ঠিক বলেছো তা সে করে না, মনের রাগ কিছুটা দমন করে বললো জর্জ—তা সে করে না অনেক দিন ধরে খামারে কাজ করবে বলে।

ঝাড়ুদার আত্মরক্ষার জন্য যা-কিছু আওড়াচ্ছিলো তা শুনে আশ্বস্ত হলো জর্জ। বললো—এসো, এসো। ঘরে ঢুকে এখানটায় একটু বসো। বড় জঘন্য ওই বুড়ো কুকুরটা। একেবারে নরকের জীব।

ঠিক। ওদের আমি সেই বাচ্চা থেকে পাল-পোষ করছি বাপু। ঈশ্বরের দিব্যি বয়স-কালে এটা ভাল জাতের কুকুর ছিলো—শিপ্-ডগ্। ভেড়ার পাল পাহারা দিতো। হাতের ঝাড়ুটা সে দেওয়ালের গায়ে ঠেসান দিয়ে রাখলো এবং কাটা ঠুঁঠো হাতখানা বারেক দাড়িতে ঘসলো।

একটু সময় থেমে শুধালো—মালিককে কেমন লাগলো?

খুব ভাল। মনে হলো, সাচ্চা আদমি।

হাঁ খাসা লোক। ঝাড়ুদারও সায় দিয়ে বললো, তোমরাও তার সাথে ভাল ব্যবহার করবে, বাপু।

ঠিক তখ্খুনি এক ছোকরা এসে বাঙ্ক-ঘরে ঢুকলো। রোগাটে চেহারার এক যুবক—লালচে মুখের রঙ। বাদামী দুটো চোখের তারা আর চাপ-চাপ একমাথা কোঁকড়ানো চুল। তার বাঁ-হাতখানা মজুরদের মতন দস্তানায় ঢাকা আর খামার মালিকের মতন দু'পায়ে উঁচু-গোড়ালির বুট জুতো।

ঘরে ঢুকে সে জিগ্যেস করলো—আমার বাপকে দেখেছিস?

ঝাড়ুদার জবাব দিলো—এই তো একটু আগে তিনি এখানে ছিলেন, কার্লি। তা মিনিট খানেক আগে ছিলেন। মনে হচ্ছে, রান্নাঘরের দিকে গেছেন।

তাঁর সাথে দেখা করবার চেষ্টা করছি। বললো কার্লি।

সহসা নবাগত দু'জন মানুষের উপর নজর গেলো আটকে। দাঁড়িয়ে পড়লো। ঠাণ্ডা হিম-দৃষ্টিতে প্রথমে দেখলো জর্জকে—তারপর লেনিকে। কনুই-এর কাছটা

ক্রমশ ভাঁজ হয়ে দু'বাহু বাঁকলো—দু'টি থাবা মুষ্ঠিবদ্ধ হলো। তার সারা দেহ এখন কঠিন—আর একটু সামনে ঝুঁকলো—যেন জানোয়ারের দেহের মতন আনত। আর তখ্খুনি তার দৃষ্টি হিসাব নিতে উদগ্র এবং ঝগড়া বাধাতে উম্মুখ।

এমন দৃষ্টির সামনে লেনির সারা মন চঞ্চল হয়ে উঠলো। বিব্রতভাবে তার পায়ের ভর বদল করলো।

রাগতভাবে তার খুব কাছে এলো এগিয়ে কারলি। বললো—তাহলে তোরাই সেই নয়া আদমি। তোদের কথাই বুড়ো বলছিলো?

আমরা একটু আগে এসেছি! বললো জর্জ।

ওই মোটকা ছোকরাকে কথা বলতে দে।

লেনির সারা দেহ-মন লজ্জায় কুঁকড়ে গেলো।

ধর, ও যদি কথা বলতে না চায়?

কারলি সজোরে একবার ঘুরে, ঝাঁঝিয়ে উঠলো—যীশুর দোহাই, ওর সঙ্গে যখন কথা বলছি তখন ওকে কথা বলতেই হবে, কি জঘন্য চক্রান্ত রয়েছে তোদের মনে? তোর মনের ইচ্ছাটা কি?

আমরা এক সাথে এসেছি এখানে। ঠাণ্ডা গলায় বললো জর্জ।

ওহো, তাহলে ব্যাপারটা এই।

জর্জ এখন উত্তেজিত। দেহ নিথর। বললো—হাঁ, এটাই ব্যাপার।

উপদেশের জন্য লেনি তাকাচ্ছিলো জর্জের মুখের দিকে।

আর তুই মোটকা ছোঁড়াটাকে কথা বলতে দিবি না, তাই কি?

যদি সে তোমাকে কিছু বলতে চায় তবেই কথা বলবে। লেনির দিকে একটুখানি মাথা হেলিয়ে সে বললো।

আমরা একটু আগে এখানে এসেছি। নরম গলায় বললো লেনি।

কারলি সোজা-সুজি তার দিকে তাকিয়েছিলো?

ঠিক আছে! এর পরে তোকে প্রশ্ন করলে তুই নিজে জবাব দিবি। বলতে বলতে সে দরজার দিকে ঘুরলো এবং বেরিয়ে গেলো। তখনও কিন্তু তার কনুই একটু ভাঁজ করা।

জর্জ তাকে বেরিয়ে যেতে দেখছিলো এবং তারপর বুড়ো ঝাড়ুদারের দিকে ঘুরে দাঁড়ালো। শুধালো—বল তো, ছোকরার কাঁধে কি হয়েছে? লেনি তো ওর কোন ক্ষতি করে নি।

আড়ি পেতে কেউ কথা শুনছে কি-না সে সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়ার জন্যে লেনি সাবধানে দরজার কাছে এগিয়ে গিয়ে নজর বুলোলো। তারপর শান্ত কণ্ঠে বলতে লাগলো—ও হচ্ছে মালিকের ছেলে! কারলির হাত দারুণ চলে। বক্সার। মুষ্ঠি লড়াইয়ের রিঙে ও নামকরা বক্সার। লাইট-ওয়েট লড়িয়ে, ঘুষি মারতে ওস্তাদ।

ঠিক আছে, হোক ঘুষি মারতে ওস্তাদ। বললো জর্জ—লেনির পিছনে তার লাগা ঠিক হচ্ছে না। লেনি তো তার কিছু করে নি। কি জন্যে সে লেনির পিছনে লাগবে?

ঝাড়ুদার কথাটা মনে মনে বিচার করছিলো। এক সময় বলতে লাগলো—আচ্ছা, তোমাদের বলছি শোন, ক্ষুদে চেহারার রোগা ছেলে ছোকরাদের মতন কারলির মতিগতি। মোটা-সোটা ছোকরাদের সে ঘেন্না করে। সব সময় সে মোট্‌কা ছোকরাদের তাই পিছনে লাগে, তাদের বিরক্ত করে। যেন ওদের দেখলে তার মগজ বিগড়ে যায় কেননা তার নিজের দেহ তো বড়ো-সড়ো নয়। এ ধরনের ক্ষুদে চেহারার ছোকরাদের তোমরা দেখেছ, দেখ নি? সব সময় পিছনে লাগে। বিরক্ত করার স্বভাব।

নিশ্চয়, বললো জর্জ—এ ধরনের ক্ষুদে চেহারার অনেক বদমাস দেখেছি। কিন্তু লেনি সম্পর্কে এই কারলির কোন রকম ভুল না করাই ভাল। লেনি ঘুষি চালাতে খুব ওস্তাদ নয়, কিন্তু এই কারলি বদমাস যদি লেনির পিছনে লাগে তবে নির্ঘাৎ মার খাবে, আহত হবে।

আচ্ছা, কারলি কিন্তু দারুণ মারকুটে, ঝাড়ুদারের কণ্ঠে অবিশ্বাসের সুর, বললো—আমার এটা ভাল লাগে না। মনে হয় না, ঠিক করছে। ধরো, কারলি মোটকা একটা ছেলের ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে ঘুষি মারতে লাগলো। প্রত্যেকে তখন মনে করে কারলি কি মজা দেখাচ্ছে। কারলির কি ক্ষমতা! এবং ধরো, কারলি এমন কাজ আবার করলো এবং মার খেলো। তখন কিন্তু প্রত্যেকে বলাবলি করে, ওই মোটকার উচিৎ ছিলো ওরই মতন মোটকা কাউকে বেছে নেওয়া, লড়াই করা। কিংবা তখন সবাই মিলে দল বেঁধে মোটকা লোকটাকে মার-ধোর করতে সুরু করে। এটা আমার একেবারেই ভাল লাগে না, ঠিক কাজ করছে মনে হয় না, বুঝি কারলি কাউকে সুযোগ দিতে চায় না, বাঁচতে দেবে না।

জর্জ দরজাটার দিকে তাকালো। তার কণ্ঠে অমঙ্গলের সুর ধ্বনিত।

বলতে লাগলো—তার বরং লেনির উপর নজর রাখাই ভাল। সে তাকে দেখুক বুঝুক। লেনি লড়িয়ে ছোকরা নয়। কিন্তু লেনি বলবান আর ক্ষিপ্র এবং লেনি আইন-কানুন কিছুই জানে না।

জর্জ থামলো। চারকোণা টেবিলটার কাছে এগিয়ে গিয়ে একটা বাক্সের উপর বসলো। ছড়ানো কতকগুলো তাস একসাথে জড়ো করে তাসালো। শাফ্‌ল্‌ করলো।

বুড়ো ঝাড়ুদার আর একটা বাক্সের উপর বসলো।

বললো—দেখো, কারলিকে এসব কিছু বলো না। আমি তোমায় কিছুই বলি নি এটাই মনে রেখো। শুনলে সে আমাকে খুন করে ফেলবে। আমার ছাল ছাড়িয়ে নেবে। একদম আমাকে কোন কথা বলতে দেবে না, কোন কথা শুনবে না। কখনও

ওকে কেউ বেত মারে নি, শাসনও করে নি, কেননা বুড়ো খামার-মালিক ওর বাবা।

জর্জ হাতের তাসগুলো কেটে নিলো—তারপর একখানা একখানা করে তাস তুলে উল্টে দেখলো। এবং দেখা হলে তাসগুলো একের পর এক টেবিলের উপর গাদা করতে লাগলো। এক সময় সে বলে উঠলো—আমার মনে হচ্ছে এই কারলি ছোকরটা একটা কুত্তির বাচ্চার মতন। ছোটলোক ক্ষুদে ছোকরাগুলোকে আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না।

আমারও মনে হয়, আজকাল সে আরো বদ হয়ে যাচ্ছে। ঝাড়ুদার বললো ক'সপ্তাহ আগে ও বিয়ে করেছে। বউটা থাকে খামার-মালিকের বাড়ি। বিয়ের পর থেকে কারলি আরও বেশি লম্পট হয়ে উঠেছে, মারামারি করে বেড়াচ্ছে।

জর্জ ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বললো—বোধ হয় সদ্য-বিয়ে-করা বউয়ের কাছে সে তার ক্ষমতা জাহির করছে।

ঝাড়ুদার গাল-গল্প আর দুর্নাম রটাতে গিয়ে বেশ গরম হয়ে উঠলো। বললো—ওর বাঁ-হাতে দস্তানা পরা ছিলো দেখেছো?

হাঁ, দেখছি।

জানো, ওর দস্তনায় ভেজলিন ভরা আছে।

ভেজলিন? কোন নরক সৃষ্টির জন্যে?

আচ্ছা। কি জন্যে তা তোমাদের বলছি—কারলি বলে, বউয়ের জন্যে সে তার এই হাতখানা নরম করে রাখে।

জর্জ খুব মনোযোগ দিয়ে তাসগুলে নিরীক্ষণ করছিলো। সে বললো—এমন ধরনের কথা তো বাইরে বলে বেড়ানো যায় না।

বুড়ো আরো সুনিশ্চিত হলো। জর্জের মুখ থেকে সে একটা অপমানজনক বিবৃতি বার করতে পেরেছে। এখন সে নিরাপদ। তাই আরও বিশ্বস্ততা-ভরা কণ্ঠে সে বললো—দাঁড়াও। তুমিও কারলির বউকে দেখতে চাইবে।

আর একবার তাসগুলো তাসালো জর্জ এবং আপন খুশি মতন এক এক খানা তাস টেবিলের উপর ধীরে ধীরে সাজাতে লাগলো।

এক সময় নিস্পৃহ-কণ্ঠে জর্জ শুধালো—সুন্দরী?

হাঁ। সুন্দরী……কিন্তু…।

জর্জ তার সাজানো তাসগুলোর উপর নজর বুলোতে বুলোতে শুধালো—কিন্তু কি?

আচ্ছা—সুন্দর দু'টি চোখ!

হাঁ? দু'সপ্তাহ হলো বিয়ে হয়েছে অথচ এর মধ্যেই দৃষ্টি হানতে সুরু করেছে? আর তাই বুঝি কারলির প্যাণ্টে পিঁপড়ে ঢুকেছে।

আমি দেখেছি সে স্লিমকে চোখ টিপে ইঙ্গিত করছে। স্লিম ফসল ঝাড়াইয়ের একজন ওস্তাদ মজুর। দারুণ নচ্ছার ছোকরা। শস্য ঝাড়াইয়ের দলে ওর উঁচু-গোড়ালির

বুট-জুতো পরার দরকার হয় না আমার নজরে পড়েছিলো ও স্লিমকে চোখ মারছে। কারলির নজরে অবশ্য তা পড়েনি। আর কার্লসনকেও যুবতী চোখ মেরে ইঙ্গিত করেছিলো দেখেছি।

এসব জানার তার এতটুকু কৌতূহল নেই এমনই একটা ভান করলো জর্জ। বললো —মনে হচ্ছে আমরা বেশ মজা লুটতে পারবো।

ঝাড়ুদার বুড়ো বাক্স ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে আওড়ালো—জানো, আমি কি ভাবছি?

জর্জ জবাব দিলো, না।

আচ্ছা, আমার মনে হচ্ছে, কারলি বিয়ে করেছে···একটা কসবিকে।

তাহলে ওই প্রথম নয়, বললো জর্জ—একাজ আরো অনেকেই করেছে।

বুড়ো ঝাড়ুদার দরজার দিকে এগিয়ে গেলো। আর তার বুড়ো কুকুরটা একবার মুখ তুলে তাকালো। দু'চোখ পিট্‌পিট্‌ করে দেখলো তাকে। তারপর নিজের যন্ত্রণাক্লিষ্ট দেহটা চার পায়ের উপর খাড়া করে তাকে অনুসরণ করলো।

আমাকে এখ্‌খুনি গিয়ে চানের বেসিনটা পরিষ্কার করে রাখতে হবে ছোকরাদের জন্যে। ছোকরাদের দল এখ্‌খুনি ফিরে আসবে। তোমরা ছোকরারা তো যব ঝাড়াই করতে যাবে?

হাঁ।

যা বললাম তা কারলিকে বলবে না তো?

কি নরক! বলছি তো, না।

ঠিক আছে। তোমরা বউটাকে দেখতে পাবে, মিস্টার। বউটাকে দেখলে বুঝতে পারবে সে কসবি মেয়েমানুষ কি না। বলতে বলতে বাইরে চমৎকার ঝলমলে রোদের পরিবেশে সে বেরিয়ে গেলো।

চিন্তিত মনে জর্জ তার তাসগুলো নামিয়ে রাখলো, তার তাসের তিনের স্তরটা উল্টালো। চারখানা ইস্কাবনের তাস দিয়ে সে তার প্রধান তাসের স্তরটা বানিয়েছিলো।

রোদের চতুষ্কোণ রশ্মি পড়েছে এতক্ষণে মেঝের উপর—আর মাছিগুলো আগুনের ফুলকির মতন রশ্মির মধ্যে ওড়া-উড়ি করছে। বাইরে থেকে ঘোড়ার সাজের ঝনঝন আওয়াজ আর চাকাগুলোর ঠুরোর আর্তনাদের শব্দ ভেসে এলো।

দূরে থেকেই পরিষ্কার ডাকার আওয়াজ ধ্বনিত হলো—এই আস্তাবলের রাখালিয়া —ও আস্তাবলের ছোকরা। এবং তারপরই ঝাঁঝালো কণ্ঠস্বর—শয়তানের বাচ্চা নিগ্রো-ছোকরাটা পালালো কোন চুলোয়?

জর্জ একটা একটা করে পাতা তাসগুলোর দিকে তাকিয়েছিলো, এবং তারপর সহসা তাসগুলো সব একসাথে জড়ো করলো। এবং লেনির দিকে ঘুরলো—তাকালো।

তক্তপোষে চিৎ হবে শুয়ে লেনি তাকিয়েছিলো জর্জের দিকে।

দেখ্‌ লেনি। এই এখানে কোন ফ্যাসাদ বাধাস নি। আমি একেবারে অতিষ্ঠ

হয়ে উঠেছি। তুই এই কারলি ছোকরার সাথে একটা ফ্যাসাদ বাধাতে চলেছিস। এর আগেও এমনটা ঘটতে দেখেছি। সে তোকে এখান থেকে তাড়াবে ঠিক করেছে। তোর ওপর চটেছে সে এবং প্রথম সুযোগেই তোর ওপর ঘুষি চালাবে।

লেনির দু'চোখে এখন ভয়ের ছাপ। সরলকণ্ঠে সে বললো—কোন ফ্যাসাদ বাধাতে আমি চাই না। সে যেন আমাকে না মারে, জর্জ।

জর্জ উঠে দাঁড়ালো। লেনির দিকে এগিয়ে গিয়ে তার বিছানার ওপর বসলো।

বললো—ওই ধরনের বেজম্মাদের আমি ঘেন্না করি। ওদের অনেককে দেখেছি। বুড়ো ঝাড়ুদারের মতন বলছি—কারলি কোন সুযোগ নেয় না। সে সবসময় জয়ী হয়। বারেকের জন্য কি যেন সে ভেবে আবার বলতে লাগলো—লেনি, ও যদি তোকে জড়াতে চায় তবে আবার আমাদের পালাতে হবে। এ ব্যাপারে কোন ভুল করিস নে, আর কথাটা ভুলিস নি—কেননা ও খামার-মালিকের ছেলে। দেখ লেনি তুই সব সময় ওই ছোকরার কাছ থেকে দূরে থাকতে চেষ্টা করবি, করবি তো? কখ্‌খনো তার সাথে কথা বলবি না। ও যদি এই ঘরে এখানে আসে তবে তুই উঠে ঘরের অন্য দিকে চলে যাবি সোজা। লেনি, চলে যাবি তো?

আমি কোন ফ্যাসাদ বাধাতে চাই না! বিষণ্ণ-কণ্ঠে বললো লেনি—আমি তো কখ্‌খনো তার কোন ক্ষতি করি নি।

দেখ, কারলি তোকে যদি তার প্রতিদ্বন্দ্বী-লড়িয়ে হিসেবে বেছে নিতে চায় তবে এসব কথা বলে কোন লাভ হবে না তোর। তার সাথে কেবল কোন রকম সংস্রব রাখবি না, তার ধারে-কাছে যাবি না। কথাটা কি মনে রাখবি?

নিশ্চয়, জর্জ। আমি একটা কথাও বলবো না।

শস্য ঝাড়াই-কারী দলের ফিরে আসার সাড়া-শব্দ ক্রমশঃ বাড়তে লাগালো। কঠিন মাটিতে ঘোড়ার খুরের ভারি আওয়াজ জাগছে, গাড়ির ব্রেক কষার আওয়াজ এবং শিকলের ঝন্‌ঝন্‌ শব্দ ভেসে আসছে। দলের লোকেরা কেউ কাউকে ডাকছে—কেউ ডাকে সাড়া দিচ্ছে।

বিছানার উপর লেনির পাশে বসে আছে জর্জ। তার মুখমণ্ডলে চিন্তার কুটিল বলিরেখা।

ভীরু-কণ্ঠে শুধালো লেনি—তুমি আমার ওপর রাগ করোনি তো, জর্জ?

তোর ওপর রাগ করি নি। রাগ হচ্ছে এখানকার এই কারলি বেজম্মাটার ওপর। আমার ইচ্ছে আমরা দু'জনে একটা বাজি ধরি—এই ধর একশ' ডলার। তার কণ্ঠস্বর কঠিন। সিদ্ধান্তে স্থির। বললো—কারলির কাছ থেকে তুই বরং দূরে থাকবার চেষ্টা কর, লেনি।

নিশ্চয় আমি চেষ্টা করবো, জর্জ। আমি একটা কথাও ওর সাথে বলবো না।

সে তোকে ফ্যাসাদে ফেলুক তা হতে দিস নি—কিন্তু ওই কুত্তীর বাচ্চা যদি তোকে আঘাত করে—ওকে তা পেতে দিবি।

কি খেতে দেবো, জর্জ ?

কিছু ভাবিস নে, কিচ্ছু ভাবিস নে। সময় হলে তোকে আমি বলবো, ওই ধরনের ছোকরাদের আমি ঘেন্না করি। দেখ্ লেনি, তুই যদি কোন ফ্যাসাদে বা বিপদে পড়ে যাস তবে আমি যা যা বলেছি তা তোর মনে পড়বে তো ?

নিজের দু' কনুইয়ে ভর দিয়ে লেনি দেহ উঁচু করলো। চিন্তায় তার মুখ কুঁচকে গেছে। তারপর তার বিষণ্ণ দৃষ্টি জর্জের মুখের দিকে নিবদ্ধ হলো। বললো—আমি যদি ফ্যাসাদে পাড়ি তবে তুমি আমাকে খরগোস পুষতে দেবে না।

আমি তা চাই না। মনে আছে তো কাল আমরা কোথায় ঘুমিয়েছিলাম ? সেই নদীর পাড়ে ?

হাঁ, মনে আছে। ওহো নিশ্চয় আমার আছে। ওখানে গিয়ে আমি ঝোপের মধ্যে লুকিয়েছিলাম।

তোকে খুঁজতে আমি না আসা পর্যন্ত তুই লুকিয়ে থাকবি। কেউ যেন তোকে দেখতে না পায়। নদীর পাড়ের ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে থাকবি। আর একবার সব কথাগুলো আওড়া।

নদীর পাড়ে ঝোপের মধ্যে, ঝোপের আড়ালে নদীর ধারে লুকিয়ে থাকবো।

যদি তুই বিপদে পড়িস।

আমি যদি বিপদে পড়ি।

বাইরে গাড়ির ব্রেক কষার আওয়াজ ধ্বনিত হলো।

ডাক শোনা গেলো—এই আস্তাবলের ছোকরা! ওহো! কোথায় গেলো আস্তাবলের ছোকরাটা।

জর্জ বললো—মনে মনে কথাগুলো আবার মুখস্থ কর, লেনি। তাহলে আর ভুলে যাবি নে।

দু'জনেই মুখ তুলে তাকালো। দরজার কাঠামোর বন্দী-চারকোণা আলোকিত স্থানটুকু এখন দু'ভাগে বিভক্ত। একটি যুবতী ওখানে নিথর দেহে দণ্ডায়মান—তার দৃষ্টি নিবদ্ধ ঘরের মধ্যে। রুজ-লাঞ্ছিত পরিপূর্ণ দুটি অধর তার—বিস্ফারিত দু'চোখে গাঢ় প্রসাধনের স্পর্শ। আঙুলের নখগুলো রক্তিম। মাথার কোঁকড়ানো কেশ ছোট ছোট থোকায় ঝুলন্ত—যেন মাংসের কাবাবের টুকরো সাজানো। তার পরণে বাড়িতে পরার লাল রঙের খাদি কাপড়ের পোশাক—জামার বুকের উপর লাগানো লাল উটপাখির পালকের ছোট্ট তোড়া।

কারলিকে খুঁজছি। বললো যুবতী। তার কণ্ঠে ভাঙা ভাঙা নাকী সুর।

জর্জ তার দিক থেকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিয়েছিলো।

কিন্তু আবার দৃষ্টি ফিরিয়ে বললো—মিনিট খানেক আগে সে এখানে এসেছিলো। এখন চলে গেছে।

ওহো! যুবতী পিঠের দিকে নিতম্বের উপর দু'হাত রেখে এমনভাবে দরজার

কাঠামোয় ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়েছিলো যে, শরীরটা সামনের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ছে যেন। অমনিভাবে দাঁড়িয়ে বললো—তোমরাই সেই নতুন ছোকরা, এখুনি এসেছো, তাই না?

হাঁ।

লেনির দৃষ্টি যুবতীর দেহের উপর উঠা-নামা করছিলো এবং যদিও মনে হচ্ছিলো যুবতীর দৃষ্টি লেনির দিকে পড়ে নি তবুও কিন্তু যুবতীর মুখে সংযমের মৃদু স্পর্শ।

মাঝে মাঝেই কারলি এখানে আসে। বুঝিয়ে বলতে চাইলো যুবতী।

জর্জ অভদ্রভাবে বলে উঠলো—শোনো, এখন সে নেই।

যদি সে এখানে না থাকে, তবে আরো কিছু কিছু জায়গায় তার খোঁজ করাই ভাল বোধ হয়। খুশিতে ডগমগ হয়ে যুবতী বললো।

লেনি যুবতীকে নিরীক্ষণ করছিলো—মোহিত হয়ে পড়েছিলো।

জর্জ বললো—তার সাথে যদি দেখা হয় তবে বলে দেবো যে তুমি তার খোঁজ করছো।

খিলানের মতন ঘাড় বেঁকিয়ে হাসলো যুবতী। তার দেহ মোচড়ালো।

একজন দেখছে বলে কেউ তাকে দুষতে পারে না। বললো যুবতী।

পিছনে পায়ের আওয়াজ। কেউ যেন হেঁটে যাচ্ছে।

যুবতী মাথা ঘুরিয়ে বলে উঠলো—আরে, স্লিম?

খোলা দরজার ওপাশ থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে এলো—হাঁ গো, সুন্দরী!

আমি কারলিকে খুঁজতে চেষ্টা করছি, স্লিম।

ঠিক আছে। কিন্তু মনে হচ্ছে তুমি খুব একটা চেষ্টা করছো না। তাকে তোমার ঘরের দিকে যেতে দেখলাম।

সহসা যুবতী শঙ্কিত হয়ে উঠলো।

চলি গো, ছোকরারা। বাসা-ঘরের দিকে যুবতী দ্রুত চলে গেলো।

জর্জ ঘুরে তাকালো লেনির দিকে।

হায় ঈশ্বর! এ তো দেখছি একটা বেদেনী! বললো সে—তাহলে কারলি যাকে বউ করে এনেছে সে এই চিজ্।

লেনি সমর্থন জানাবার জন্যে বললো—মেয়েটি খাসা।

হাঁ। আর তাই যুবতী নিজে লুকোচুরি খেলছে। কারলির সামনে রয়েছে বহু কাজ। বাজি ফেলে বলছি, কুড়ি ডলার পেলেই যুবতী-সোজা পর পুরুষের হাত ধরে বেরিয়ে যাবে।

যুবতী যেখানে দাঁড়িয়েছিলো সেই দরজার দিকে তখনও তাকিয়েছিলো লেনি। চুপ, ও খাসা সুন্দরী। তার রূপের প্রশংসায় লেনির মুখে হাসি ফুটলো।

জর্জ তরিতে তার দিকে দৃষ্টি ফেরালো। এবং তারপর তার কান ধরে তাকে সজোরে নাড়া দিলো।

আমার কথা শোন্‌, পাগলা বেজম্মা, ভীষণভাবে ধমক দিলো জর্জ—ওই কুত্তীর বাচ্চার দিকে তুই কোন দিন তাকাবি না। ও কি বলে আর করে তা নিয়ে আমার কোন মাথা ব্যথা নেই, এ ধরনের মেয়েমানুষকে আমি আগেও বিষাক্ত ছোবল মারতে দেখেছি, কিন্তু অমন মেয়েমানুষের চেয়েও জেলে যাওয়ার টোপ অনেক বেশি জঘন্য। তুই ওকে ছাড়, মন থেকে ওর কথা মুছে ফেল্‌।

ওর কবল থেকে নিজের কানটা ছাড়াবার চেষ্টা করতে করতে বললো লেনি—আমি তো কিছু করি নি জর্জ।

না, তুই কখনও কিছু করিস নি! কিন্তু মেয়েমানুষটা যখন দরজায় মুখে দাঁড়িয়ে তার জানু দেখাচ্ছিলো তখন তুই অন্য দিকে তাকিয়েছিলি না।

আমি কোন ক্ষতি করতে চাই নি, জর্জ। সত্যি বলছি আমি কখনও চাই নি।

ঠিক আছে, তুই ওর থেকে দূরে থাকিস, কারণ ও একটা ইঁদুর ধরার ফাঁদ, এমনটা আমি কখনও দেখি নি। তুই কারলিকে ঠোক্কর মারতে দে। এর জন্যেই সে নিজে এসেছিলো। তার হাতের দস্তানা ভর্তি রয়েছে ভেজলিনে। দারুণ বিরক্তি জর্জের কণ্ঠে। আবার বললো—আর বাজি ফেলে বলছি, সে এখন কাঁচা ডিম খাচ্ছে এবং সর্বস্বত্ব-সংরক্ষিত ওষুধের জন্য দোকানে চিঠি লিখছে।

লেনি সহসা চিৎকার করে উঠলো—এ জায়গাটা আমার ভাল লাগছে না, জর্জ। ভাল নয় এ জায়গাটা। এখান থেকে চলে যেতে চাই।

আর একটা খুঁটি না পাওয়া পর্যন্ত এটাই আমাদের ধরে রাখতে হবে। এ ছাড়া আমাদের আর কিছু করার নেই, লেনি! আমরা অসহায়। যখনই পারবো আমরা এখান থেকে পালিয়ে যাবো। তুই যতটা পছন্দ করিস তার চেয়ে বেশি এ জায়গাটাকে আমি পছন্দ করি না।

জর্জ আবার টেবিলের ধারে ফিরে গেলো। তাস তুলে নিয়ে একাই তাস খেলার জন্যে টেবিলের উপর তাস বিছোতে বিছোতে বললো—না, এ জায়গাটা আমারও পছন্দ নয়। আর কয়েকটা দিন অপেক্ষা কর। তারপর এখান থেকে আমিও পালাবো। আমরা যদি কয়েকটা ডলার রোজগার করতে পারি আমরা এ জায়গা ছেড়ে চলে যাবো—চলে যাবো আমেরিকান নদী পেরিয়ে এবং সোনা খুঁজবো। বোধ হয় আমরা ওখানে একদিন বেশ কিছু ডলার জমিয়ে আমাদের পকেট ভারি করতে পারবো।

জর্জের দিকে ঝুঁকে লেনি সাগ্রহে তার কথা শুনছিলো। বললো—তাই চলো জর্জ। চলো আমরা এখান থেকে পালাই। এটা একটা ছোটলোকদের জায়গা।

কাছেই স্নানের ঘর। জল গড়িয়ে পড়ার আওয়াজ, বেসিনে জল উছলানোর ঝর ঝর শব্দ ভেসে আসছিলো।

বিছানো তাসগুলো মন দিয়ে পরখ করতে করতে জর্জ বললো—এবার বোধ হয় আমাদেরও চান-টান করা দরকার। কিন্তু গায়ে নোঙরা লাগার মতন আমরা তো কোন কাজ করি নি।

একজন দীর্ঘকায় পুরুষ দরজার মুখে হাজির হলো। তার বগলে একটা দোমড়ানো ঘাসের টুপি। চিরুনি দিয়ে মাথার লম্বা কালো ভিজে চুলগুলো পিছন দিকে আঁচড়াচ্ছিলো। অন্যদের মতন তারও পরণে নীল জীন্সের পাৎলুন আর পায়ে ঝুল-ছোট সুতির জামা। মাথার চুল আঁচড়ানো শেষ করে সে ঘরের মধ্যে ঢুকলো… সে এমন গম্ভীর আড়ম্বরের সাথে ঘরে ঢুকলো যা কেবলমাত্র রাজা রাজড়া কিংবা ওস্তাদ কারিগরদের মানায়। লোকটা একজন দক্ষ শস্য-ঝাড়াইকারী। খামারের রাজপুত্তুর। দশটা, ষোলোটা এমন কি কুড়িটা খচ্চরকে একই সারিতে অগ্রগামী-খচ্চরটার পিছনে পিছনে চালাতে সে সক্ষম। খচ্চরের সাজের উপর বসা একটা মাছিকে সে চাবুক আছড়ে মারতে সক্ষম কিন্তু তাতে খচ্চরের গায়ে চাবুকের আঘাত লাগে না, খচ্চরটার দেহ স্পর্শও করে না। তার হাব-ভাব আচরণ চলন-বলনে রয়েছে দারুণ গাম্ভীর্য এবং তা এমনই দারুণ শান্ত যে সে যখন কথা বলতে সুরু করে তখন সকলের কথা যায় থেমে। তার কর্তৃত্বের এমনই প্রভাব যে-কোন বিষয়ে আর কথাই হচ্ছে শেষ কথা—তা সে-কথা রাজনীতিই হোক অথবা নর-নারীর প্রেমের সম্বন্ধে হোক। এই হচ্ছে শ্লিম—ওস্তাদ শস্য ঝাড়াইকারী। টাঙ্গির গড়ন তার মুখমণ্ডলে বয়সের কোন ছাপই পড়ে নি। তার বয়স পঁয়ত্রিশ হতে পারে অথবা হতে পারে পঞ্চাশ। তার সম্পর্কে যা কিছু লোকে বলাবলি করে তার চেয়েও বেশি কথা তার কানে যায়, তার ধীর বাক্যালাপ চিন্তাগ্রস্ত নয়, বরং তার মধ্যে চিন্তাতীত সমঝোতার প্রকাশ-সমৃদ্ধ। তার হাত দু'খানা দীর্ঘ এবং শীর্ণ—মন্দিরের নর্তকের মতন ছিপছিপে আর কর্মপটু।

দোমড়ানো টুপিটা সে সমান করলো, টুপির মাঝখানটা টিপে মাথায় পরলো। বাসা-ঘরের মানুষ দু'টোর দিকে সে মোলায়েম-দৃষ্টিতে তাকালো।

বাইরে অনেক বেশী আলো, শান্ত-কণ্ঠে বললো সে—এখানে কিছুই প্রায় নজরে পড়ছে না। তোমরা দু'জনই নতুন এসেছো?

এখ্খুনি এলাম, বললো জর্জ।

কখনও যব ঝাড়াই করেছো?

মালিক তো তাই করতে বলছে।

জর্জের মুখোমুখি টেবিলের ওধারে একটা বাক্সের উপর বসলো শ্লিম। একক তাস খেলার নিয়মানুযায়ী তার দিকে উল্টে রাখা তাসগুলো পরখ করে দেখলো।

আশা করছি, তোমাদের দু'জনকে আমার দলে দেওয়া হবে। বললো শ্লিম। তার কণ্ঠস্বর খুবই শান্ত—আমার দলে এক জোড়া বদমাস আছে। মাঠ থেকে তারা যবের বস্তা বয়ে আনতে হাঁফায়, তোমরা কখনো যব ঝাড়াই করেছো?

নরক, জঘন্য। হাঁ। জবাব দিলো—এর জন্যে আমি কান্না-কাটি করবো না। কিন্তু ওই যে মোটকা বেজন্মাটাকে দেখছো অনেক জোড়া মজুরের চেয়ে ও বেশি শস্য বহন করতে পারে।

লেনি ওদের কথাবার্তা শুনছিলো। আর ওর দৃষ্টি ঘোরা-ফেরা করছিলো ওদের

মুখের উপর। ক্ষমতার প্রশংসা শুনে ওর মুখে খুশির হাসি ফুটে উঠলো।

এমনভাবে প্রশংসা করার জন্য স্লিম সমর্থন জানিয়ে তাকালো জর্জের দিকে। সে টেবিলের উপর ঝুঁকে একখানা ছুটকো তাসের কোণ ছিঁড়তে ছিঁড়তে বললো—তোমরা দু'জনে এক সঙ্গে এখানে এসেছো তাই না? তার কণ্ঠস্বর বন্ধুভাবাপন্ন। কোন দাবি ছাড়াই তার কণ্ঠে বিশ্বাস-ভরা আমন্ত্রণ ধ্বনিত।

নিশ্চয়, সে বললো। আমরা পরস্পরকে দেখা-শুনা করি।' নিজের বুড়ো আঙুল উঁচিয়ে সে লেনিকে দেখালো। তারপর আবার বলতে লাগলো—ওর বুদ্ধি খুব প্রবল নয় যদিও। তবে ভাল লোক। বুদ্ধি কম! বহু দিন ধরে ওর সাথে আমার জানা-শোনা।

স্লিম তখন জর্জের ভিতরটা পরখ করতে চেষ্টা করলো—ওকে ছাড়িয়ে তার দৃষ্টি বুঝি আরো দূরে নিবদ্ধ হলো। এক সময়ে সুরেলা কণ্ঠে সে বললো—দেখো, আজ-কালকার কোন ছোকরারা আর দল বেঁধে এক সাথে চলাফেরা করতে চায় না। জানি না তার কারণ কি। হয় তো এই সংসারের প্রত্যেকেই মনে মনে অপরের সম্পর্কে বিরক্ত, হতাশ।

কিন্তু জানা-শোনা লোককে নিয়ে চারধারে ঘোরাফেরা করতে খুবই ভাল লাগে। বললো জর্জ।

একজন ক্ষমতাশীল, পেট মোটা লোক বাসা-ঘরের ভিতরে এসে ঢুকলো। সে তখনও মাথা মুছছে—জল ফোঁটা ঝরে পড়ছে ভিজে চুল থেকে।

এই স্লিম! সে ডাকলো এবং পর মুহূর্তে থেমে জর্জ এবং লেনির দিকে তাকিয়ে রইলো।

এই ছোকরারা একটু আগে এসেছে। পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য বললো স্লিম।

তোমাদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে দারুণ খুশি হলাম! মোটা-সোটা লোকটা বললো—আমার নাম কার্লসন।

আমি জর্জ মিলটন। আর এই যে এখানে, এ হচ্ছে লেনি স্মল।

তোমাদের পেয়ে খুব খুশি হয়েছি! আবার বললো কার্লসন—কিন্তু ও একেবারেই ছোট খাটো নয়। আবার বললো।

তারপর স্লিমকে শুধালো কার্লসন—আরে! তোমাকেই শুধোচ্ছি স্লিম। তোমার কুত্তী কেমন আছে? আজ সকালে তোমার গাড়ির নীচে তো তাকে চোখে পড়লো না।

কাল রাতে বাচ্চা বিইয়েছে। বললো স্লিম—ন'টা বাচ্চা। তবে চারটে বাচ্চাকে আমি সোজাসুজি জলে ডুবিয়ে মেরে ফেলেছি। কুত্তিটা অতগুলো বাচ্চাকে খাওয়াতে পারবে না।

ওহো, তাহলে পাঁচ পাঁচটা রয়েছে?

হাঁ, পাঁচটা। সবচেয়ে বড়টা আমি রেখে দিয়েছি।

ওগুলো কি ধরনের কুকুর হবে ভাবছিস?

জানি না, বললো শ্লিম—মনে হচ্ছে, মেষ পালকদের কুকুরের জাত। কুত্তিটা গরম হলে এখানে এই ধরনের কুকুরগুলোকে মিশতে, সঙ্গম করতে দেখেছি।

কার্লসন বলতে লাগলো—আরে বাপ! পাঁচটা বাচ্চা—তুই কি সব ক'টাকে পুষবি না-কি?

জানি না। কিছুদিন তো রাখতেই হবে যাতে বাচ্চাগুলো লুলুর মাই খেতে পারে।

চিন্তিতভাবে বললো কার্লসন—আচ্ছা, দ্যাখ্ শ্লিম, আমি একটা কথা ভাবছি। ওই যে ক্যান্ডির কুকুরটা, ওটা একদম জঘন্য বুড়ো হয়ে গেছে। প্রায় চলা ফেরা করতেই পারে না! নরকের গন্ধ ওটার গায়ে। এই বাসা-ঘরের মধ্যে ওটা ঢুকলে দু'তিন ধরে ওটার গায়ের গন্ধ আমারও নাকে লাগে। ক্যান্ডিকে তুমি ওর বুড়ো কুকুরটাকে গুলি করে মেরে ফেলতে বলছো না কেন? এবং তাকে তোমরা কুত্তির একটা বাচ্চাকে পুষতে দিচ্ছো না বা কেন? এক মাইল দূর থেকে ওই কুকুরটার গায়ের দুর্গন্ধ আমার নাকে লাগে। কুকুরটার মুখে একটাও দাঁত নেই, প্রায় অন্ধ হয়ে গেছে—কোন কিছু চিবুতে পারে না। তাই ক্যান্ডি ওটাকে দুধ খাওয়ায়। আর কিছু কুকুরটা খেতে পারে না।

জর্জ একাগ্র দৃষ্টিতে শ্লিমের দিকে তাকিয়েছিলো।

বাইরে সহসা একটা লোহার ত্রিকোণে ঘা পড়লো—ঢং ঢং আওয়াজে বাজতে লাগলো প্রথমে ধীরে ধীরে তারপর দ্রুত থেকে দ্রুততর তালে—অবশেষে ত্রিকোণ পেটানোর আওয়াজ ঢং ঢং ধ্বনির সাথে সাথে মিলিয়ে গেলো। যেমন আকস্মিক ভাবে আওয়াজ সুরু হয়েছিলো তেমনি আকস্মিক ভাবে আবার তা থেমেও গেলো।

ওই কুত্তিটা যাচ্ছে, বললো কার্লসন।

বাইরে এক দল লোক চলে গেলো। অনেকগুলো কণ্ঠের কথা ধ্বনিত হলো।

গম্ভীর মর্যাদায় এবং ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো শ্লিম—দ্যাখো ছোকরারা, খাওয়ার কিছু থাকতে থাকতে তোমাদের ওখানে যাওয়াই ভালো। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে খাদ্য-বস্তু আর কিছু পড়ে থাকবে না।

শ্লিমকে আগে আগে যেতে দেওয়ার জন্য কার্লসন একটু পিছিয়ে দাঁড়ালো। শ্লিম এগিয়ে গেলো, এবং তারপর ওরা দু'জনেই বেরিয়ে গেলো ঘর থেকে।

লেনি উত্তেজিতভাবে জর্জকে দেখছিলো।

হাতের তাসগুলো মিলিয়ে জড়ো করে রেখে বললো জর্জ—হাঁ, ওর কথা আমি সব শুনেছি, লেনি। আমি ওকে বলবো।

একটা ধূসর শাদা বাচ্চা, উত্তেজিত-কণ্ঠে বললো লেনি।

চল এবার। খেয়ে আসা যাক। জানি না ধূসর-শাদা একটা বাচ্চা আছে

কি-না।

লেনি ওর বিছানা থেকে একটুও নড়লো না। বললো, তুমি এখনি চাইবে জর্জ।

তাহলে ও আর একটাও বাচ্চা মেরে ফেলবে না।

নিশ্চয়। এবার চল, উঠে দাঁড়া।

বিছানা ছেড়ে উঠলো লেনি এবং উঠে দাঁড়ালো।

দু'জনে দরজার দিকে চলতে সুরু করলো! ওরা দরজার কাছাকাছি হাজির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সবেগে কারলি এসে ঢুকলো ঘরে।

একটা মেয়েকে এখানে দেখেছিস? রাগত-কণ্ঠে সে জানতে চাইলো।

জর্জ ঠাণ্ডা-গলায় জবাব দিলো—দেখেছি ঘণ্টা আধেক আগে।

ঠিক আছে, কি নরক গুলজার করছিলো এখানে?

জর্জ একেবারে নিথর দেহ। ছোট-খাটো রুষ্ট লোকটাকে সে নিরীক্ষণ করছিলো। অপমান করার ভঙ্গিতে বলে উঠলো—সে বললো, সে তোমাকেই খুঁজছে।

মনে হলো, কারলি সত্য-সত্যই এই প্রথম জর্জকে দেখছে। জর্জের মুখের উপর তার দৃষ্টি জ্বলে উঠলো—তার সাথে তার দৈহিক উচ্চতা অনুমান করলো, তার হাতের নাগাল মাপলো, নিরীক্ষণ করলো ঋজু কঠিন দেহের মাঝামাঝি অংশটা।

অবশেষে জানতে চাইলো—আচ্ছা! কোনদিকে গেল বল তো?

জানি না। বললো জর্জ—আমি তাকে যেতে দেখি নি।

কার্লি তাকে ধমক দিলো এবং ঘুরে দাঁড়িয়ে দ্রুত দরজা পেরিয়ে চলে গেলো।

জর্জ বললো—বুঝলি লেনি, আমার ভয় হচ্ছে, ওই বেজম্মাটার সঙ্গে আমার একটা ফ্যাসাদ বাধবে। ওর দেমাক আমি ঘেন্না করি। হায় ঈশ্বর! চল্ যাই। বোধ হয় খাওয়ার কোন জিনিস আর জুটবে না!

দরজা দিয়ে তারা বাইরে বেরিয়ে এলো! জানলার নীচে রোদের একটা ক্ষীণ রেখা তখনও রয়েছে। দূর থেকে খাওয়ার থালা-বাটি নড়া-চড়ার আওয়াজ ভেসে আসছিলো।

এক মুহূর্ত পরেই বুড়ো কুকুরটা খোঁড়াতে খোঁড়াতে খোলা দরজা দিয়ে ঘরের ভিতর ঢুকলো। শান্ত, আধা-অন্ধ দৃষ্টি মেলে কুকুরটা ঘরের চারধার একবার দেখলো। ঘ্রাণ নিলো। তারপর শুয়ে পড়লো এবং তারপর দু'থাবার মাঝে মাথা গুঁজলো। কারলি আবার এসে দরজা দিয়ে উঁকি মারলো এবং ঘরের ভিতরটা নিরীক্ষণ করলো। কুকুরটা তার মাথা তুললো, কিন্তু কারলি সবেগে চলে গেলো। অমনি অক্ষম বুড়ো কুত্তাটার মাথা মেঝেয় লুটোলো—মুখ গুঁজলো।

যদিও বাস্য-ঘরের জানলার বাইরে আসন্ন সন্ধ্যার উজ্জ্বল রোদের ইসারা কিন্তু ঘরের মধ্যে অন্ধকার পরিবেশ। খোলা দরজা দিয়ে মাটির উপর পায়ের ধুপধাপ

আওয়াজ ভেসে আসছে এবং মাঝে মাঝে ঘোড়ার-খুর নিয়ে খেলার টুঙ-টাঙ ধ্বনিত হচ্ছে। কখনও খেলার প্রশংসা অথবা খেদ ধ্বনি শোনা যাচ্ছে।

স্লিম এবং জর্জ এক সাথেই অন্ধকারাচ্ছন্ন বাসা-ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলো। সোজা তাস-খেলার টেবিলের ধারে এগিয়ে গেলো স্লিম এবং টিনের ঢাকনা দেওয়া বৈদ্যুতিক আলোটা জ্বালালো। সঙ্গে সঙ্গে উজ্জ্বল আলোকের ঝলক টেবিলের উপর ছড়িয়ে পড়লো এবং শঙ্কু আকার ঢাকনা থেকে উজ্জ্বল আলোকের কিছুটা সোজাসুজি বাসা-ঘরের মেঝেয় ছড়ালো। আর বাসা-ঘরের কোণগুলো তখনও রইলো আঁধারে ঢাকা। একটা বাক্সের উপর বসলো স্লিম আর তার মুখোমুখি টেবিলের অপরদিকে একটা বাক্সের উপর জর্জ বসলো।

এটা কিছুই না, বললো স্লিম—যেমন করেই হোক বেশিরভাগ বাচ্চাগুলো আমাকে জলে ডুবিয়ে মারতেই হতো। কাজেই এর জন্য আমাকে ধন্যবাদ জানানোর কোন প্রয়োজন নেই।

জর্জ বললো—দ্যাখো, হয়তো তোমার কাছে এটা একটা মস্ত বড় ব্যাপার নয়, কিন্তু ওর কাছে এটা নরকতুল্য মস্ত বড় ব্যাপার। হায় ঈশ্বর, জানি না কি করে ওকে এখানে রাতে ঘুমোতে ব্যবস্থা করবো। ওদের সাথে ও খামারে গিয়ে রাত কাটাতে চাইবে। ও চাইবে সোজা কুকুর বাচ্চাগুলোর সাথে বাক্সের মধ্যে শুতে—এ কাজ থেকে ওকে নিরস্ত করতে আমাদের রীতিমতন বিপদে পড়তে হবে।

এটা কিছুই না, আবার বললো একই কথা স্লিম—ওর সম্বন্ধে তুমি যা বলছো তা কি নিশ্চিত। ওর বুদ্ধি-সুদ্ধি তত প্রখর না হতে পারে, তবে এমন খাটিয়ে মজুরও আমার নজরে পড়েনি। যব ঝাড়াই-বোঝাই করার সময় ওর সঙ্গী মজুরটাকে ও প্রায় খতম করেই ফেলেছিলো। কেউ ওর সাথে কাজে পাল্লা দিতে পারছে না। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান! কিন্তু এমন ক্ষমতাশালী মজুর আমি কখনো দেখি নি।

গর্বভরে বললো জর্জ—কি করতে হবে এটুকুই শুধু লেনিকে বলো—ব্যাস! লেখা-টেখা, মাপ জোক না থাকলেও সে-কাজ ও ঠিক করে ফেলবে। নিজে কোন কাজ করবার কথা সে ভাবতে পারে না ঠিকই কিন্তু হুকুম পালন সে নিশ্চয় করবে।

লোহার খুঁটির গায়ে ঘোড়ার-খুর ছুঁড়ে ফেলার জোরালো আওয়াজ ধ্বনিত হলো। পর মুহূর্তে কলকণ্ঠে উল্লাস-কলরব।

স্লিম পিছন দিকে একটু সরে বসলো যাতে আলোর ঝলক তার মুখে না পড়ে। বললো—আশ্চর্য কেমন করে তোমরা দু'জনে এক সুতোয় বাঁধা পড়েছো। স্লিম যে তার কথাগুলো বিশ্বাস করে এটা তারই শান্ত অভিব্যক্তি—সমর্থন প্রকাশ।

এতে আর আশ্চর্য হওয়ার কি আছে? আত্মরক্ষার দাবি যেন জর্জের বক্তব্যে।

ওহো, তা আমি জানি না। আজকাল কোন ছোকরাই অন্য কোন ছোকরার সঙ্গে মিলে ভ্রমণ করতে চায় না। দু'জন ছোকরা একসঙ্গে ভ্রমণ করছে এমন দৃশ্য কদাচিৎ

আমার নজরে পড়েছে। মজুরদের স্বভাব তো তুমি জানো—তারা একলা এসে হাজির হয়, এবং তাদের জন্য রাখা একটা তক্তপোষ দখল করে এবং এক মাস কাম-কাজ করে এবং কাজ ছেড়ে দেয় এবং একলাই কোথাও চলে যায়। এ ছাড়া কোন ছোকরার মধ্যেই কোন রকম এর ব্যতিক্রম নজরে পড়ে নি। শুধু এটুকু আশ্চর্য মনে হচ্ছে, ওর মতন একটা মজার বসন্তের কোকিলের সাথে তোমার মতন একজন চালাক-চতুর ছোকরা কি করে একসাথে ভ্রমণ করছে।

ও বসন্তের কোকিল নয়, বললো জর্জ—তবে একটা বদ্ধ বোবা, কিন্তু পাগলাটে নয়। এবং আমিও খুব বুদ্ধিমান নই, নতুবা সামান্য এই মজুরিতে আমি যব ঝাড়াই বোঝাই করতে আসতাম না এবং আমাকে দেখতেও না। আমি যদি বুদ্ধিমান হতাম, হতাম আর একটু চালাক-চতুর, তবে আমার নিজস্ব এক টুকরো বাস্তু থাকতো, থাকতো খানিকটা চাষের জমি—অপরের জমিতে মজুর না খেটে সেই জমিতে আমি আমার নিজের জন্য ফসল ফলাতাম এবং জমিতে যা পেতাম তাতেই সন্তুষ্ট থাকতাম।

জর্জ নীরব হলো। সে আরো কথা বলতে চাইছে। কিন্তু স্লিম তাকে আরো কথা বলার জন্য না দিচ্ছে উৎসাহ না করছে হতাশ। সে কেবল শান্তভাবে বসে সব কিছু শুনছে।

সে আর আমি এই যে একসাথে ভ্রমণ করছি এর মধ্যে আশ্চর্য ব্যাপার কিছু নেই। অবশেষে বলতে লাগলো জর্জ—সে আর আমি দু'জনেই জন্মেছি আউবার্ণে। ওর ক্লারা কাকীকে আমি জানতাম। সেই কাকী শৈশবকাল থেকে ওর ভার নেয় এবং ওকে মানুষ করে। ক্লারা কাকী যখন মারা গেলো তখন লেনি ঘর ছেড়ে কাজের খোঁজে আমার সঙ্গে চলে এলো। কিছুদিনের মধ্যেই আমরা দু'জনে একসাথে থাকতে অভ্যস্ত হলাম।

হুম! বুঝেছি। বললো স্লিম!

স্লিমের দিকে তাকালো জর্জ। দেখলো শান্ত, দেব সুলভ দু'টি চোখের দৃষ্টি তার দিকেই নিবদ্ধ।

আশ্চর্য, বললো জর্জ—তার সাথে অনেক, অনেক মজা করেছি। তার সাথে কত হাসি-ঠাট্টা করেছি, কারণ ও বড় বেশি নির্বোধ, নিজেকে বাঁচাবার ক্ষমতা ওর নেই। কিন্তু ও যে নির্বোধ তা জানা সত্ত্বেও আমি ওকে কত উপহাস করেছি। খুব মজা লুটেছি। মনে হয় ওর পাশে থাকার জন্যেই ঈশ্বর আমাকে চালাক-চতুর করেছেন। কেন, যে-কোন জঘন্য কাজ ওকে করতে বলেছি তাই ও করেছে। ওকে যদি বলতাম খাড়া উঁচু পাহাড়ের পথে হাঁট, ও অমনি হাঁটতো। কিছুদিনের মধ্যেই এতে আর কোন মজা পেলাম না। ও কখনও আমার উপর ক্ষেপে যায় নি, রাগ করে নি। ওকে কত মারধোর করেছি, তার বদলা হিসাবে সে যদি আমাকে মারতো তবে আমার দেহের সব হাড় একদম গুঁড়িয়ে যেতো। কিন্তু কোনদিন সে আমার বিরুদ্ধে একটা আঙুলও তোলে নি।

জর্জের কণ্ঠস্বরে যেন স্বীকৃতি-দানের প্রতিধ্বনি।

কেন আমি একাজ করা বন্ধ করেছিলাম তাও বলছি তোমাকে। একদিন সাক্রামেন্টো নদীর ধারে একদল ছোকরা আমাদের চারধারে ঘিরে দাঁড়িয়েছিলো। বললাম, লাফিয়ে পড়, লেনি। অমনি লেনি নদীতে লাফিয়ে পড়লো। সাঁতার কাটতে পারলো না একটুও। জলের তলায় তলিয়ে যাচ্ছিলো লেনি। আমরা অনেক কষ্টে ওকে জল থেকে টেনে তুললাম। জল থেকে টেনে তুলবার সময় আমার দারুণ ভাল লাগলো ওকে, ভালবেসে ফেললাম ওকে। লাফিয়ে পড়তে বলেছিলাম ওকে, সে কথাটা একদম পরিষ্কার ভুলে গেলাম। ব্যাস! সেই থেকে ওকে আর এমন কাজ কোনদিন করতে বলি নি।

খুবই ভাল লোক লেনি। বললো শ্লিম—ভাল লোক হওয়ার জন্য কোন বুদ্ধি-সুদ্ধি থাকার দরকার হয় না। আমার মনে হয় এটা অন্যভাবে ঘটে, স্বভাব অনুযায়ী ঘটে। একজন প্রকৃত চতুর ছোকরার কথাই ধরো, সে কদাচিৎ ভাল লোক হয়।

ছড়ানো তাসগুলো জর্জ জড়ো করলো এবং একলা খেলার জন্য তাসগুলো আবার টেবিলের উপর বিছোতে লাগলো। বাইরে থেকে জুতো-পরা পায়ে চলাফেরা করার ভারি আওয়াজ ভেসে এলো। তখনও সন্ধ্যার ম্লান আলোকে জানলাগুলোর চারকোণা কাঠামো আলোকিত। যেন এক একটা চারকোণা আলোর পর্দা।

আমিও এমন লোক পাই নি, বললো জর্জ—খামারে খামারে যে-সব ছোকরা একাকী ঘোরা-ফেরা করে, জীবন কাটায় তাদের আমি দেখেছি। তারা কেউ ভাল লোক নয়। তাদের জীবনে কোন আনন্দ, কোন মজা নেই। অনেক দিন এমনি জীবন যাপন করে তারা সবাই ছোটলোক বনে যায়। সব সময় তারা কেবল ঝগড়া আর লড়াই-সরাসরি করতে চায়।

হ্যাঁ, সত্যিই তারা ছোটলোক বনে যায়, শ্লিম সমর্থন করলো—তারা এমন হয়ে যায় যেন তারা অন্য কারো সাথে কথা বলতেই চায় না।

অবশ্য লেনি বেশির ভাগ সময় মন-মরা হয়ে থাকে, জর্জ ববলো—কিন্তু এ ধরনের লোকের সঙ্গে কিছুদিন চলাফেরা করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়লে আর তুমি তার সঙ্গ ছাড়তে পারবে না।

ছোট মনের মানুষ হয় না এমন লোক, বললো শ্লিম—বুঝতে পারছি লেনি ছোটলোক নয়।

নিশ্চয়। সে একেবারেই ছোটলোক নয়। তবে সব সময় সে একটা না একটা ফ্যাসাদ বাধিয়ে বসে, কারণ সে নিরেট বুদ্ধিহীন। এই বরস-ই তো উইডে ঘটেছিলো…। বলতে বলতে থামলো জর্জ—একখানা তাস উল্টানোর মাঝেই থমকে গেলো। তাকে শঙ্কিত দেখাচ্ছিলো এবং শ্লিমের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললো, —তুমি কাউকে কথাটা বলবে না তো?

কি করেছিলো সে উইডে? শান্ত-কণ্ঠে শুধালো শ্লিম।

সে পোশাকটা চেপে ধরলো—কেন না সেই মুহূর্তে ওই কাজটা করা ছাড়া তার আ
কিছুই করার ছিল না, কেবল পোশাকটা স্পর্শ করার কথাই তার মনে ছিলো। মেয়েট
আর্তনাদের পর আর্তনাদ করছিলো। আমি একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। এবং এইস
চিৎকার চেঁচামেচি আমার কানে যাচ্ছিলো। ছুটতে ছুটতে সেখানে হাজির হলাম
কিন্তু ততক্ষণে লেনি একদম ক্ষেপে গেছে—আঁকড়ে ধরে থাকা ছাড়া আর কিছু করা
কথা তার মনে নেই, ও যাতে মেয়েটার পোশাক ছেড়ে দিয়ে পালায় তাই বেড়ার একট
খুঁটি দিয়ে ওর মাথায় সজোরে মারলাম। কিন্তু তখন ওর বুদ্ধি-সুদ্ধি একদম লোপ
পেয়েছে, তাই পোশাকটা ছাড়লো না। তাছাড়া জানো তো ওর গায়ে নরকের শয়তানে
মতন জোর।

শ্লিম দু'চোখ বিস্ফারিত করে তাকিয়ে রয়েছে। এবং তার চোখের পলক পড়ছে
না। ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে সে শুধালো—তারপর কি ঘটলো?

একক ভাবে তাস খেলার জন্য জর্জ খুব সাবধানে তার হাতের তাস সাজাচ্ছিলো।

ওই মেয়েটা একটা যেন মাদী খরগোস। সে খামারে ঢুকলো। খামার-মালিককে
বললো, সে ধর্ষিতা হয়েছে। সবাই শুনলো কথাটা। পুলিশের কাছেও অভিযোগ
করলো মেয়েটা। উইডের ছেলে ছোকরারা দল বাঁধলো। ঠিক করলো, লেনিকে
তারা আইনের তোয়াক্কা না করে গাছের ডালে ফাঁস বেঁধে ফাঁসি দেবে, খুন করবে।
কাজেই সেদিন অবশিষ্ট সময়টুকু যতক্ষণ রোদ ছিলো, আলো ছিলো, আমরা দু'জনে
সেচ-খালের জলে গা ডুবিয়ে রইলাম। খালি-পাড়ের আগাছার জঙ্গলের আড়ালে শুধু
মাথা জলের উপর তুলে লুকিয়েছিলাম। এবং সে-রাতে অন্ধকার নামতে আমরা ওই
খামার থেকে পালিয়ে এলাম।

মুহূর্তের জন্য নীরবে বসে রইলো শ্লিম।

মেয়েটাকে কোন রকম আঘাত করে নি বলছো? অবশেষে সে জিজ্ঞাসা করলো।

নরকের দিব্যি, করে নি। সে শুধু তাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছিলো। আমাকেও সে
যদি চেপে ধরতো তবে আমিও ভয় পেতাম। কিন্তু সে কখনও মেয়েটাকে আঘাত
করে নি। যেমনভাবে সে কুকুর বাচ্চাগুলোকে সব সময় আদর করতে চায় ঠিক
তেমনিভাবে সে শুধু লাল টুকটুকে পোশাকটা স্পর্শ করতে চেয়েছিলো।

সে ছোটলোক নয়, শ্লিম বললো—এক মাইল দূর থেকে ছোট মনের ছোকরা দেখলে
আমি ঠিক চিনে নিয়ে বলতে পারি।

এই লেনি—বললো জর্জ, কুত্তার বাচ্চাগুলো তোর কেমন লাগছে এখন ?

হাঁফাতে হাঁফাতে বললো লেনি—পাঁশুটে শাদা বাচ্চাটা যেমন বলছি তেমনিভাবে লাফাতে শিখেছে। সে সোজা তার বিছানার ধারে গিয়ে শুয়ে পড়লো। মুখ ফেরালো দেওয়ালের দিকে এবং হাঁটু দুটো গুটিয়ে নিলো।

জর্জ স্বেচ্ছায় তার হাতের তাস নামালো। তীক্ষ্ণ-কণ্ঠে ডাকলো—লেনি !

লেনি ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালো এবং কাঁধের আড়াল থেকে বললো—

হুঁ ! কি চাও, জর্জ ?

তোকে বলেছি, এখানে কুত্তার বাচ্চা আনতে পারবি না।

কুত্তার বাচ্চা, কি বলছো জর্জ ? আমার কাছে কোন কুত্তার বাচ্চা নেই।

তাড়াতাড়ি তার কাছে গিয়ে তার কাঁধ ধরে উল্টে ফেললো জর্জ। একটু নীচু হয়ে সে কুত্তার বাচ্চাটা হাতে তুলে নিল—লেনি ওটা তার পেটের কাছে লুকিয়ে রেখেছিলো।

লেনি তাড়াতাড়ি উঠে বসলো—ওটা আমাকে দিয়ে দাও, জর্জ।

জর্জ বলল, সোজা উঠে দাঁড়া লেনি। আর এই কুত্তার বাচ্চাটাকে তার বাসায় নিয়ে গিয়ে রেখে আয়। ওটা মায়ের কাছে ঘুমোবে। তুই কি ওটাকে মেরে ফেলবি ? সবে কাল রাতে জন্মেছে আর তুই আজ ওটাকে বাসা থেকে নিয়ে চলে এসেছিস। তুই ওটাকে রেখে আয় নইলে স্লিমকে বলবো তোকে একটাও বাচ্চা যাতে না দেয়।

আবেদন করার ভঙ্গিতে লেনি হাত বাড়ালো।

ওটা আমার হাতে দাও, জর্জ। আমি রেখে আসছি। ওটার কোন ক্ষতি করতে চাই নি, জর্জ। সত্যি বলছি, আমি তা চাই না। আমি ওটাকে একটু আদর করতে চেয়েছি।

কুত্তার বাচ্চাটা তার হাতে দিয়ে জর্জ বললো—ঠিক আছে। এখখুনি তুই ওটাকে রেখে আয়। আর কোন দিন ওটাকে বার করে আনবি না। প্রথমেই জেনে রাখ, এভাবে টানা-হেঁচড়া করে তুই ওটাকে মেরে ফেলবি।

লেনি নীরবে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

স্লিমের দেহ নিথর। একদম নড়া-চড়া করে নি। তার পরিচ্ছন্ন দৃষ্টি দরজা দিয়ে চলে-যাওয়া লেনিকে শুধু অনুসরণ করছিলো। একসময় সে আওড়ালো—হায় ভগবান ! ও যেন ঠিক একটা নিষ্পাপ ছাগল-ছানা, তাই না।

নিশ্চয়। ও ঠিক একটা ছাগল-ছানার মতন। ছাগল-ছানার মতন ওর মনেও

কোন ক্ষতি করার ইচ্ছে নেই, শুধু ওর দেহে আছে অজস্র ক্ষমতা। বাজি ফেলে বলছি, লেনি আজ রাতে এ ঘরে ঘুমোতে আসবে না। খামারে কুত্তার বাক্সটার পাশেই ঘুমোবে। ঠিক আছে! ঘুমোক ওখানে। ওখানে ও আর কোন ক্ষতি করবে না।

বাইরে এখন গভীর অন্ধকার।

ঝাড়ুদার-বুড়ো ক্যান্ডি ঘরে ঢুকে তার বিছানার কাছে এগিয়ে গেলো, তার পিছনে পিছনে যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে এলো কুকুরটা।

আরে স্লিম, জর্জ! তোমরা ঘোড়ার খুর নিয়ে খেলতে যাও নি?

রাতের বেলা আমি কোন দিনই খেলা পছন্দ করি না। জবাব দিলো স্লিম।

ক্যান্ডি বলতে লাগলো—তোমরা ছেলেরা তাহলে একটু বেশি মদ গিলেছো, তাই না? না কি বাতের যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছো?

না গিলি নি—বললো স্লিম—থাকলে মদ আমি নিজেই গিলতাম আর বাত আমার হয় নি, তাই তার যন্ত্রণাও হয় না।

বাতের যন্ত্রণা বড় কষ্টকর, বললো স্লিম—ঈশ্বর এই জঘন্য রোগটা আমাকে দিয়েছে। খাওয়ার আগে থেকেই বাতের যন্ত্রণা আমায় কুরে কুরে খাচ্ছে।

অন্ধকারে ঢাকা উঠোন পেরিয়ে হোঁদকা-চেহারার কার্লসন ভিতরে ঢুকলো—সে বাসা-ঘরের অন্য প্রান্তে চলে গেলো এবং শেডে-ঢাকা দ্বিতীয় আলোটা ঘোরালো। বললো—এঃ! এখানটা একেবারে নরকের মতন অন্ধকার ছড়িয়ে পড়েছে। হায় ঈশ্বর! কি করে ওই নিগ্রোটা খুর ছুঁড়ে ফেলে।

সে খুব ভাল খেলে। বললো স্লিম।

উচ্ছন্নে যাক ওর ভাল খেলা। বললো কার্লসন—কাউকে ও জেতবার সুযোগ দেয় না…। বলতে বলতে থামলো কার্লসন। বাতাস টেনে শ্বাস নিলো। এবং শ্বাস টানতে টানতেই নীচে বুড়ো কুত্তাটার দিকে তার নজর পড়লো। এবার খিঁচিয়ে উঠলো—হে ঈশ্বর সর্বশক্তিমান! ওই কুত্তাটার গায়ে গন্ধ। এটাকে এ ঘর থেকে এখ্খুনি তাড়া, ক্যান্ডি। বুড়ো কুত্তার গায়ের পচা গন্ধের মতন এমন জঘন্য গন্ধ আর আছে কি না জানি না। এখ্খুনি তুই এটাকে ভাগিয়ে দে।

ক্যান্ডি তার বিছানার ধারে বসলো। নীচু হয়ে বুড়ো কুত্তাটার গায়ে হাত বুলিয়ে ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে বললো—সব সময় এটাকে নিয়ে তো ঘুরছি কই আমার তো গন্ধ লাগে না।

ঠিক আছে। কিন্তু আমি ওটাকে এখানে সহ্য করতে পারছি না। কার্লসন বললো—কুত্তাটা এখান থেকে চলে গেলেও ওটার গায়ের গন্ধ এখানে হাওয়ায় ভেসে থাকে। ভারি পায়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে সে এগিয়ে এলো এবং নীচু হয়ে কুত্তাটাকে দেখতে দেখতে বললো—ওটার মুখে দেখেছি একটাও দাঁত নেই। বাতে ওর দেহটা শক্ত হয়ে এসেছে। এটা আর তোমার কোন কাজে লাগবে না, ক্যান্ডি। কুত্তাটার নিজেরও আর বেঁচে থাকার কোন দরকার নেই। এটাকে তুমি গুলি করে মেরে

ফেলছো না কেন, ক্যাণ্ডি ?

অসোয়াস্তিতে আর্তনাদ করে উঠলো বুড়ো ঝাড়ুদার—ঠিক আছে…এ যেন নরক ! কিন্তু এত দিন ধরে এটাকে তো আমি পুষছি। ওটা যখন এতটুকু বাচ্চা তখন থেকে পুষছি। ওটাকে নিয়ে আমি ভেড়ার রাখালিয়া করেছি।

এসব বলার সময় বুড়োর গলায় অহঙ্কারের সুর ফুটে উঠছিলো—এখন এটাকে দেখে তুমি সেদিনকার কথা ভাবতেও পারবে না, ওটা ছিলো তখন আমার দেখা ভেড়া চরাবার, পাহারা দেওয়ার সেরা কুকুর।

জর্জ বললো—দেখো, উইড্ গ্রামে আমি একটা ছোকরার কাছে এরিডেল কুকুর দেখেছিলাম। কুকুরটা ভেড়ার পাল পাহারা দিতে পারতো। অন্য কুকুরদের কাজ দেখে দেখে এই কুকুরটা শিখেছিলো।

কার্লসনকে কিন্তু থামানো গেলো না।

সে বলতে লাগলো—দ্যাখ্ ক্যাণ্ডি! তোর এই কুত্তাটা সারা সময় রোগে ভুগছে। তুই যদি এটাকে বাইরে নিয়ে গিয়ে সোজা এটার মাথার পিছনে টিপ্ করে গুলি করতে পারিস…। একটু ঝুঁকে হাত বাড়িয়ে মাথার পিছনটা দেখিয়ে বললো—ঠিক এখানটায়, আর কুওাটা বুঝতেই পারবে না, কে তাকে কি দিয়ে মারলো।

অসুখী বুড়ো ঝাড়ুদার ক্যাণ্ডি। দুঃখিত মনে চারধারে তাকালো।

না। নরম গলায় বলে উঠলো ক্যাণ্ডি—না। ও কাজ আমি করতে পারবো না। ওটাকে অনেকদিন ধরে আমি পালছি গো। কত, কতদিন ওটা রয়েছে আমার কাছে।

কুত্তাটা আর ছুটোছুটি করতে পারে না, খেলতে পারে না। কার্লসন বারে বারে একই কথা বলতে লাগলো—নরকের পচা গন্ধ ওটার সারা গায়ে। তোকে কি বলবো আমি। তোর হয়ে আমিই একদিন ওটাকে গুলি করে মেরে ফেলবো। তাহলে তুই ওটাকে মেরেছিস এমন কথা আর কেউ বলবে না।

বিছানা থেকে পা ঝুলিয়ে মেঝেতে রাখলো ক্যাণ্ডি। গালের পাকা চুল-ভরা জুলপি বিব্রতভাবে চুলকোতে লাগলো। এক সময় নরম গলায় বললো—ওটা আমার জীবনের সাথে একদম মিশে গেছে। সেই বাচ্চা বয়সে ওটাকে এনেছিলুম, সেই থেকে তো পুষছি। ওটাকে পাল-পোষ করতে আমার অভ্যেস হয়ে গেছে।

ওটাকে বাঁচিয়ে রেখে তুই ওটাকে একেবারেই দয়া দেখাচ্ছিস না। বললো কার্লসন—দ্যাখ, শ্লিমের কুত্তিটা একগাদা বাচ্চা বিইয়েছে। বাজি রাখছি, শ্লিম তোকে একটা বাচ্চা পালতে নির্ঘাত দেবে, দেবে না শ্লিম ?

ফসল কাটার মজুর শ্লিম তার শান্ত দৃষ্টি দিয়ে বুড়ো কুত্তাটাকে দেখছিলো এতক্ষণ। বললো—হাঁ, তা তুই যদি চাস তবে একটা কুত্তির বাচ্চা নিতে পারিস। এবার যেন নিজের বক্তব্যের ইতি টানবার জন্য, এই আলোচনার সমাপ্তি ঘটানোর জন্য শ্লিম আবার বললো—কার্ল ঠিকই বলেছে, ক্যাণ্ডি। কুত্তাটার আর বেঁচে থাকার কোন মানেই হয় না। আমারও ইচ্ছে, যখন আমি বুড়ো হবো, পঙ্গু হবো, তখন কেউ

আহন।

স্লিম প্রস্তাব করলো—জানি, এর জন্যে ওর মনে লাগবে, কিন্তু ও যদি একটা পুষতে চায় আমি মনে কিছু করবো না।

কার্লসন আবার বললে—যেভাবে ওটাকে আমি গুলি করে মারবো তাতে ওটা কিছুই বুঝতে পারবে না। ঠিক এখানটায় আমি বন্দুকের নল রেখে গুলি চালাবো। পা দিয়ে ওটার মাথা দেখিয়ে সে আবার বলল—মাথার ঠিক এই পিছনটায়। এমন কি কুত্তাটার দেহ একবার কেঁপেও উঠবে না।

ক্যাণ্ডি সাহায্যের আশায় ওদের মুখের দিকে তাকাতে লাগলো।

বাহিরের পরিবেশে এখন গভীর অন্ধকার নেমেছে।

একজন মজুর ঘরে ঢুকলো। তার চওড়া কাঁধ সামনে ঝোঁকালো এবং ভারি গোড়ালির উপর ভর দিয়ে সে হাঁটছে যেন তার পিঠে রয়েছে শস্য বোঝাই-করা একটা বস্তা—এখন যদিও বস্তাটা নজরে পড়ছে না। তার খাটিয়ার কাছে এগিয়ে গিয়ে মাথার টুপিটা খুলে তাকের উপর রাখলো। নিজের বইয়ের তাক থেকে সে একখানা মাসিক পত্রিকা নিয়ে টেবিলের উপর আলোর কাছে খুলে পড়তে সুরু করলো।

তোমাকে এটা কি দেখিয়েছি, স্লিম? একসময় সে শুধালো।

কি দেখিয়েছো আমাকে?

পত্রিকাখানা হাতে নিয়ে ঘুরে দাঁড়ালো যুবক এবং পত্রিকাখানা টেবিলের উপর খুলে একটা জায়গায় আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললো—ঠিক এখানটা একবার পড়ে দেখো।

স্লিম পত্রিকাখানার উপর ঝুঁকে পড়লো।

পড়ো, বললো যুবক—জোরে জোরে পড়ো।

প্রিয় সম্পাদক, ধীরে ধীরে পড়তে লাগলো স্লিম—ছ' বছর ধরে আমি আপনার এই পত্রিকার পাঠক এবং আমায় মনে হয়, এখানাই বাজারের সবসেরা পত্রিকা। পিটার র‍্যাণ্ডের লেখা গল্প পড়তে আমার ভাল লাগে। মনে হয়, ও খুব মজাদার মানুষ। আমাদের জন্যে ডর্ক রাইডারের মতন আরও গল্প প্রকাশ করুন। খুব বেশি চিঠি-পত্তর আমি লিখি না। ভেবে দেখলাম, পয়সা খরচ করে আপনার পত্রিকা কেনা আমার যে সার্থক হচ্ছে তা আপনাকে জানানো প্রয়োজন। তাই এই চিঠি।

জিজ্ঞাসুভাবে মুখ তুলে স্লিম শুধালো—তা এটা আমাকে তুমি পড়াতে চাইলে কেন?

হুইট্ জবাব দিলো—পড়ে যাও। চিঠির নীচে লেখা নামটা পড়ো।

পড়লো স্লিম—আপনার সাফল্য কামনা-কারী—উইলিয়ম টেনার। পড়া শেষ করে স্লিম এবার মুখ তুলে তাকালো হুইটের দিকে। শুধালো—তা আমাকে এটা তুমি

করেছিলো, মনে করতে পারছো না ?

ফ্লিম ভাবতে সুরু করলো…।

ছোট-খাটো চেহারার একটা ছোকরা ? শুধালো একসময় সে—একখানা কলের লাঙল দিয়ে জমি চষতো, তাই না ?

হাঁ, সেই ছোকরা, হুইট্ সোল্লাসে বললো—সেই ছোকরাই বটে !

তোমার কি মনে হয় সেই ছোকরাই এই চিঠিখানা লিখেছে ?

আমি জানি ব্যাপারটা। একদিন বিল আর আমি ছিলাম এখানে। সদ্য ডাকে আসা বইগুলোর একখানা ছিলো বিলের হাতে। এ ধরনের একখানা পত্রিকা। বিল পত্রিকাখানা উল্টে-পাল্টে দেখতে দেখতে বলেছিলো—একখানা চিঠি লিখেছি। চিঠিখানা ওরা পত্রিকায় যদি ছাপায় অবাক হয়ে যাব ! কিন্তু সেই পত্রিকাখানায় চিঠিখানা ছাপা হয়নি। বিল বলেছিলো—চিঠিখানা পরে কোনদিন ছাপবে বলে মনে হয় ও রেখে দিয়েছে। এবং ঠিক তাই তারা করেছে। এই সেই চিঠিখানা।

মনে হচ্ছে, তুমি ঠিকই বলছো। বললো ফ্লিম—একেবারে পত্রিকায় প্রকাশ করেছে।

পত্রিকাখানা নেওয়ার জন্যে জর্জ হাত বাড়ালো।

বললো—দেখি একবার কাগজখানা।

হুইট্ পত্রিকাখানার সেই জায়গাটা খুলে দেখতে লাগলো, কিন্তু পত্রিকাখানার দখল ছাড়লো না। কেবল পত্রিকায় প্রকাশিত চিঠিখানার জায়গাটা তর্জনী দিয়ে দেখালো, এবং তারপর পত্রিকাখানা হাতে নিয়ে উঠে গেলো—নিজের বাক্সের মধ্যে সেখানা যত্ন সহকারে সাবধানে তুলে রাখলো।

একসময় হুইট আপন মনে বলতে লাগলো—আহা যদি বিল এটা দেখতে পেতো তবে কত ভাল লাগতো। ওই মটর-ক্ষেতগুলোতে আমি আর বিল একসাথে কাজ করতাম। দু'জনেই কলের লাঙল চালাতাম। বিল ছিলো বড় খাসা ছোকরা।

এই কথাবার্তার মাঝে মাথা গলাতে একটুও রাজী হলো না কার্লসন। সে সারাক্ষণ মাথা নত করে তাকিয়ে রইলো বুড়ো কুত্তাটার দিকে। মনে খুব অসোয়াস্তি ক্যান্ডির, সেও দেখছিলো তার কুত্তাটাকে।

অবশেষে আবার মুখ ফুটে বললো কার্লসন—দ্যাখো, তুমি যদি চাও তবে আমি এখুনি তোমার ওই বুড়ো শয়তানটাকে বাইরে টেনে নিয়ে গিয়ে তার ভব-যন্ত্রণা দূর করে দিতে রাজী। ওটাকে একেবারে খতম করে দিতে পারি। ওর আর তো কিছু নেই। খেতে পারে না, দেখতে পায় না—এমন কি ব্যথায় না কঁকিয়ে হাঁটতেও পারে না।

ক্যাণ্ডির মনে সহসা একটা আশার ঝিলিক ঝলসালো। বললো—কিন্তু তোমার তো বন্দুক নেই।

আমার যে বন্দুক নেই তা ঠিক। তবে একটা পিস্তল আছে। ওতে হবে। এমনভাবে মারবো যে, কুত্তাটার একটুও ব্যথা লাগবে না। সঙ্গে সঙ্গে খতম হয়ে যাবে।

ক্যাণ্ডি বললো—কাল মারতে পারো। আজ ছাড়ান দাও। কাল পর্যন্ত তো আমরা অপেক্ষা করেতে পারি।

এ কথা যে কেন বলছো তার কোন কারণ আমার মগজে আসছে না—বললো কার্লসন।

বলতে বলতে কার্লসন নিজের খাটিয়ার ধারে এগিয়ে গেলো। নীচু হয়ে খাটিয়ার তলা থেকে তার ব্যাগটা টেনে আনলো। বার করলো লুজার কোম্পানীর তৈরী একটা পিস্তল।

উঠে দাঁড়িয়ে পিস্তলটা হাতে নিয়ে বললো কার্লসন—চল ওটাকে আমরা খতম করে আসি। ওটার গা থেকে এখানে চারধারে পচা গন্ধ ছড়াচ্ছে, আমি আর তিষ্টোতে পারছি না। পরনের প্যাণ্টের পিছনের পকেটে কার্লসন পিস্তলটা গুঁজে রাখলো।

অনেকক্ষণ ধরে স্লিমের দিকে তাকিয়েছিলো ক্যাণ্ডি—ভাবছিলো, স্লিম নিশ্চয় এর প্রতিবাদে কিছু একটা বলবে।

কিন্তু স্লিম কোন কথাই বললো না।

অবশেষে ক্যাণ্ডি হতাশ হয়ে নরম সুরে বললো—ঠিক আছে নিয়ে যাও ওকে। কুত্তাটার দিকে ক্যাণ্ডি আর একেবারেই তাকাতে পারলো না! খাটিয়ার উপর চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লো। হাত দু'খানা আড়াআড়ি করে মাথার নীচে রাখলো। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো ছাদের দিকে!

কার্লসন নিজের পকেট থেকে চামড়ার ছোট একটা ফালি বার করলো—একটু সামনে ঝুঁকে পড়ে চামড়ার ফালিটা সে বুড়ো কুত্তাটার গলায় জড়িয়ে বেঁধে দিলো।

ক্যাণ্ডি ছাড়া ঘরের আর সব ক'টা মানুষ তার নিরীক্ষণ করছিলো।

আয় বাছা। চু-চু…চল! ক্যাণ্ডি খুব নরম গলায় বললো। একটু থেমে আবার যেন ক্ষমা ভিক্ষা করার ভঙ্গিতে সে বলে উঠলো—দ্যাখো, কি ঘটেছে তা কুত্তাটা একদম বুঝতেই পারবে না।

ক্যাণ্ডি একেবারে নিথর। কোনরকম রা কাড়লো না।

কার্লসন এবার চামড়ার ফালিটা শক্ত করে বাঁধলো। বললো—চল্, বাছা।

কুত্তাটা ধীরে ধীরে অতি কষ্টে উঠে দাঁড়ালো। তার পা-গুলো কেমন শক্ত হয়ে গেছে। বাঁধনের টানে ধীরে ধীরে কার্লসনের পিছনে হাঁটতে লাগলো।

স্লিম সহসা ডাকলো—কার্লসন!

কি বলছো?

জানো তোমায় কি করতে হবে?

কি বলতে চাইছো, শ্লিম ?

একখানা কোদাল নিয়ে যাও। ছোট্ট জবাব শ্লিমের।

ওহো, নিশ্চয়! তোমার কথা বুঝেছি। কুত্তাটাকে নিয়ে কার্লসন বাইরে গভীর অন্ধকারের মাঝে চলে গেলো।

জর্জ দরজা পর্যন্ত উঠে গেলো। দরজাটা বন্ধ করে খিলটা জায়গায় আটকালো। ক্যান্ডি অনড়, কঠিন দেহে নিজের খাটিয়ায় শুয়ে রইলো—তার দৃষ্টি খাটিয়ার দিকে নিবদ্ধ।

শ্লিম এবার জোরালো কণ্ঠে বলতে লাগলো—একবার আমার ষণ্ডা খচ্চরটার খুর জখম হয়েছিলো! তার জখমী ঘায়ে আলকাতরা লাগাতে হলো! তার কণ্ঠস্বর দূরে ছড়িয়ে পড়লো। বাইরে আর কোন সাড়া-শব্দ ধ্বনিত হচ্ছে। কার্লসনের পায়ের আওয়াজও মিলিয়ে গেছে।

নীরবতা এখন ঘরের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছে।

নীরবতা যেন অনড়—কত মুহূর্ত পার হয়ে গেলো।

এক সময় জর্জের কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হলো। সে চিবিয়ে চিবিয়ে বললো—বাজি রেখে বলছি, লেনি আজ রাত কাটাবে তার কুত্তার বাচ্চাগুলোর পাশে। একটা কুত্তার বাচ্চা পেয়েছে তো তাই গা তাতাতে এখানে এই ঘরের মধ্যে আর ও আসবে না।

শ্লিম বললো—ক্যান্ডি, তোমার মন-পসন্দ একটা বাচ্চা তুমি নিও।

কোন জবাব দিলো না ক্যান্ডি।

ঘরের মধ্যে আবার নীরবতা নেমে এলো। অনড়, কঠিন নীরবতা। বাইরে থেকে ধেয়ে আসা নীরবতা যেন ঘরের ভিতরটা আক্রমণ করেছে।

জর্জ শুধালো—তোমাদের কেউ এক হাত তাস খেলবে নাকি বাজি রেখে ?

তোমার সাথে আমি খানিকক্ষণ খেলবো। জবাব দিলো হুইট্।

ঠিক আলোটার তলায় টেবিলের দু'ধারে দু'জনে মুখোমুখি বসলো—কিন্তু জর্জ তাস শাফ্ল্ করলো না। সে বিব্রতভাবে টেবিলের ধারে আঙুলের মৃদু টোকা দিতে লাগলো। সহসা ঘরের সব ক'টা মানুষ বাইরে থেকে ভেসে-আসা রুক্ষ কণ্ঠস্বরের আওয়াজে উৎকর্ণ হয়ে উঠলো—জর্জও টোকা দেওয়া থামালো। ঘরের মধ্যে আবার নেমে এলো নীরবতার পর্দা।

একটা মুহূর্ত কেটে গেলো—নিঃশব্দে গড়িয়ে পড়লো আরও একটা মুহূর্ত।

তখনও ছাদের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে শুয়ে আছে ক্যান্ডি।

মুহূর্তের জন্য ক্যান্ডির দিকে তাকালো শ্লিম—তারপর নিজের হাত-দুটোর দিকে দৃষ্টি ফেরালো। এক হাত দিয়ে অপর হাতখানা জড়িয়ে ধরে সে নীচের দিকে ঝুলিয়ে রেখেছে। নীচে মেঝে থেকে অবিরাম যন্ত্রণায় আর্তনাদের আওয়াজ ধ্বনিত হলো—আর অমনি সব ক'টা মানুষ কৃতজ্ঞ-চিত্তে মেঝের দিকে নজর বুলোতে লাগলো।

কেবল ক্যান্ডির দৃষ্টিই ছাদের দিকে নিবদ্ধ।

আওয়াজ শুনে মনে হচ্ছে মেঝেতে একটা ইঁদুর ঘুরছে, বললো জর্জ—ওখানে একটা ইঁদুর-কল আমাদের পাততে হবে দেখছি।

হুইট্ সহসা বলে উঠলো—কোন নরকে সে এত সময় আটকে রয়েছে? তাস বাঁটতে সুরু করো, বাঁটছো না কেন? এভাবে বসে থাকলে তো আর তাস খেলা যাবে না!

জর্জ হাতের মুঠোয় শক্ত করে ধরলো—উল্টে তাসের পিছনে ছবিটা নিরীক্ষণ করতে লাগলো।

ঘরে আবার নীরবতা।

দূর থেকে একটা গুলির আওয়াজ ভেসে এলো।

সব ক'টা মানুষ তাকালো বুড়ো ঝাড়ুদারের দিকে। প্রতিটি মাথা তার দিকেই ঘোরানো।

শুধু মুহূর্তের জন্যে—বুড়ো ঝাড়ুদার ছাদের দিকে তাকিয়ে রইলো।

তারপর। ধীরে ধীরে দেওয়ালের দিকে মুখ ঘুরিয়ে শুয়ে রইলো—একেবারে নীরব অনড়।

বেশ শব্দ করেই জর্জ তার হাতের তাসগুলো শাফ্ল্ করলো এবং বেঁটে দিলো সেগুলো। বাজি ধরে তাস খেলা সুরু করার আগেই হুইট্ ফলাফল লেখার বোর্ডখানাকে তার কাছে টেনে আনলো—এবং খেলা সুরু করলো।

এক সময় হুইট্ শুধালো—আচ্ছা, আমার মনে হয় কাজ করতেই তোমরা এখানে এসেছো, তাই তো?

কি বলতে চাইছো? শুধালো জর্জ।

হাসলো হুইট—আচ্ছা, শুক্কুরবারে তোমরা এসেছো, রোববার আসার আগে তোমাদের মাত্তর দু'দিন কাজ করতে হবে।

বুঝতে পারছি না, তুমি কি বলতে চাইছো—বললো জর্জ।

হুইট্ আবার হাসলো—এখানকার বড় বড় সব খামারে যদি খুব বেশি ঘোরাঘুরি করতে তবে তুমিও কথাটা বুঝতে পারতে। যে-সব ছোকরা খামার দেখতে, ঘুরে বেড়ায় তারা আসে শনিবার বিকেলবেলায়। শনিবার রাতের খাবার তাদের ভাগ্যে জুটে যায়। পরের দিন রোববারেও তারা তিন বেলার খাওয়া পায়। তারপর সোমবার সকালে খাওয়াটা সেরে তারা সরে পড়তে পারে। কোন কাজেই তাদের হাত লাগাতে হয় না। কিন্তু তোমরা শুক্কুরবারের দুপুরের আগে এসে হাজির হয়েছো।

নিঃশব্দে দরজার পাল্লাটা খুলে গেলো।

খোলা দরজা দিয়ে আস্তাবলের ছোকরাটা ভিতরে মাথা ঢোকালো। একটি শীর্ণ নিগ্রোর মাথা—চোখের চাহনি শান্ত, কিন্তু মুখে যন্ত্রণার চিহ্ন। বললো—মিস্টার স্লিম।

বুড়ো ঝাড়ুদার ক্যান্ডির দিক থেকে দৃষ্টি ফেরালো স্লিম।

কে? ওহো? হ্যালো! ক্রুকস্। কি হয়েছে?

আপনি খচ্চরটার পায়ে লাগাবার জন্যে আলকাতরা গরম করতে বলেছিলেন—আমি গরম করছি।

ওহো! নিশ্চয়, ক্রুকস্। আমি এখ্খুনি গিয়ে ওটার পায়ে লাগিয়ে দেবো।

আপনি হুকুম দিলে আমি নিজেও লাগাতে পারি মিস্টার স্লিম।

না না। আমি গিয়ে নিজের হাতে লাগাবো। উঠে দাঁড়ালো স্লিম।

ক্রুকস্ আবার ডাকলো—মিস্টার স্লিম।

কি বলছো।

নতুন আসা ওই মোটা ছোকরা খামারে আপনার কুকুর বাচ্চাগুলোর কাছে ঘোরাঘুরি করছেন।

আচ্ছা। ও কিছু ক্ষতি করে না। একটা বাচ্চা ওকে আমি দিয়েছি।

ভেবে দেখলাম আমার বলা উচিৎ—বললো ক্রুকস্—সব বাচ্চাগুলোকে বাক্স থেকে বার করে ঘাঁটাঘাটি করছেন। এতে বাচ্চাগুলোর ভাল হবে না।

ছোকরা বাচ্চাগুলোকে আঘাত করবে না—বললো স্লিম—আমি এখ্খুনি তোমার সাথে ওখানে যাচ্ছি।

জর্জ মুখ তুলে তাকালো।

দ্যাখো, ওই পাগলা বেজন্মটা যদি ওখানে খুব বেশি বোকামি করে, বাড়াবাড়ি, তবে ওটাকে লাথি মেরে ওখান থেকে তাড়িয়ে দেবে, স্লিম।

আস্তাবলের ছোকরাটার পিছনে পিছনে স্লিম ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

জর্জ আবার তাস বেঁটে দিলো।

নিজের নির্দিষ্ট তাসগুলো হাতে তুলে নিয়ে পরখ করতে করতে এক সময় শুধালো গলছানাটা দেখেছো নাকি?

ছাগলছানা কি? জর্জ জিজ্ঞাসা করলো।

কেন, কার্লির নতুন বউটা।

হাঁ, দেখেছি তাকে।

কিছু নজরে পড়বে। যুবতী কোন কিছুই গোপন করে না, গোপন রাখে না। এমন মেয়ে আমি কখনও দেখি নি। তার দৃষ্টি এমন তীক্ষ্ণ যে সব সময় সে প্রত্যেকের উপর নজর রাখছে। বাজি রেখে বলছি যে আস্তাবলের ছোকরাটার উপরও তার নজর রয়েছে। জানি না কি নারকীয় কামনা বাসা বেঁধেছে তার মনে।

অবহেলা ভরে জর্জ শুধালো—আচ্ছা, যুবতী এখানে আসার পর কি কোনদিন গোলমাল বেধেছিলো?

এটা সুস্পষ্ট যে, তাস খেলতে হুইট্ একটুও কৌতূহলী নয়। সে তাই হাতের তাস নামিয়ে রাখলো। জর্জ এবার সুযোগ লাভ করলো। সেও এবার তার তাসগুলো স্বেচ্ছায় মেলে ধরলো—সাতখানা তাসের ছক্কাই বড় তাস। আর হুইটের হাতের তাসগুলোর পাঞ্জা বড় তাস।

এক সময় হুইট বলতে লাগলো—বুঝেছি তুমি কি বলতে চাও। না, তেমন কোন গোলমাল তারা বাধায় নি। কার্লির একটা হলদে কুত্তা আছে কিন্তু এটাই সব। ছোকরারা কাজ থেকে ফিরলেই যুবতী ছুকরি এখানে এসে হাজির হয়। হয় ছুকরি এখানে কার্লিকে খুঁজতে আসে আর না হয় এখানে কোন জিনিস ফেলে যাওয়ার আছিলায় জিনিসটা ঢুঁড়তে আসে। ওকে দেখে তখন মনে হয় যে, ছোকরাদের কাছ থেকে সে দূরে থাকতে পারছে না—তাই ঘুর ঘুর করে ছোকরাদের ধারে কাছে। কার্লির প্যান্টের নীচে পোকাগুলো কিল্‌বিল্ করতে থাকে কিন্তু এর জন্য কোন কিছুই এখনও পর্যন্ত ঘটে নি।

জর্জ বললো—ছুকরি একটা গোলমাল পাকাতে চাইছে। লোকজনের ধারণা ছুকরির সম্পর্কে একটা জঘন্য গোলমাল আছে। ছুকরির স্বভাব-চরিত্র মন্দ। বন্দুকের ঘোড়ায় বসানো একটা টোপ এই ছুকরি; ছুকরির জন্যেই ওই কার্লি তার কাজ-কর্ম কমিয়ে ফেলেছে। খামারে এতগুলো ছোকরার মধ্যে একটা ছুকরির থাকা ঠিক নয়, উপযুক্ত জায়গা নয়—বিশেষ করে এমন একটা ছুকরির জন্যে।

হুইট্ বললো—দ্যাখো, তোমার যদি সময় থাকে তবে আমাদের মত ছোকরাদের সাথে আজ রাতে শহরে যেতে পারো।

কেন? কি কাজে যাবো?

সাধারণত যে-কাজে যায় ছোকরারা। আমরা বুড়ি সুসির বাড়ি যাই। খাসা এক নরক ওই বাড়িখানা। বুড়ি সুসি সব সময় হাসে—সব সময় ঠাট্টা-তামাসা করে! ঠিক যেমন গত শনিবার রাতে আমাদের বুড়ির বাড়ির সদর দেউড়িতে হাজির হতে বলেছিলো। সুসি নিজেই দরজা খুলে আমাদের দেখে পিছনে নজর ঘুরিয়ে ঠাট্টা করেছিলো—ছুকরিরা তোরা গায়ে কোট পরে নে, শেরিফ আদমিরা সব হাজির হয়েছে। বুড়ি কোনদিন নোংরা কোন কথা আওড়ায় না, একেবারেই না। ওর ওখানে পাঁচ-পাঁচটা যুবতী আছে।

কত দিতে হয় তোমাকে? জর্জ শুধালো।

মাশুর আড়াই ডলার। দু' ডলারে একবার সহবাস করতে পারো। সুসির ঘরে আরামে বসবার জন্যে চেয়ার আছে। যদি কোন ছোকরা সঙ্গম করতে না চায়, যুবতীর সাথে সহবাসে তার ইচ্ছা না থাকে তবে তাতেও কিছু এসে যায় না—আরামে চেয়ারে বসে দু'-চার গেলাস মদ গিলতে পারে। এমনিভাবে মদ গিলে সময় কাটালেও সুসি-বুড়ি কিছুই মনে করবে না। বুড়ি খাসা মেয়েমানুষ। সহবাস না করলেও কোন ছোকরাকে বাড়ি থেকে গলা ধাক্কা দিয়ে কিংবা লাথি মেরে বার করে দেবে না।

যেতে পারি এবং বাড়িখানা একবার দেখে আসতে চাই। বললো জর্জ।

নিশ্চয় যাবে। আমাদের সঙ্গেই চলো। এটা গুলজারে উপছানো একটা নরক—বুড়ির ঠাট্টা-তামাশায় নরক একেবারে গুলজার হয়ে আছে। বুড়ির যেমন মাঝে-মাঝে বলার স্বভাব—তেমনিভাবে বলে—আমি এমন লোককে জানি তারা যদি মেঝেয় বিছানো একখানা মোটা কম্বল আর পুতুল-পুতুল একটা যুবতী পায়, কলের গানের উপর জ্বলতে থাকা একটা আলোর মতন তবে মনে করে সেটা তার বৈঠকখানা। জানো যে বাড়ির কথা সে বলে, সেটা হচ্ছে ক্লারার বাড়ি। এবং বুড়ি বলে, আমি জানি তোমরা ছোকরারা কি চাও। বলে, আমার এখানকার মেয়েরা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। তাদের রোগ নেই। বলে, আমার এখানে মদে জল মেশানো থাকে না। কোন কোন দিন সুসি-মাসি বলে—দ্যাখো ছেলেরা, তোমরা যদি কেউ আমার এখানে একটা জ্বলন্ত জীবন্ত পুতুল-মেয়ে দেখতে চাও তবে ভাল কথা। তার জন্যে কেন তোমরা মন-আগুনে পুড়ছো, কেন? নিজেরাই সুযোগ করে নাও। তোমরা নিজেরাই তো জানো কোথায় পাওয়া যায় সেই পুতুল! এবং কখনও বা বলে—এখানে অনেক ছোকরা আসা-যাওয়া করে, তারা পুতুল-পুতুল মেয়েকে একবার দেখার আশায় ধনুকের পা বেঁকিয়ে হাঁটে।

জর্জ শুধালো—তাহলে ক্লারা অন্য একটা ডেরা চালায়, তাই তো?

হাঁ, জবাব দিলো হুইট—আমরা কোনদিন সেই ডেরায় যাই নি। এক যুবতী-সহবাসের জন্যে ক্লারা দাম আদায় করে আর এক গেলাস মদের জন্যে আদায় করে পঁয়ত্রিশ সেণ্ট। আর সে কোন ঠাট্টা-তামাশাও করে না। কিন্তু সুসি-মাসির আস্তানার সব কিছুই ঝকঝকে তকতকে—চেয়ার-টেয়ার সব খাসা। এমন কি পুতুল-পুতুল মেয়েমানুষগুলোও। ওখানে কাউকে বেয়াদবি করতে দেয় না।

আমি আর লেনি বাজি ধরে জীবনের খেলা সুরু করেছি। বললো জর্জ—ওই আস্তানায় আমি একদিন যেতে চাই। ওখানে আরাম করে বসবো এবং দু'এক গেলাস মদও গিলবো। কিন্তু আড়াই ডলার খসিয়ে কোন পুতুলের দেহ ভোগ করবো না।

ঠিক আছে। ছোকরাদের মাঝে-মাঝে একটু-আধটু ফুর্তি করতে হয়। মজা লুটতে হয় বৈকি জীবনে। বললো হুইট্।

সহসা ঘরের দরজা খুলে গেলো।

একসাথে লেনি আর কার্লসন ঘরে ঢুকলো।

লোনি গাঁড়ি মেরে এগিয়ে গেলো নিজের খাটিয়ায়। বসলো। কারোর নজর তার দিকে পড়ুক তা সে একেবারেই চাইছিলো না। কার্লসন নিজের খাটিয়ার কাছে গিয়ে খাটিয়ার তলা থেকে ব্যাগটা টেনে বার করলো। বুড়ো ক্যাণ্ডির দিকে সে বারেকের জন্যও নজর ফেরালো না।

বুড়ো তখনও দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে আছে। নিথর।

ব্যাগ থেকে পরিষ্কার করার একখানা লোহার সরু ডাণ্ডা আর একটা তেলের শিশি বার করলো কার্লসন। সেগুলো রাখলো তার খাটিয়ার উপর। পকেট থেকে বার করলো পিস্তলটা। গুলি-ভরা পিস্তল থেকে গুলিগুলো খুলে রাখলো। তারপর সরু রড পিস্তলের নলে ঢুকিয়ে পরিষ্কার করতে লাগলো। গুলিগুলো বার করার জন্য যখন সে পিস্তলটার মাঝখানটা সশব্দে খুলেছিলো তখনই ক্যাণ্ডি এদিকে ঘুরে মুহূর্তের জন্য পিস্তলটার দিকে তাকিয়েছিলো। শুধু মুহূর্তের জন্য! তারপর আবার দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে পড়লো। নিথর দেহ, অনড়।

অবহেলার সুরে কার্লসন বললো—কার্লি আসে নি এখনও?

না। জবাব দিয়ে শুধালো হুইট্—কি কাজ করছে কার্লি?

এক চোখ কুঁচকে পিস্তলের নলের ভিতরটা পরখ করতে করতে বললো কার্লসন—তার বুড়িকে খুঁজছে। দেখে এলাম সে বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

কণ্ঠস্বরে শ্লেষ মিশিয়ে হুইট্ বললো—জানো, দিন-রাতের অর্ধেক সময় ধরে কার্লি তার বউকে খুঁজে বেড়ায়, আর বাকি সময় তার বউ তাকে খোঁজ করে।

সহসা উত্তেজিত অবস্থায় কার্লি ঘরে এসে ঢুকলো।

কি হে ছোকরারা! তোমরা কেউ আমার বউকে দেখেছো? সে জানতে চাইলো।

কই সে তো এখানে আসেনি। জবাব দিলো হুইট্।

ঘরের চারধারে পরখ করতে লাগলো কার্লি। তার আচরণে ভয়-দেখানোর ভাব সুস্পষ্ট। কঠিন-কণ্ঠে শুধালো—স্লিম কোথায়, কোন নরকে গেছে?

বাইরে খামারে গেছে, জর্জ বললো—সে গেছে একটা খচ্চরের কেটে-যাওয়া খুরে আলকাতরা লাগাতে।

কার্লির দু'-কাঁধ ঝুলে পড়লো হতাশায়। গোমড়া মুখে শুধালো—কতক্ষণ আগে গেছে?

পাঁচ—দশ মিনিট হবে।

কার্লি এক লাফে দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেতেই দরজার পাল্লাটা তার পিছনে সশব্দে বন্ধ হয়ে গেলো।

হুইট্ উঠে দাঁড়ালো।

আন্দাজ করছি, আমার একবার গিয়ে খোঁজ নিয়ে দেখা দরকার, বললো হুইট্—কার্লি একদম ক্ষেপে গেছে নইলে সে কখনও স্লিমকে খুঁজতে যেতো না। কার্লির

হাত চলে দারুণ, ঘুষোঘুষি করতে শয়তানের মতন ওস্তাদ। গোল্ডেন গ্লাভস্ প্রতিযোগিতার ফাইন্যালে উঠেছিলো। খবরের কাগজে তার খবর বেরিয়েছিলো। তার কাছে কাগজের খবর কেটে রাখা আছে।

ঘরের মধ্যে নীরবতা।

সবাই তার কথা শুনছে।

নীরবে মনে মনে বিচার করে হুইট্ বললো—কিন্তু সে একই কথা, স্লিমের পিছনে ওর লাগা ভাল হচ্ছে না। ওর উচিৎ স্লিমের কাছ থেকে দূরে সরে থাকা। কেননা কেউ তো জানে না স্লিমের ক্ষমতা কতটুকু।

ভেবেছে তার বউ রয়েছে স্লিমের সাথে, তাই ভেবেছে না? শুধালো জর্জ।

তাই তো মনে হচ্ছে। জবাব দিলো হুইট্—অবশ্য স্লিম ওর বউয়ের সাথে নেই। অন্তত স্লিম যে নেই এটাই আমি মনে করি। কিন্তু গোলমাল যদি একটা বাধে তবে আমার সেটা দেখে আসা দরকার। চলো, একবার দেখে আসা যাক।

জর্জ বললো—আমি এখানেই থাকবো। আমি কোন ব্যাপারে যোগ দিতে চাই না। লেনি আর আমি ঠিক করেছি যে, আমরা আলাদা হয়ে থাকবো, কোনরকম ফ্যাসাদে জড়াবো না।

পিস্তলের নল পরিষ্কার করার কাজ শেষ করলো কার্লসন। ব্যাগের মধ্যে পিস্তলটা ঢুকিয়ে সে ব্যাগটা খাটিয়ার নিচে ঠেলে দিলো। তারপর বললো—আমার মনে হচ্ছে আমার যাওয়া দরকার। ওর বউটাকে খুঁজে বার করা উচিৎ।

বুড়ো ক্যান্ডি তখনও অনড়ভাবে শুয়ে আছে তার খাটিয়ায়।

আর লেনি—নিজের খাটিয়ায় বসে খুব সতর্ক দৃষ্টিতে জর্জকে দেখছে।

হুইট্ আর কার্লসন ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

ওদের পিছনে আপনা থেকে দরজার পাল্লাটা বন্ধ হলো।

তখনই লেনির দিকে ঘুরে জর্জ শুধালো—তোর মনের কথা কি বল তো?

আমি কিছুই করি নি, জর্জ। শুধু স্লিম বললো, এখন কুকুর-বাচ্চাগুলোকে এত বেশি আদর করা আমার উচিৎ নয়, স্লিম বললো, এতে বাচ্চাগুলোর ভাল হবে না। তাই আমি সোজা চলে এলাম। আমি ভাল কাজই করছি, জর্জ।

সে-কথা তোকে আমি বলতে পারি, বললো জর্জ।

আচ্ছা, আমি বাচ্চাগুলোর কোন ক্ষতি করবো না। আমি শুধু আমার কুকুর-বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে একটু আদর করেছি।

জর্জ শুধালো—খামারে তুই স্লিমকে কি দেখেছিস?

নিশ্চয় দেখেছি। সে আমাকে বললো যে, বাচ্চাগুলোকে আমার এখন এত আদর করা ভাল হবে না।

তুই ওই মেয়েটাকে কি দেখেছিলি?

তুমি কি বলছো কার্লির সেই বউটা?

হাঁ। মাগি কি খামারে গিয়েছিলো?

না। যাহোক আমি তাকে দেখি নি।

স্লিমকে মাগিটার সাথে কখনও কি কথা বলতে দেখিস নি?

উঁ-হু। মাগিটা তো খামারে ছিলো না।

ঠিক আছে, বললো জর্জ—মনে হচ্ছে, ছোকরাদের ভাগ্যে আর লড়াই দেখা হলো না। দ্যাখ লেনি, লড়াই-বিবাদ-মারামারি যদি একটা বাধে তবে তুই দূরে থাকবি।

আমি কোন লড়াই-টড়াই চাই না। বললো লেনি।

তারপর নিজের খাটিয়া ছেড়ে উঠে এসে বসলো টেবিলের ধারে—জর্জের মুখোমুখি। আপন মনে জর্জ হাতের তাসগুলো শাফ্‌ল্ করলো। এককভাবে তাস খেলার জন্যে তাস বাঁটতে লাগলো। তার মনে চিন্তার জট জমেছে—তাই বোধ হয় আপনা থেকেই তার শরীরে নেমেছে জড়তা—ধীরতা।

লেনি উপরের একখানা তাস হাতে তুলে নিলো। উল্টে-পাল্টে তাসখানা পরখ করলো। এদিক ওদিক ঘুরিয়েও দেখলো।

দেখছি তাসখানার দুটো দিকই একই রকম। বললো লেনি।

একটু থেমে শুধালো—আচ্ছা জর্জ, তাসের দুটো দিকই সমান কেন?

জানি না। জবাব দিলো জর্জ—ঠিক এমনিভাবেই এগুলো তৈরী হয়। আচ্ছা, তুই যখন দেখেছিলি তখন স্লিম খামারে কি করছিলো?

স্লিম?

নিশ্চয়। তুই তাকে খামারে দেখেছিলি, আর সেই তোকে বলেছিলো কুত্তার বাচ্চাগুলোকে এত আদর করিস না, ঘাঁটাঘাটি করিস না।

ওহো, হাঁ। তার হাতে ছিলো আলকাতরা-ভরা একটা টিনের কৌটো আর রঙ-করার একটা তুলি। জানি না, এসব কেন তার হাতে ছিলো।

তুই কি জানিস মাগি আজ যেমন এখানে এসেছিলো তেমনিভাবে ওখানে যায় নি?

না। সে কখ্খনো যায় নি।

জর্জ একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো।

তারপর বলতে লাগলো—তুই সব সময় আমাকে একটা না একটা বেশ্যা-বাড়িতে নিয়ে চলেছিস। যে কোন ছোকরাই যে কোন জায়গায় গিয়ে দু'এক গেলাস মদ গিলতে পারে, মনের মতন জিনিস তৎক্ষণাৎ পেয়েও যেতে পারে এবং কোনরকম গোলমাল করতে চায় না। এবং জানে ঠিক কতটুকু করলে তার ফিরে আসার পথ খোলা থাকে। কিন্তু এসব জায়গায় যেন জেলখানার বন্দী জীবন—বন্দুকের আওতায় আবদ্ধ। পালাবার পথ বন্ধ।

লেনি তার কথাগুলো যেন গিলছিলো—তার দু'চোখে অবাক প্রশংসা-ঝরা দৃষ্টি বুঝি তার চিন্তার সাথে তার মনের সমতা রাখার জন্য আর ঠোঁট-দুটো অল্প অল্প নাড়ছিলো।

জর্জ আবার বলে উঠলো—এ্যাণ্ডি কুশমানের কথা তোর মনে আছে, লেনি ? গ্রামার স্কুলে পড়তে যেতো ?

সেই ছোকরা যার বুড়ি মা ছেলেদের জন্যে গরম গরম পিঠে ভাজতো ? শুধালো লেনি।

হাঁ। সেই ছোকরা। খাবারের সাথে যুক্ত আছে এমন সব কথাই তোর মনে থাকে। একক খেলার তাসগুলো খুব সাবধানে পরখ করতে করতে বললো জর্জ। গণনা-তাকের উপর সে একখানা টেক্কা রাখলো এবং তারই উপর জমা করলো রুইতনের দুই, তিন আর চার।

একসময় বললো—জানিস, ঠিক এসময়ে এ্যাণ্ডি রয়েছে সান কোয়েনটিনে চার্টনির লোভে।

লেনি আঙুল দিয়ে টেবিলে টোকা দিতে ডাকলো—জর্জ।

কি বলছিস ?

জর্জ, আর কতদিন পরে আমরা একখণ্ড জমির মালিক হতে পারবো, সেখানে থাকবো, চাষ করবো আর খরগোস পুষতে পারবো ?

জানি না। বললো জর্জ—আমরা দু'জনে মিলে একটা দারুণ বড় বাজি ধরেছি। কোথায় সস্তায় জমি পাওয়া যায় সে সম্বন্ধে আমার জানা, আমার ধারণা খুবই কম, তবু জমির ইচ্ছেটা আমি ছাড়ছি না।

বুড়ো ক্যাণ্ডি ধীরে ধীরে এগিয়ে পাশ ফিরে শুলো। তার দু'চোখের দৃষ্টি বিস্ফারিত। সে জর্জকে খুব সাবধানে নিরীক্ষণ করছিলো।

লেনি বললো—সেই জায়গাটা সম্বন্ধে বলো, জর্জ।

বলেছি তো তোকে—কাল রাতেই বলেছি।

আবার—আবার বলো, জর্জ।

আচ্ছা, বলছি। জমি হবে দশ একর। বলতে লাগলো জর্জ—একটা হাওয়া-চালিত কল থাকবে। থাকবে ছোট-খাটো একখানা বাড়ি। একটা মুরগির খোঁয়াড়। একখানা রান্নার ঘর। আর থাকবে ফলের বাগান—জমি, আপেল, পীচ, কাঠ-বাদাম, জামরুলের গাছ। জায়গাটার জমি হবে আর সরেশ—জল আর জল, বন্যা বয়ে যাবে জমিতে। আর থাকবে একটা শুয়োরের বাথান······

একেবারে ঠিক কথা, বুঝতে পারছি—বললো লেনি—তুমি ঠিক বলছো, আমি সব বুঝতে পারছি।

জর্জ তাস খেলছিলো, তার হাতের তাসগুলো হাতেই রয়ে গেলো—সে থেমে গেলো। তার কণ্ঠস্বর উষ্ণ, উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলো—এবং আমাদের বাথানে থাকবে কয়েকটা শুয়োর। আমার ঠাকুর্দার যেমন ছিলো একখানা ধোঁয়া-ঘর তেমনি একখানা ঘর আমিও বানিয়ে নেবো। শুয়োর মারলে আমরা তার মাংস ওই ধোঁয়া-ঘরে সেঁকে নেবো এবং চার্টনি বানিয়ে নেবো—আরও এমনি ধরনের নানা কাজ করবো। এবং

নদীর স্রোতের উজানে যখন স্যালমন মাছের ঝাঁক ভাসবে তখন আমরা শত শত স্যালমন মাছ শিকার করে আনবো আর সেগুলোকে নুন মাখিয়ে ধোঁয়া-ঘরে সেঁকে নেবো। যখন গাছে গাছে ফল পাকবে তখন সেগুলো পেড়ে টিনে ভরে রাখবো। আর টমেটোগুলো—খুব সহজেই টিনে ভর্তি করে রাখা যায়। প্রতি রবিবার আমরা হয় একটা মুরগী আর না হয় একটা খরগোস কাটবো। হয় তো আমাদের খামারে পালন করবো একটা গাই আর না হয় একটা ছাগলী—এবং ঘন দুধে পড়বে মোটা সর। এমন ঘন আর মোটা যে ছুরি চালিয়ে সর কাটতে হবে। তুলতে হবে চামচে দিয়ে।

তার দিকে দু'চোখ বড় বড় করে তাকিয়েছিলো লেনি। আর তাকিয়েছিলো বুড়ো ক্যান্ডিও।

নরম গলায় বললো লেনি—আমরা ওই জমিতে চাষ-বাস করতে পারবো ?

নিশ্চয়। বললো জর্জ—আমাদের জমিতে সবরকম সব্জির চাষ হবে। আমাদের যদি একটু মদ কেনবার ইচ্ছে হয় তবে আমরা বেচে দেবো কয়েকটা ডিম কিংবা আর কিছু জিনিস অথবা খানিকটা দুধ। ওখানেই আমরা চাষ করবো, মাথা গুঁজে থাকবো। ওখানকার মানুষ হবো আমরা। দেশে দেশে, গ্রামে গ্রামে, শহরে শহরে ঘুরে বেড়াতে হবে না। জাপানী রাঁধুনীর রান্না খেতে হবে না। না, মশাই, আমাদের মাথা গোঁজার জন্যে গড়ে তুলবো একটা আস্তানা—সেটা হবে আমাদের নিজেদের। আর কোন বাসা-ঘরে আমাদের ঘুমোতে হবে না।

বাড়িখানার কথা বলো, জর্জ। লেনি অনুরোধ জানালো।

নিশ্চয়। আমরা একখানা ছোট্ট বাড়ি বানাবো। তাতে থাকবে আমাদের নিজেদের জন্যে একখানা ছোট্ট কুঠরি। থাকবে ছোটখাটো ভারি একটা লোহার উনুন, শীতকালে সেই উনুনে আমরা সারা সময় আগুন জ্বালিয়ে রাখবো। জমির পরিমাণ যেহেতু যথেষ্ট নয় তাই আমাদের অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। হয়তো দিনে ছ-সাত ঘণ্টাও খাটতে হতে পারে। দিনে এগারো ঘণ্টা ধরে আর আমাদের যবের বস্তা বইতে হবে না। যখন আমাদের জমিতে ফসল ফলবে আমরা তখন যাবো ফসল আহরণ করতে। জমিতে নিজেরা চাষ কি আর কতটুকু ফসল আমরা আহরণ করতে পারবো তা তো আমাদের জানা।

এবং খরগোসগুলো, লেনি সোৎসাহে শুধালো—আমি খরগোসগুলোর দেখাশোনা করবো। বল না জর্জ, আমি কি ভাবে তাদের দেখাশোনা করবো ?

নিশ্চয়। সরেশ জমি তাই ঘাস জন্মাবে। একটা বস্তা নিয়ে তুই সেই ঘাসের জমিতে ঘাস কাটতে যাবি। বস্তা-ভর্তি ঘাস নিয়ে ফিরে আসবি। সেই ঘাস ছড়িয়ে দিবি খরগোসদের আস্তানায়।

ওরা ঘাসের ডগা ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে, ছোট ছোট দাঁত দিয়ে ঘাস কেটে নেবে। বললো লেনি—দেখেছি, ওদের আমি এভাবে ঘাস খেতে দেখেছি।

ছ' সপ্তাহ কিংবা আর একটু বেশি হলে, বলতে লাগলো জর্জ—খরগোসরা বাচ্চা

পাড়তে সুরু করবে। অজস্র বাচ্চা জন্মাবে। খাওয়ার জন্যে কিংবা বিক্রি করার জন্যে প্রচুর খরগোসের মালিক হবো আমরা। পায়রা অনেকগুলো পুষবো—সেগুলো হাওয়া-কলের মাথার উপর দিয়ে উড়ে যাবে—ঠিক যেমন ছোটবেলায় পায়রাদের উড়ে যেতে দেখতুম। জর্জ গভীর মনোযোগে লেনির মাথা পেরিয়ে দৃষ্টি ছড়িয়ে দিয়েছে দেওয়ালের গায়ে।

তারপর এক সময় আবার বলতে লাগলো—এবং এটা হবে আমাদের নিজেদের বাড়ি, নিজেদের খামার—এবং কেউ এসব আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারবে না। কোন ছোকরাকে আমাদের পছন্দ না হলে তার মুখের উপর বলতে পারবো—যাও, বেরোও, নচ্ছার। এবং ঈশ্বরের দিব্যি সে পালাবে তখ্খুনি। আর যদি কোন বন্ধু আসে আমাদের বাড়িতে—কেন, বাড়িতে একখানা বাড়তি খাটিয়া রেখে দেবো, এবং আমরা বলবো—রাতটা এখানে কাটিয়ে যাও না কেন, ভাই? এবং ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি, সে থেকে যাবে রাতটা। একটা শিকারী কুকুর আর কয়েকটা ডোরা-কাটা বিড়াল পুষবো আমরা—তবে তোকে সাবধানে নজর রাখতে হবে যাতে বিড়ালগুলো খরগোসের বাচ্চাদের না খেয়ে ফেলে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো লেনি—ওরা একবার খরগোসের বাচ্চাদের খাওয়ার চেষ্টা করুক, আমি ওই শয়তানদের টুঁটি ছিঁড়ে ফেলবো। আমি দেবো……একটা লাঠির বাড়ি মেরে ওদের খতম করে দেবো।

থামলো লেনি, শান্ত হয়ে এলো ধীরে ধীরে—মনে মনে শুধু ফুঁসছে—আগামী-দিনের খরগোসের বাচ্চাগুলোকে ভবিষ্যতের যে বিড়ালগুলো বিরক্ত করার, খতম করার চেষ্টা করবে তাদের সে ভয় দেখাচ্ছে।

নিজের কল্পিত ভবিষ্যৎ-জীবনের ধ্যানে মগ্ন হয়ে বসে রইলো জর্জ।

অনেক, অনেকগুলো মুহূর্ত কেটে গেলো।

তারপর সহসা বুড়ো ঝাড়ুদার ক্যাণ্ডি কথা বললো তখন ওরা দু'জনেই চমকে লাফিয়ে উঠলো—বুঝি অন্যায় কাজ, অনভিপ্রেত একটা কাজ করার সময় তারা ধরা পড়ে গেছে।

ক্যাণ্ডি শুধালো—তোমরা কি জানো কোথায় এমন জায়গা আছে?

জর্জ সঙ্গে সঙ্গে আত্মরক্ষায় রত হয়ে উঠলো। কল্পনার নাগাল টানার জন্য সে বলে উঠলো—হয় তো জানি। তাতে তোমার কি এসে যাবে।

ঠিক আছে, কোথায় রয়েছে এমন জায়গা সে-কথা আমাকে তোমাদের বলার দরকার নেই। হয় তো সত্যিই রয়েছে এমন জায়গা কোথাও।

নিশ্চয়। বললো জর্জ—ঠিক, আছেই তো। কিন্তু একশ' বছর ধরে খুঁজলেও তুমি সে-জায়গার খোঁজ পাবে না।

ক্যাণ্ডি উত্তেজিত-কণ্ঠে বলে উঠলো—এমন একটা জায়গার জন্য তারা কত দাম চায়?

সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকে দেখতে দেখতে বললো জর্জ—আচ্ছা, ছ'শ ডলারে এ-জায়গা আমি জোগাড় করতে পারবো। যে বুড়ো এ-জমির মালিক তাকে আমি জানি—তার বুড়ি বউয়ের পেটে অস্ত্রোপ্রচার করার জন্য বুড়োর টাকা চাই। বলো, এ জেনে তোমার কি এলো-গেলো? আমাদের সাথে মিলে তোমার তো কোন ফয়দা হবে না।

এবারে জবাব দিলো ক্যান্ডি—দ্যাখো, আমার তো একখানা, তোমাদের সাথে মিলে কোন ভালো কাজ আমি করতে পারবো না। এই খামারে কাজ করতে করতে হাত খুইয়েছি। তাই তো এরা আমাকে ঝাড়ুদারের কাজ দিয়েছে। হাত খুইয়েছি বলে এরা আমাকে দু'শ পঞ্চাশ ডলার দিয়েছিলো। আর এখনই ব্যাঙ্কে এর উপর আমার আরো পঞ্চাশ ডলার জমা আছে। এই তিন শ' এর উপর এ মাসের শেষে পাবো আরও পঞ্চাশ ডলার। তোমাকে বলবো কি……

সাগ্রহে একটু সামনে ঝুঁকে সে আবার বলতে লাগলো—ধরো ছোকরারা, যদি আমি তোমাদের সাথে যাই। আমার তিন শ' পঞ্চাশ ডলার আছে, আমি দেবো তোমাদের হাতে। ভাল কাজ আমি করতে পারি না ঠিকই, তবে আমি রান্না করতে পারি, পারি মুরগি চরাতে। এমন কি জমিতে পারি খুরপি দিতে। কেমন হবে বলো তো?

চোখ দুটো আধা বুজিয়ে বললো জর্জ—এটা নিয়ে আমাকে ভাবতে হবে। কেন না আমরা নিজেরাই একাজ করবো বলে ঠিক করে রেখেছি।

ক্যান্ডি তাকে বাধা দিয়ে বললো—দ্যাখো ছোকরারা, আমার সম্পত্তি একটা উইল করে তোমাদের দিয়ে যাবো, এমন কি আমাকে তাড়িয়ে দিলেও দেবো, কেন না আমার কোন আত্মীয় বা বন্ধু-বান্ধব নেই। আচ্ছা, তোমাদের কাছে কি কোনও টাকা-পয়সা আছে? মনে হয় তাহলে আমরা এখুনি কাজ সুরু করতে পারি, তাই না?

একেবারে তিতো-বিরক্ত হয়ে মেঝেতে এক দলা থুতু ফেললো জর্জ।

আমাদের দু'জনের কাছে কেবল দশটা ডলার আছে। তারপর চিন্তিত মনে বললো জর্জ—দ্যাখো, আমি আর লেনি এখানে পুরো এক মাস ধরে খাটি আর কোন কিছুতেই একটা ডলারও খরচ না করি তবে আমরা দু'জনে জমাতে পারবো এক শ' ডলার। তার মানে মোট হবে চার শ' পঞ্চাশ ডলার। আমি বাজি ফেলে বলছি এই নিয়ে আমরা জমিখণ্ডটুকু জোগাড় করে কাজে নেমে পড়তে পারি। তাহলে তুমি আর লেনি গিয়ে জমিতে কাজ সুরু করতে পারবে। আর আমি একটা কাজ জোগাড় করে বাকি অর্থ রোজগার করতে চেষ্টা করবো। তোমরা ডিম আর সব্জি বেচে চালাবে।

ওরা সবাই নীরব হলো। ওরা পরস্পরের মুখের দিকে তাকাতে লাগলো। সবাই এখন বিস্মিত—মোহিত। ওদের মনের ইচ্ছা, ওদের কল্পনা যে এমনভাবে ঘটনায় পরিণত হতে চলেছে, সত্য হতে চলেছে তা ওরা সত্য সত্যই বিশ্বাস করতে পারছে না।

গম্ভীর গলায় জর্জ বললো—হায় ঈশ্বর! আমার মনে হচ্ছে এবার আমরা জমির জন্য ঝুঁকে পড়তে পারি।

তার দু'চোখে অবাক-করা চাহনি।

কথাগুলো আবার আওড়ালো জর্জ—পারি, এবার আমরা জমি জোগাড় করতে পারি।

নিজের খাটিয়ার ধারে উঠে বসেছিলো ক্যাণ্ডি। কব্জির কাছ থেকে নিজের ঠুঁঠো হাতখানা সে চুলকোচ্ছিলো। চার বছর আগে আমি আহত হয়েছিলাম, বললো সে—খুব শিগ্‌গির ওরা আমাকে বরখাস্ত করবে। আর যখন বাসা-বাড়িতে ঝাড়ু দেওয়া, সাফ করা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না ওরা আমাকে তখন খেদিয়ে দেবে। হয় তো আমার জমা টাকা-পয়সা তোমাদের হাতে তুলে দিলে তোমরা আমকে ক্ষেতে, বাগানে নিড়ানি দেওয়ার কাজ করতে দেবে—অবশ্য এ কাজ আমি খুব ভালভাবে পারবো না। এ কাজ আমি ভালভাবে করতেও শিখি নি। তবে আমি ডিশ ধুতে পারবো, পারবো মুরগির ছানগুলোর দেখা-শুনা করতে। কিন্তু আমরা বাস করবো আমাদের নিজেদের জমিতে, কাজ করবো আমাদের নিজেদের ক্ষেতে।

বুড়ো ক্যাণ্ডি থামলো।

ঘরের মধ্যে নীরবতা নেমে এলো।

এক সময় বুড়ো ঝাড়ুদার আবার বলতে লাগলো। দুঃখ-ম্লান তার কণ্ঠস্বর। আজ রাতে ওরা আমার কুকুরটার কি করলো দেখলে তো? ওরা বললো, কুকুরটা বেঁচে থেকে আর নিজের কিংবা অপরের ভাল করতে পারবে না। ওরা যখন আমাকে এখান থেকে বাতিল করে দেবে তখন ওদের কেউ একজন আমাকে গুলি করে মারবে নিশ্চয়। কিন্তু ওরা তা করবার সুযোগ পাবে না। আমার আর কোথাও যাওয়ার দরকার হবে না, আমি আর কোন কাজ জোগাড় করতেও পারবো না। তোমরা যখন এখানকার কাজ ছেড়ে চলে যাবে সে-সময়ের মধ্যে আমি আরও ত্রিশ ডলার রোজগার করতে পারবো।

উঠে দাঁড়ালো জর্জ।

আমরা এবার জমি জোগাড় করার চেষ্টা করবো, বললো জর্জ—আমরা পুরোণো সেই জায়গাটা কেনবার ব্যবস্থা করবো এবং সেখানে গিয়ে বাস করবো। বলা শেষ করে আবার টেবিলের ধারে সে বসে পড়লো।

ওরা তিনজনে নিথর দেহে বসে রইলো। নিজেদের কল্পনার সৌন্দর্যে ওদের মন অনুরণিত—ভবিষ্যতে একদিন যে-জীবন বাস্তবায়িত তারই কল্পনায় ওদের মন বিমোহিত।

বিস্ময়-ঝরা কণ্ঠে জর্জ বলতে লাগলো—ধরো, শহরে কোন একদিন ভ্রাম্যমান আনন্দমেলার আসর বসলো কিংবা সার্কাস দল তাঁবু ফেললে বা ফুটবল, বেস বল খেলা হলো অথবা যে-কোন আনন্দ-ফুর্তি অনুষ্ঠান হলো।

এমন একটা চমৎকার সম্ভাবনায় খুশিতে ডগমগ হয়ে মাথা দোলালো বুড়ো ক্যান্ডি।

আমরা সে-সব অনুষ্ঠান দেখতে যাবো, বললো জর্জ—যাওয়ার আগে আমাদের কাছে অনুমতি চাইতে হবে না, কারো কাছে বলতেও যাবো না। শুধু নিজেরাই বলাবলি করবো, আমরা শহরে মজা দেখতে যাবো আজ—এবং সবাই যাবো। কেবল যাওয়ার আগে গরুর দুধ দু'য়ে নেবো, মুরগিদের খোঁয়াড়ে কিছু শস্য-দানা দেবো ছড়িয়ে। তারপর চলে যাবো।

আর খরগোসদের দেবো কিছু ঘাস। মাঝ-পথে বাধা দিয়ে বললো লেনি—ওদের খাওয়াতে আমি কোনদিন ভুলবো না। আমরা কবে যাবো জর্জ?

এক মাসের মধ্যে। ঠিক এক মাসের মধ্যেই আমরা এখান থেকে চলে যাবো। জানো এখন আমি কি করতে চাই? যে-বুড়ো জমি-খন্ডটুকু বেচতে চাইছে তার কাছে চিঠি লিখে জানাবো যে, আমরা জমি কিনতে রাজী। আমরা জমি কিনবো। বায়না দিয়ে অন্য কাউকে জমি বিক্রী করতে না পারে তাই ক্যান্ডি একশ' ডলার বায়না হিসেবে বুড়োকে পাঠিয়ে দেবে।

নিশ্চয় দেবো। বললো ক্যান্ডি—ওদের ওখানে ভাল একটা উনুন আছে তো?

নিশ্চয়। ভাল উনুন আছে। তাতে কয়লা পোড়ে বা কাঠ জ্বালানো হয়।

আমি আমার কুকুর-ছানাটা সাথে নিয়ে যাবো—বলে উঠলো লেনি—ঈশ্বরের দিব্যি, জায়গাটা কুকুর-ছানাটার পছন্দ হবে।

মানব কণ্ঠস্বর বাইরে ধ্বনিত হলো। এদিকেই ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে কণ্ঠস্বর।

জর্জ তাড়াতাড়ি বললো—দ্যাখো কাউকে এসব সম্বন্ধে কিছু বলো না। শুধু আমরা তিনজন ছাড়া আর কেউ কিছু জানবে না। শুনলে ওরা আমাদের বরখাস্ত করবে, তাড়িয়ে দেবে তাই আমরা কোনরকম ভুলের ফাঁদে পা দেবো না। ঠিক যেন বাকি জীবন ধরে আমাদের যব বস্তায় ভরতে হবে, বহন করতে হবে, তাই সেই কাজই করে যাবো, সেই কাজেই লেগে থাকবো। তারপর সহসা একদিন আমরা আমাদের মজুরি বুঝে নিয়ে এখান থেকে সরে পড়বো।

লেনি এবং ক্যান্ডি মাথা নেড়ে সায় দিলো। খুশিতে নিঃশব্দে দু'জনে হাসলো।

কাউকে কিছু বলো না, আপন মনে আওড়ালো লেনি।

ক্যান্ডি ডাকলো—জর্জ।

কি বলছো?

আমার নিজেরই কুকুরটাকে গুলি করে মারা উচিৎ ছিলো, জর্জ। একজন অপরিচিত আমার কুকুরটাকে মারবে এটা হতে দেওয়া আমার উচিৎ হয় নি।

দরজাটা খুলে গেলো

ঘরের ভিতরে ঢুকলো স্লিম। তার পিছনে কার্লি কার্লসন—এবং হুইট।

স্লিমের দু'হাতে আলকাতরা মাখানো। তার গোমড়া মুখে ঘৃণার অভিব্যক্তি।

তার ঠিক পিছনে কার্লি। একেবারে গা ঘেঁসে আসছে। কার্লি বললো—দ্যাখো, ভালো-মন্দ কিছুই আমি বোঝাতে চাই নি, স্লিম। আমি শুধু তোমাকে কথাটা জিজ্ঞেস করেছিলুম।

জবাব দিলো স্লিম—ঠিক আছে। এ কথাটা তুমি আমাকে প্রায়ই জিজ্ঞেস করো। ঈশ্বরের দিব্যি বলছি, এই একই কথা বারে বারে আমাকে জিজ্ঞেস করে তুমি আমাকে রোগে ধরিয়ে দিচ্ছো, আমার মেজাজ দিচ্ছো বিগড়ে। তুমি নিজে যদি তোমার ওই বউকে চোখে চোখে না রাখতে পারো, তবে কি আশা করো আমি সে-কাজ করবো? যাও, আমার কাছ থেকে হটো।

আমি শুধু বলতে চাইছিলুম যে আমি কোন অর্থ বোঝাতে চাইছি না। বললো কার্লি—ভেবেছিলাম হয়তো তুমি আমার বউকে দেখেছো।

তুমি তাকে বলছো না কেন যে যেখানে তার ঘর সেই ঘরে তার থাকা উচিৎ? এবার কার্লসন বলে উঠলো—তুমি তাকে বাসা-ঘরে ঘুর-ঘুর করতে দিচ্ছো, আর তাতে তোমারই হাতে কাঁটা বিঁধছে, মনের কোণে সন্দেহ জমছে—কিন্তু এমনিভাবে চললে তুমি তো তাকে টিট করতে পারবে না। নিজেও শান্তি পাবে না।

কার্লসনের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে কার্লি ধমক দিলো—চুপ করো। আমার ব্যাপারে মাথা গলিও না। না পারলে এখান থেকে বেরিয়ে যাও।

হেসে উঠলো কার্লসন—তুমি একটা আস্ত শয়তান। বলতে লাগলো সে—তুমি স্লিমের নামে দুর্নাম রটাতে চাইছো, কিন্তু তা পারছো না। স্লিম তোমারই মুখে কালি মাখিয়ে দিচ্ছে, তোমাকেই দুষছে। ব্যাঙের পেটের মতন তোমার মুখখানা হলদেটে। এ অঞ্চলের সেরা মুষ্টিযোদ্ধা হলেও আমি তোমাকে একটুও গ্রাহ্য করি না। তুমি আমার গায়ে হাত তোলার চেষ্টা করলে আমি তোমার শয়তান মাথাটা লাথিয়ে ভেঙে দেবো।

মহা আনন্দে ওদের এই বিপদে নিজেকে জড়িয়ে ফেললো ক্যান্ডি।

দস্তানা ভরা ভেজলিন শুধু—মহা বিরক্তিতে সে বললো।

জ্বল-জ্বলে দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালো কার্লি। পর মুহূর্তে তার আগুনঝরা দৃষ্টি সরে গিয়ে পড়লো লেনির মুখের উপর। থামলো। জ্বলতে লাগলো। এবং লেনি তখনও হাসছে—খামারের স্মৃতিতে। জমির কল্পনায় তার মনের দুকুলে আনন্দের বন্যা। মুখে আনন্দের হাসি।

একটা শিকারী টেরিয়ার কুকুরের মতন কার্লি লেনির দিকে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলো।

নচ্ছারের মতন হাসছিস কেন?

শূন্য দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বললো লেনি—কি হয়েছে ?

কার্লি রাগে ভয়ঙ্কর গলায় গর্জে উঠলো—এগিয়ে আয় বেজন্মা বাচ্চা। উঠে দাঁড়া। কোন কুত্তির বাচ্চা আমাকে দেখে হাসতে পারবে না এখানে। কে হলদে

শয়তান তা তোকে দেখিয়ে দিচ্ছি।

লেনি অসহায়ভাবে জর্জের দিকে তাকালো এবং উঠে দাঁড়ালো। লেনি দু'পা পিছিয়ে যেতে চেষ্টা করলো।

দেহের ভারসাম্য অটুট রেখে রুখে দাঁড়ালো কার্লি। বাঁ হাতে সজোরে ঘুষি মারলো লেনিকে—তারপরে ডান হাতের ঘুষিতে লেনির নাক ভেঙে দিলো। দারুণ আতঙ্কে আর্তনাদ করে উঠলো লেনি—তার ভাঙা নাক থেকে রক্ত ঝরে পড়ছে।

জর্জ! আর্তনাদ করলো লেনি—ওকে বলো আমাকে ছেড়ে দিতে, জর্জ। বলতে বলতে আরো পিছিয়ে গিয়ে দেওয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়ালো।

কার্লিও ওর দিকে ধেয়ে গেলো—লেনির মুখের উপর সজোরে ঘুষি মারলো।

দেহের দু'পাশে হাত ঝুলিয়ে রেখেছে লেনি—সে এত ভীত যে আত্মরক্ষা করতে পারছে না।

জর্জও উঠে দাঁড়িয়েছিলো। চিৎকার করে বললো—বাধা দে লেনি। শয়তানকে মারতে দিবি না।

দু'হাতের বিশাল থাবা দিয়ে নিজের মুখ ঢাকলো লেনি, এবং সেই অবস্থায় আতঙ্কে আর্তনাদ করতে লাগলো। কঁকিয়ে উঠলো—ওকে থামাও, জর্জ।

কার্লি এবার লেনির তলপেটে আঘাত করলো—লেনির দম বন্ধ হয়ে গেলো।

লাফিয়ে উঠলো স্লিম। নোঙরা নেঙটি ইঁদুর কোথাকার, সে চেঁচিয়ে উঠলো—ওটাকে আমি নিজেই শায়েস্তা করছি।

হাত বাড়িয়ে স্লিমকে ধরলো জর্জ। একটু অপেক্ষা করো, বললো সে।

তারপর মুখের দু'পাশে দু'হাতের চেটোর গোলাকার আড়াল করে চিৎকার করে উঠলো—ওকে আঘাত কর্, লেনি।

মুখের উপর থেকে হাতের ঢাকা সরালো লেনি। নজর ঘুরিয়ে জর্জকে দেখতে চেষ্টা করলো। আর তখুনি কার্লি তার চোখের উপর ঘুষি মারলো। লেনির বিশাল মুখখানা রক্তে ভেসে গেলো।

জর্জ আবার চিৎকার করে উঠলো—আমি বলছি, ওকে আঘাত কর।

কার্লির ঘুষি সামনে ধেয়ে এলো আবার।

লেনি হাত বাড়ালো বাধা দেওয়ার জন্যে।

পর মুহূর্তে বঁড়শিতে গাঁথা মাছের মতন কার্লি ছট্‌ফট্ করতে লাগলো। তার হাতের মুঠি লেনির বিশাল থাবার মধ্যে হারিয়ে গেছে।

ঘরের এদিকে ছুটে এলো জর্জ—ওকে ছেড়ে দে। ওকে ছেড়ে দে, লেনি।

কিন্তু লেনি আতঙ্কে-ভরা দৃষ্টিতে শুধু দেখছিলো তার হাতে-ধরা ক্ষুদে মানুষটার ছট্‌ফটানি। লেনির মুখের উপর দিয়ে রক্তের ধারা গড়িয়ে পড়ছে। তার একটা চোখের কেটে গেছে চোখটা তাই বোজা। জর্জ বারবার তার গালে চড় মারতে লাগলো—কিন্তু লেনির যেন সম্বিৎ নেই। তার হাতের মুঠো বন্ধ। কার্লির সারা

মুখ আতঙ্কে যন্ত্রণায় বিবর্ণ—শাদা। তার চেতনা এখন প্রায় আচ্ছন্ন। এবং তার ছট্‌ফটানি স্তিমিত। দাঁড়িয়ে শুধু কাঁদছে কার্লি—তার হাতের মুঠো লেনির বিশাল থাবার মধ্যে হারিয়ে গেছে।

বার বার চিৎকার করতে লাগলো জর্জ—ওর হাত ছেড়ে দে, লেনি! ছেড়ে দে। স্লিম এসো তো, আমাকে একটা সাহায্য করো। দেখি, ছোকরার হাতের আর কিছু অবশিষ্ট আছে কি-না।

সহসা লেনি তার হাত ছেড়ে দিলো। দেওয়ালে ঠেস দিয়ে কুঁকড়ে দাঁড়ালো।

জর্জ, তুমি তো ওকে ধরতে বলেছিলে। দুঃখ-ম্লান কণ্ঠে বললো লেনি।

কার্লি মেঝেতে বসে পড়েছিলো। অবাক নয়নে নিজের ভেঙে চুরমার হয়ে যাওয়া হাতের মুঠোটা নিরীক্ষণ করছিলো, স্লিম আর কার্লসন হুমড়ি খেয়ে পড়ে কার্লিকে দেখলো।

তারপর স্লিম সোজা হয়ে দাঁড়ালো। আতঙ্ক-ভরা দৃষ্টিতে লেনিকে নিরীক্ষণ করলো। একে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে, বললো স্লিম—মনে হচ্ছে এর হাতে হাড়-গোড় সব চুর-চুর হয়ে ভেঙে গেছে।

আমি চাই নি, কেঁদে ফেললো লেনি—আমি ওকে মারতে চাই নি।

বললো স্লিম—কার্লসন, একখানা ঘোড়ার গাড়ি জুতে আনো। আমরা একে সালিদাদ শহরে নিয়ে গিয়ে ডাক্তারের কাছে দেখাবো।

কার্লসন তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলো।

লেনি তখনও ফোঁফাচ্ছে।

তার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললো স্লিম—না, এর জন্যও তুমি দোষী নও। এই খচ্চরটার এই শাস্তি পাওয়াই উচিৎ। কিন্তু—হায় যীশু! এর হাতের আর প্রায় কিছুই নেই। বলতে বলতে স্লিম দ্রুতপদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো এবং মুহূর্তের মধ্যে ফিরে এলো একটা টিনের কৌটোয় খানিকটা জল নিয়ে। জলের কৌটোটা সে কার্লির মুখে ধরলো।

জর্জ শুধালো—স্লিম, এবার বোধ হয় আমরা কাজ থেকে বরখাস্ত হবো? আমরা কাজ করতে চাই, কাজ করা আমাদের দরকার। কার্লির বুড়ো বাবা কি এবার আমাদের তাড়িয়ে দেবে?

স্লিম এক টুকরো ম্লান হাসি হাসলো।

সে কার্লির পাশে হাঁটু মুড়ে বসে শুধালো—তোমার ভাঙা হাতে সাড় আছে তো? আমার কথা শুনতে পারবে?

কার্লি ঘাড় নাড়লো।

ঠিক আছে। তাহলে শোন, বলতে লাগলো স্লিম—আমার মনে হচ্ছে তোমার হাতখানা একটা কলে আটকে গিয়েছিলো। আসলে কি ঘটেছিলো তা তুমি নিজে যদি

না বলো তবে আমরাও কাউকে বলবো না। কিন্তু তুমি যদি সব বলে এই ছোকরাকে কাজ থেকে ছাড়াবার চেষ্টা করো তবে আমরা প্রত্যেককে আসল ঘটনাটা খুলে বলবো। এবং তখন সবাই তোমাকে দেখে হাসা-হাসি করবে।

না, আমি কাউকে বলবো না—বললো কার্লি। লেনির দিকে দৃষ্টি পড়ার সম্ভাবনা সে কোন রকমে এড়িয়ে গেলো।

বাইরে থেকে ঘোড়ার গাড়ির চাকার আওয়াজ ভেসে এলো।

স্লিম এবার কার্লির হাত ধরে দাঁড় করলো। বললো—চলো এখন। কার্লসন তোমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবে। তারপর কার্লির হাত ধরে স্লিম তাকে দরজা পেরিয়ে গাড়িতে তুলে দিতেও সাহায্য করলো।

গাড়ির চলে যাওয়ার আওয়াজ এক সময় মিলিয়ে গেলো।

এক মুহূর্ত পরেই বাসা-ঘরে ফিরে এলো স্লিম। তাকালো লেনির দিকে। তখনও লেনি আতঙ্কিত মনে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

স্লিম তাকে বললো—দেখি, তোমার হাত দু'খানা!

অমনিভাবে দাঁড়িয়েই হাত দু'খানা বাড়িয়ে ধরলো।

হায় সর্ব-শক্তিমান যীশু! তোমার মাথা বিগড়ে দেওয়ার কথা আমি কখনো ভাববো না, বাপু—বললো স্লিম।

জর্জ ওদের কাছে এগিয়ে এলো। সে বোঝাতে চাইলো—লেনি ক্ষেপে গিয়েছিলো। সে বুঝতে পারেনি সে কি করছে। তোমাকে তো বলেছি, কেউ যেন ওর সাথে কোন-দিন লড়াই করতে না যায়। না। মনে হচ্ছে আমি একথা ক্যাণ্ডিকে বলেছিলাম।

গভীর শ্রদ্ধার সাথে মাথা নাড়লো ক্যাণ্ডি। বললো—হাঁ, ঠিক একথাই তুমি আমাকে বলেছিলে। আজই সকালে তোমার বন্ধুকে দেখে চটে গিয়েছিলো কার্লি, তখন তুমি বলেছিলে—নিজের ভাল যদি চায় তবে কার্লি যেন লেনির পিছনে না লাগে।

এবার লেনির দিকে ঘুরে দাঁড়ালো জর্জ।

এ ঘটনা তোর দোষে ঘটে নি—বললো জর্জ কাজেই তোর মাথা গরম করার দরকার নেই। আর দুঃখও করিস নে। আমি যা বলেছিলাম তাই তো তুই করেছিস। এবার তুই স্নানের ঘরে গিয়ে হাত-মুখ পরিষ্কার করে ধুয়ে আয়, লেনি। তোকে জঘন্য নরক দেখাচ্ছে।

লেনির থেঁৎলে-যাওয়া মুখে বড় করুণ-হাসি ফুটলো।

আমি তো কোন বিবাদ করতে চাই নি, বললো লেনি। তারপর দরজার দিকে পা বাড়ালো এবং দরজার একেবারে কাছাকাছি পেঁছিবার আগেই পিছনে ঘুরে বললো—জর্জ?

কি চাস তুই?

আমি কি এখনও খরগোসদের পুষতে পারবো, জর্জ ?
নিশ্চয় । তুই তো কোন অন্যায় কাজ করিস নি ।
আমি কোন ক্ষতি করতে চাই নি, জর্জ ।
ঠিক আছে । এসব ভাবনা এখন ছেড়ে দে । হাত-মুখ ধুয়ে আয় ।

আস্তাবলের নিগ্রো-নোকর ক্রুকসের খাটিয়া পাতা ঘোড়ার সাজ-সরঞ্জাম রাখার ঘরে । খামারের দেওয়াল থেকে ঝোঁকানো একখানা চালার নীচে বানানো হয়েছে এই আস্তানা । এক চিলতে এই ঘরখানার একদিকের দেওয়ালে চার পাল্লার একটা চৌকো জানলা—অন্যদিকের দেওয়ালে সরু এক-পাল্লার দরজা । খামারের দিকে দরজাটায় ঢোকার মুখ । একটা লম্বা খড়-বোঝাই বাক্স হচ্ছে ক্রুকসের শোওয়ার খাটিয়া—তার কম্বলখানা তার উপর বিছানো । জানলার ধারে দেওয়ালের গায়ে বসানো বড় বড় গজাল—তাতে ভাঙা ঘোড়ার সাজ সারইয়ের পর ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে । কয়েকটা গজালে ঝোলানো নতুন চামড়ার লম্বা লম্বা ফিতে । আর জানলাটার ঠিক নীচেই পাতো একখানা ছোট কাঠের বেঞ্চি । তার উপর সাজানো চামড়ার কাজের নানা যন্ত্রপাতি—বাঁকানো কতকগুলো নানা আকারের ছুরি আর সেলাইয়ের ছোট-বড় ছুঁচ আর সুতোর গুলি । আর রয়েছে হাতে চালানো একটা পেরেক-বসানোর যন্ত্র । গজালগুলোতে আরও টাঙানো ঘোড়ার সাজের অংশগুলো—ঘোড়ার গলার গোছা-গোছা লোম, চামড়ায় ঢাকা শিকলের ছেঁড়া টুকরো । খাটিয়ার উপর ক্রুকস্ রেখেছিলো তরে আপেল কাঠের বাক্সটা—তার মধ্যে সারি সারি ওষুধের বোতল—এগুলোতে রয়েছে তার নিজের এবং ঘোড়ার ওষুধ । রয়েছে এক টিন গাড়ি ধোয়ার সাবান এবং আলকাতরার তোবড়ানো টিন, কানায় আটকানো একটা মোটা তুলি । আর ছড়ানো তার নিজের অজস্র টুকিটাকি জিনিস-পত্তর—ক্রুকস্ এ ঘরে একাই থাকে তাই তার জিনিস-পত্তর মেঝের ছড়ানো থাকলেও কোন ক্ষতি হয় না । এবং যেহেতু সে আস্তাবল দেখা-শুনা করার নোকর, তার ওপর পঙ্গু—তাই এখানে তার নোকরি অন্যান্য মজুরদের চেয়ে পাকা । এবং কাজেই পিঠে বহন করতে পারে যা তার চেয়েও বেশি জিনিস-পত্তর সে সংগ্রহ করেছে—জমা করে রেখেছে ।

ক্রুকসের অনেক জোড়া জুতো আছে—আছে এক জোড়া রবারের বুট জুতো, একটা বড় এ্যালর্ম ঘড়ি এবং একটা এক-নলা শট্ গান । তার কাছে অনেকগুলো পুস্তকও রয়েছে । একখানা ছেঁড়া-খোড়া অভিধান আর একখানা বহু-ব্যবহৃত প্রায়-বিনষ্ট ক্যালিফোর্নিয়ার ১৯০৫ সালের অসামরিক আইনের পুস্তক আছে । তার খাটিয়ার মাথার দিকে একটা বিশেষ তাকে রয়েছে খান কয়েক ছেঁড়া পত্র-পত্রিকা আর কিছু

অশ্লীল কেতাব। খাটিয়ার উপর দেওয়ালের গায়ে বসানো পেরেকে ঝুলছে বিশাল সোনালী ফ্রেমের এক প্রস্থ চশমা।

এই ঘরখানা ধোয়া-মোছা তক্‌তকে। ক্রুকস্‌ নিজে একটি অহঙ্কারী ছোকরা আর দলছুট্‌। কারো সাথেই মিশতে চায় না। সে নিজেকে অন্যদের কাছ থেকে দূরে রাখতে চায় এবং অন্যরাও যেন তাই করে। বক্র মেরুদণ্ডের জন্য তার দেহ বাঁ দিকে বাঁকানো। চোখ দুটো কোটরের গভীরে প্রোথিত।' এবং এমনিভাবে গভীরে প্রোথিত বলে মনে হয় যেন দু'চক্ষুর দীপ্তি এত প্রখর। তার লম্বাটে মুখখানা অজস্র গভীর কালো কালো বলিরেখায় ভরা। আর তার মুখমণ্ডলের চেয়ে ক্ষীণতর অধর দুটি যেন যন্ত্রণায় দৃঢ় আবদ্ধ।

আজ শনিবার রাত।

খামার-মুখো খোলা দরজা দিয়ে চলমান অস্থির ঘোড়াগুলোর খুরের আওয়াজ ভেসে আসছে—কখনও বা ঘোড়াগুলো পা ঠুকছে, আবার বা সশব্দে ঘাস চিবোচ্ছে, কিংবা বন্ধন শিকলটা ঝন্‌ঝন্‌ করে বেজে উঠছে। আস্তাবলের নোকরের আস্তানায় জ্বলছে একটা বৈদ্যুতিক বাতি—হলদেটে আলোর বৃত্ত ছড়িয়ে পড়েছে ভিতরটায়।

ক্রুকস্‌ বসেছিলো তার খাটিয়ায়। তার পরনের জামাটা পিঠের দিকটায় জিনের প্যান্টের বাঁধন থেকে খোলা। এক হাতে মালিশের একটা বোতল নিয়ে অন্য হাতে মেরুদণ্ডের উপর মালিশ ঘসছে। মাঝে মাঝে গোলাপী হাতে দু'চার ফোঁটা মালিশ ঢেলে নিয়ে হাতখানা জামার ভিতর দিয়ে ঢুকিয়ে পিঠে মালিশ লাগাচ্ছে। মাংসপেশীর জোরালো চাপ তার পিঠে পড়ছে আর সঙ্গে সঙ্গে তার সারা দেহ কেঁপে কেঁপে উঠছে।

লেনি নিঃশব্দে খোলা দরজার মুখে এসে দাঁড়ালো এবং সেখানে দাঁড়িয়েই সে ঘরের ভিতরটা নিরীক্ষণ করছিলো—তার চওড়া কাঁধ দরজার দু'ধারের চৌকাঠ স্পর্শ করেছে—খোলা দরজাটা যেন বন্ধ হয়ে গেছে।

এক মুহূর্তের জন্য ক্রুকস্‌ তাকে দেখতে পায় নি—কিন্তু মুখ তুলতে তাকে দেখতে পেলো। তার দেহ কঠিন হয়ে উঠলো এবং তার মুখে ফুটে উঠলো ঘৃণার অভিব্যক্তি। জামার তলা থেকে সে হাত বার করলো।

বন্ধুত্ব করার ইচ্ছায় লেনির মুখে অসহায় হাসির ঝিলিক দেখা দিলো।

ক্রুকস্‌ তীব্রকণ্ঠে বললো—আমার ঘরে ঢোকার তোমার কোন অধিকার নেই। এখানে এটা আমার নিজস্ব ঘর। আমি ছাড়া এখানে আর কারো ঢোকার অধিকার নেই।

লেনি ঘাবড়ে গেলো। তার মুখের হাসি আরো করুণ হলো। আমি কোন কিছু করছি না—বললো সে—শুধু আমার কুকুর বাচ্চাটাকে খুঁজতে এসেছি। তোমার ঘরে আলো জ্বলতে দেখলাম তাই। সে আমতা আমতা করে বোঝাতে চাইলো।

ঠিক আছে, কিন্তু আমার ঘরে আলো জ্বালার অধিকার আমার আছে। তুমি

আমার ঘর থেকে বেরিয়ে যাও। ওখানে বাসা-ঘরে আমাকে কেউ ঢুকতে দিতে চায় না, আর আমিও তোমাকে আমার ঘরে ঢুকতে দিতে চাই না।

কেন তুমি চাও না ? লেনি জানতে চাইলো।

কারণ আমি কৃষ্ণাঙ্গ, নিগ্রো। ওরা ওখানে বসে তাস খেলে, কিন্তু আমি তাস খেলতে পাই না, কেন না আমি কৃষ্ণাঙ্গ। ওরা বলে আমার গায়ে গন্ধ। ঠিক আছে, আমিও বলছি তোমাদের সকলের গা থেকেই গন্ধ বেরোয়। আমার নাকে লাগে।

লেনি দারুণ হতাশভাবে তার বিশাল হাত দু'খানা দোলালো।

প্রত্যেকেই শহরে চলে গেছে—বললো লেনি—স্লিম আর জর্জ এবং প্রত্যেকে। জর্জ বলে গেছে আমাকে এখানে থাকতে। কোনরকম ফ্যাসাদে জড়িয়ে পড়তে মানা করেছে। নজরে পড়লো তোমার ঘরের আলোটা।

ঠিক আছে, কি চাও তুমি ?

কিছু না। তোমার ঘরে আলো দেখলাম। তাই ভাবলাম এখানে একটু বসতে পারি।

লেনির দিকে অবাক নয়নে তাকালো ক্রুকস্। তারপর পিছনে হটে গিয়ে তার চশমা জোড়া নিয়ে গোলাপি কানে আটকালো এবং আবার তাকালো।

জানি না এ সময় তুমি খামারে ঢুকে কি করছো—অভিযোগের সুর ক্রুকসের কণ্ঠে—তুমি তো ঘোড়ার গাড়ি চালাও না। কোন ফসল ঝাড়াই বাছাইয়ের মজুরের এ সময় একেবারেই খামারে ঢোকার কথা নয়। তুমি গাড়ি চালাও না। তাই ঘোড়া নিয়ে তোমার মাথা ব্যথা থাকার কথা নয়।

কুকুর বাচ্চা—আবার বললো লেনি—আমি আমার কুকুর বাচ্চাটা খুঁজতে এসেছি।

ঠিক আছে, তাহলে তোমার কুকুর বাচ্চাটা খুঁজে দেখো। যেখানে তোমায় কেউ চায় না সেখানে এসো না।

লেনির মুখের হাসি মিলিয়ে গেলো। সে ঘরের মধ্যে এক পা এগিয়ে এলো। তারপর মনে পড়তেই পিছিয়ে গেলো দরজার দিকে। বললো—বাচ্চাগুলোকে একটু দেখে এসেছি। কিন্তু স্লিম বলেছে ওগুলো আমার বেশি আদর করা উচিৎ নয়।

ক্রুকস্ বললো—তুমি তো প্রায়ই বাচ্চাগুলোকে বাসা থেকে বাইরে বার করে আনো, ঘাঁটাঘাটি করো। অবাক হয়ে ভাবি, কুত্তিটা তো এখনো বাচ্চাগুলোকে বাইরে আনে না। তুমি কি করে আনছো ?

ওহো, কুত্তিটা এ নিয়ে গ্রাহ্য করে না। আমাকে আনতে দেয়। বলতে বলতে লেনি আবার ঘরের মধ্যে এগিয়ে এলো।

ক্রুকস্ ধমক দিলো, কিন্তু লেনির মুখের নিরীহ হাসি তাকে পরাস্ত করলো।

এসো, ভেতরে এসে একটু বসো, বললো ক্রুকস্—তুমি যখন বেরিয়ে যাবে না আর আমাকে একা থাকতে দেবে না, তখন এখানে বসে যাও খানিকক্ষণ। তার কণ্ঠস্বর এখন কিছুটা বন্ধুত্বভাবাপন্ন।

শুধালো ক্রুকস্—সব ছোকরাই শহরে চলে গেছে, তাই না ?

বুড়ো ক্যান্ডি ছাড়া সবাই গেছে। সে তার খাটিয়াতে বসে পেন্সিল কেটে ছুঁচলো করছে আর হিসাব লিখছে।

ক্রুকস্ তার চশমা-জোড়া ঠিক করে নিলো—হিসাব লিখছে ? কিসের হিসাব লিখছে ক্যান্ডি ?

লেনি প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো—খরগোসদের সম্বন্ধে।

তুমি একটা আস্ত পাগল—বললো ক্রুকস্—বাঁশের খোঁটার মতন বুদ্ধি-টুদ্ধি নেই তোমার। কি সব খরগোসদের কথা বলছো ?

আমরা খরগোস পুষবো। আমিই সেগুলোর দেখ-ভাল করবো—ঘাস কেটে আনবো, খরগোসগুলোকে জল খাওয়াবো, এমনি আরো অনেক কাজ করবো।

একেবারে আস্ত পাগল—বললো ক্রুকস্—তোমাকে এখানে রেখে তারা যে চোখের আড়ালে চলে গেছে লোকগুলো, তার জন্যে আমি তাদের একটুও দুষছি না।

লেনি শান্তভাবে বললো—মিথ্যে কথা নয়। আমরা একাজ করতে চাইছি। এক খণ্ড জমি কিনে আমরা সেখানে ঘর বাঁধবো। জমিতে চাষ করবো।

ক্রুকস্ এখন তার খাটিয়ার উপর আরাম করে বসলো।

বসো এখানে—বসবার জন্য সে লেনিকে ডাকলো—ওই পেরেকের বাক্সটায় বসো।

ক্ষুদে পিপেটার ওপর লেনি কুঁজো হয়ে বসলো।

তুমি ভাবছো, আমি মিথ্যে কথা বলছি—বললো লেনি—কিন্তু এটা মিথ্যে নয়। এর প্রত্যেকটা কথাই সত্যি। তুমি জর্জকেও জিজ্ঞেস করতে পারো।

ক্রুকস্ তার কালো মুখমণ্ডলের ভার রেখেছিলো লালচে হাতের চেটোর ওপর। তেমনিভাবে বসে শুধালো—তুমি জর্জের সাথে চারধারে ঘুরে বেড়াও, তাই না ?

নিশ্চয়। আমি আর সে একসাথে প্রত্যেক জায়গায় যাই।

ক্রুকস্ আবার বলতে লাগলো—মাঝে মাঝে সে কথা বলে, কিন্তু কি যে মাথা-মুণ্ডু বলে তা তুমি বুঝতেই পারবে না, কেউ পারেও না। এবং ঘটনাটা তাই না ? সে একটু ঝুঁকে তাকালো এবং তার কোটরগত দু'চোখের তীব্র দৃষ্টিতে লেনিকে বিদ্ধ করতে করতে শুধালো—তাই না ঘটনাটা ?

হাঁ...মাঝে মাঝে।

এই যে এখন যা তুমি বলছো, তুমি নিজেই এ সবের মাথা-মুণ্ডু কিছু বোঝ না, তাই না ?

হাঁ...মাঝে মাঝে। কিন্তু সব সময় নয়।

খাটিয়ায় বসে আরো সামনে ঝুঁকে পড়লো ক্রুকস্।

আমি দক্ষিণী নিগ্রো নই—বললো ক্রুকস্—আমি এই কালিফোর্নিয়াতেই জন্মেছি। আমার বাবার দশ একর জমিতে মুরগীর খোঁয়াড় ছিলো। শ্বেতাঙ্গ শিশুরা আমাদের জমিতে খেলা করতে আসতো। আমিও খেলা করতাম ওদের সঙ্গে। খুব ভাল ছিলো

ওদের মধ্যে কেউ কেউ। আমার বাবা কিন্তু এসব খেলাধুলো ভাল নজরে দেখতো না। এখন আমি তার কারণ বুঝতে পারছি যদিও বাবা তখন কেন এসব পছন্দ করতো না তা কোনদিন আমি বুঝি নি। দ্বিধান্বিত মনে থামলো ক্রুকস, এবং যখন আবার সে বলতে সুরু করলো তখন তার কণ্ঠস্বর অনেকটা শান্ত হয়েছে—সেখানে মাইল খানেকের মধ্যে আর কোন কৃষ্ণাঙ্গ পরিবারের বাস ছিলো না। এবং এখন এই খামারেও আর একজনও কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষ নেই। শুধু সালিদাদে রয়েছে একটিমাত্র কৃষ্ণাঙ্গ পরিবার। হাসলো ক্রুকস্। বললো আবার—যা আমি বলছি এখন তা একজন নিগ্রোর কথা বলে মনে রেখো।

লেনি শুধালো—আচ্ছা, কুকুর বাচ্চাগুলোর বড় হতে আর কতদিন লাগবে বলে তুমি মনে করো যাতে আমি ওদের নিয়ে একটু আদর করতে পারি?

ক্রুকস্ আবার হাসলো।

দেখো, কোন লোক যখন তোমার সাথে কথা বলবে তখন তুমি তাকে বাধা দিয়ে কপ্চাবে না। কয়েক সপ্তাহ গেলে কুকুর বাচ্চাগুলো বড়ো হয়ে যাবে, আদর করার উপযুক্ত হবে। জর্জ জানে, সে কি বলছে। শুধু কথা বলে আর তুমি তার এক চিলতেও বুঝতে পারো না। এবার ক্রুকস উত্তেজিতভাবে খাটিয়ার একেবারে ধারে সরে এলো—এটা শুধু একজন নিগ্রো-ছোকরা একটা কুঁজো-পিঠ্ নিগ্রো কপ্চাচ্ছে। কাজেই এর কোন অর্থ নেই, বুঝেছো? কোনভাবেই তুমি এসব কথা মনে রেখো না। বার বার আমি এমন ব্যাপার ঘটতে দেখেছি—একটা ছোকরা আর একটা ছোকরাকে কিছু বললো এবং পরের ছোকরাটি যদি আগের ছোকরাটির কোনো কথা না শোনে, না বোঝার চেষ্টা করে তবে কিছুই এসে যায় না। ব্যাপারটা হচ্ছে, তারা শুধু কথা বলছে, অথবা নিথর দেহে বসে আছে, কোন কথাই নেই তাদের মুখে।

তার উত্তেজনা ক্রমশঃ বাড়ছে। হাত দিয়ে সশব্দে হাঁটু চাপড়ে ক্রুকস্ আবার বলতে লাগলো—জর্জ তোমাকে অনেক ধরনের গোলমেলে কথা বলে থাকতে পারে, কিন্তু তাতে কিছুই এসে যায় না, এটা তার শুধু কথার কথা। কেবল অন্য এক ছোকরার সাথে বাক্যালাপ। ব্যস! এটুকুই বলছি।

থামলো ক্রুকস্।

তার কণ্ঠস্বর মৃদু এবং প্ররোচনা-মূলক হয়ে উঠলো—ধরো, জর্জ আর এলো না। ধরো, সে বিষের গুঁড়ো খেলো আর তার জ্ঞান ফিরে এলো না। তখন তুমি কি করবে?

ক্রুকসের কথাগুলো ধীরে ধীরে লেনির মগজে ঢুকছিলো। তাই লেনি জানতে চাইলো—কি বলছো?

বলছি, ধরো জর্জ আজ রাতে তো শহরে গিয়েছে, এরপর আর কোনদিন তুমি তার খবর পেলে না—ক্রুকস যেন তার নিজস্ব কোন জয়ের কাহিনী বলতে চায় এমনিভাবে বললো কথাগুলো।

তারপর আবার বললো—ঠিক এই কথাটাই ধরে নাও।

এমন কাজ সে কখ্‌খনো করবে না। লেনি চেঁচিয়ে বললো—জর্জ এমন কাজ করতেই পারে না। বহুদিন ধরেই তো রয়েছি জর্জের সাথে। আজ রাতেই সে ফিরে আসবে। কিন্তু মুখে কথাগুলো বললেও মনে সন্দেহের বীজ বিঁধেছে। সন্দেহটা তার কাছে বড় তীব্র। তাই শুধালো—তোমার কি মনে হয় না সে ফিরবে?

এমন. একটা মানসিক যন্ত্রণা সৃষ্টি করতে পারার জন্য ক্রুকসের মুখমণ্ডলে আনন্দের আভা ফুটলো। নিজের শান্ত ভাবটুকু বজায় রেখে সে বলতে লাগলো—কোন ছোকরা কি করবে, কি তার মনের কথা তা অন্য কেউ বলতে পারে না। আমরা ধরে নিলাম সে নিজে ফিরে আসতে চায় কিন্তু ফিরে আসতে পারলো না। ধরো সে পথে খুন হলো কিংবা আহত হলো তাহলে সে ফিরে আসতে পারবে না।

কথাটা ভালভাবে বোঝার জন্য লেনির মন লড়াই করছিলো।

সে তাই এক সময় ফের বললো—জর্জ এ রকম কোন কিছু করবে না। কেন না জর্জ খুব সাবধানী। সে আহতও হবে না। সে খুব সতর্ক থাকে তাই কোন দিন আহত হয় নি।

ঠিক আছে, কেবল মনে করো সে আর ফিরে এলো না তখন তুমি কি করবে?

একটা আশঙ্কায় লেনির মুখমণ্ডল কুঁচকে গেলো।

জানি না। বলো, তুমি নিজে কি করতে? চেঁচিয়ে বললো লেনি—তোমার কথা ঠিক নয়। জর্জ আহত হয় নি।

ক্রুকস্ তার উপর ফুঁসে উঠলো। তুই কি চাস কি ঘটবে তা আমি তোকে বলি? ওরা তোকে পাখি ধরার ফাঁদের কাছে নিয়ে যাবে। বাঁধবে একটা খোঁটার সাথে। ঠিক একটা কুকুরের মতন।

সহসা লেনির চোখদুটো কেন্দ্রায়িত হলো। সে এখন শান্ত। তার মধ্যে এক-ধরনের ক্ষ্যাপামি গজিয়ে উঠেছে। উঠে দাঁড়ালো লেনি। বিপজ্জনক ভাবে পা বাড়ালো ক্রুকসের দিকে। জানতে চাইলো—কে মেরেছে জর্জকে?

ক্রুকস্ দেখলো এক অশনি-সংকেত—পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে তার দিকে। ওর নাগাল থেকে পালাবার জন্য সে খাটিয়ার উপর পিছিয়ে গেলো। আমি এটা শুধু ধরে নিতে বলছিলাম তোমাকে—জবাব দিলো সে—জর্জ আহত হয় নি। সে ভালই আছে। সে সুস্থ দেহে ফিরে আসবে।

লেনি একেবারে তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। কর্কশ-কণ্ঠে শুধালো—কিসের জন্য মনে করেছিলে? তাহলে কেউ জর্জকে আঘাত করছে না ধরা যেতে পারে।

ক্রুকস্ তার চশমা-জোড়া খুললো এবং আঙুল দিয়ে মুছলো চোখ-দুটো। তারপর সে বললো—একটু বসো। জর্জ আহত হয় নি।

লেনি পিছিয়ে গিয়ে আবার পেরেকের পিপেটার উপর বসলো।

আর যেন কেউ জর্জকে আঘাত করার কথা না বলে—গর্জে উঠলো লেনি।

শান্ত-কণ্ঠে বলতে লাগলো ক্রুকস্—হয় ত এখন তুমি বুঝতে পারছো। জর্জকে তুমি সাথী হিসেবে পেয়েছো। তাই তুমি জানো যে, সে ফিরে আসছেই। ধরো তোমার যদি কোন সঙ্গী-সাথী না থাকতো, ধরো তুমি বাসা-ঘরে ঢুকতে না পারতে এবং কৃষ্ণাঙ্গ বলে বাজি রেখে একটু তাস খেলার সুযোগ না পেতে—তাহলে সে-অবস্থা তোমার কেমন লাগতো? ধরো, তোমাকে যদি এখানে বসে থাকতে হতো এবং বসে বসে বই পড়তে হতো। নিশ্চয় তুমিও চাইতে অন্ধকার না হওয়া পর্যন্ত ঘোড়ার খুর ছুঁড়ে খেলা করতে—কিন্তু তার বদলে তখনও তোমায় বই পড়তে হ'তো। বইগুলো কোন ভাল কাজের নয়। মানুষ চায় মানুষের সঙ্গ—চায় তার কাছাকাছি পেঁছিতে। অভিযোগের সুর তার কণ্ঠে—যে কোন মানুষ-ই আর এক জনকে অন্তরঙ্গ হিসাবে না পেলে পাগল হয়ে যায়। সে যে কি তা সে আর বুঝতে পারে না, কোন পার্থক্য আর ধরা পড়ে না অথচ হয়ত সে তোমার সাথে বহুদিন ধরে রয়েছে। কথাটা আমি বলছি। বেশ জোরালো কণ্ঠে সে আবার বললো—মানুষ একাকী থাকলে অসুস্থ হয়ে পড়ে।

জর্জ না ফিরে এসে পারবে না। যেন ভয়ার্ত-কণ্ঠে নিজের মনকে প্রবোধ দেওয়ার জন্য, সুনিশ্চিত করার জন্য আওড়ালো লেনি—হয় তো এর মধ্যে জর্জ ফিরেও এসেছে বরং আমার এখন গিয়ে দেখাই ভাল।

ক্রুকস্ বললো—দ্যাখো, তোমাকে আমি ভয় দেখবার জন্য এসব কথা বলি নি। আমি আমার নিজের সম্বন্ধে বলছিলাম। রাতের বেলা কোন একটি ছোকরা এখানে এই ঘর খানার মধ্যে একাকী বসে থাকে। হয়ত সে বই পড়ে কিংবা চিন্তা করে এটা কি এবং এটা কি নয় তা ভেবে ভেবে সে ঠিক করতে পারে না। হয় তো মাঝে মাঝে সে কিছু একটা দেখতে পায় কিন্তু সেটা ভাল কি মন্দ তা সে জানতে পারে না, বুঝতেও পারে না। সে অন্য কোন ছোকরার দিকে ঘুরে শুধাতেও পারে না যে, সে-ও এটা দেখতে পাচ্ছে কি না। সে বলতে পারে না। পরিমাপ করার তার কিছুই নেই।

বারেকের জন্য থামলো ক্রুকস্।

তারপর আবার বলতে লাগলো—এখানে নানা বস্তু আমার নজরে পড়ে। আমি তো মদ খেয়ে মাতাল হই না। আমি ঘুমিয়ে পড়ি কি না। যদি আর কোন ছোকরা আমার সাথে থাকতো তাহলে সে আমায় বলতে পারতো যে, আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। তাহলে সেটা ঠিক হতো। কিন্তু আমি স্রেফ কিছুই জানি নে। ক্রুকস্ এখন ঘরের অন্য দিকে তাকিয়ে আছে তাকিয়ে আছে জানালার দিকে।

লেনি বেদনার্ত মনে বললো—জর্জ চলে যাবে না এবং যাবে না আমাকে ছেড়ে। জানি, জর্জ কোন দিন এ কাজ করবে না।

আস্তাবলের নোকর-ছোকরা স্বপ্নালু কণ্ঠে বলতে লাগলো—আমার মনে পড়ছে ছোট বেলায় আমি থাকতাম আমার বাবার মুরগীর খামারে। দুটো ভাই ছিলো

আমার। তারা সব সময় আমার কাছেই থাকতো। যেখানে আমি সেখানেই তারাও। একই ঘরে একই বিছানায় আমরা তিনভাই পাশাপাশি ঘুমোতাম। একটা জমিতে ছিলো গোলাপ-জামের গাছ আর একটা জমিতে জন্মাতো লম্বা লম্বা ঘাস। যেদিন সকালে ঝক্‌ঝকে রোদ উঠতো সেদিন মুরগীগুলোকে ঘাসের জমিতে চরাতে নিয়ে যেতাম। আমার ভাইরা বেড়ার উপর বসে ওদের দিকে তাকিয়ে থাকতো—ওগুলো ছিলো শাদা শাদা মুরগীর ছানা।

ওর কথা শুনতে শুনতে এক সময় লেনির মনেও কৌতূহল জন্মালো। বললো—জানো, জর্জ বলেছে-খরগোসগুলোর জন্যে আমাদেরও ঘাসের জমি থাকবে।

কি খরগোসের কথা বলছো ?

আমাদেরও খরগোস থাকবে, থাকবে জাম-জামরুলের গাছ।

তুমি একটা আস্ত পাগল।

আমাদেরও থাকবে। তুমি জর্জকে জিজ্ঞেস করে দেখো।

তোমরা পাগল। ক্রুকসের কণ্ঠস্বর বিদ্বেষপূর্ণ—শত শত লোককে আমি পথ দিয়ে আসতে দেখেছি এবং দেখেছি খামারগুলোতে—পিঠে ঝোলানো জিনিষ-পত্তরের বাণ্ডিল আর কাজে এধরনের ভাবনা। সংখ্যা তাদের শত শত। তারা আসে আবার ছেড়েও চলে যায়। আর প্রত্যেকটা ছোকরার মাথায় কল্পনা ঘোরে এক টুকরো জমি পাওয়ার আশা। আমি এখানে অনেক বই-পত্তর পড়ি। কেউ কখনও স্বর্গে যায় আর পায় না কোন দিন এক খণ্ড জমি। এটা শুধু তাদের মগজের একটা কল্পনা—একটা খোয়াব। তারা সব সময় এই এক টুকরো জমি নিয়ে কল্পনার জাল বোনে, আশার কথাটা মুখ ফুটে বলাবলি করে—তবু খোয়াবটা ওদের মগজেই থেকে যায়।

সহসা কথাবন্ধ করে খোলা দরজাটার বাহিরে নজর ছাড়িয়ে দিলো ক্রুকস্।

ঘোড়াগুলো অস্থির হয়ে পা ছুঁড়ছে, নড়া-চড়া করছে—তাদের গলার শিকলটায় টান পড়ায় ঝন্-ঝন্ আওয়াজ জাগছে। একটা ঘোড়া আবার হ্রেষা-ধ্বনি করলো।

মনে হচ্ছে, বাইরে কেউ এসেছে, বললো ক্রুকস্—বোধ হয় স্লিম। রাতের বেলা দু-তিনবার এখানে আসে স্লিম। ওস্তাদ আর সত্যিকারের ভাল কোচোয়ান। নিজের গাড়ীর ঘোড়াগুলো দেখতে আসে তাই।

ব্যথায় শরীর টন্‌টন্ তবু নিজে খাড়া হয়ে দাঁড়ালো ক্রুকস্। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলো খোলার দরজার দিকে। হাঁকলো—তুমি না-কি, স্লিম ?

জবাব দিলো ক্যাণ্ডির কণ্ঠস্বর—স্লিম তো শহরে গেছে। লেনিকে দেখেছো ?

ওহো, তুমি কি মুটকো ছোকরাটার কথা বলছো ?

হাঁ। এধারে কোথাও কি তাকে নজরে পড়েছে ?

ও এখানে রয়েছে—সংক্ষেপে জবাব দিলো ক্রুকস্। তারপর আবার নিজের খাটিয়ায় ফিরে এসে শুয়ে পড়লো।

দরজার মুখে এসে দাঁড়ালো ক্যাণ্ডি। নুলো হাতখানা চুলকোচ্ছে। চোখ

পিট্ পিট্ করে তাকিয়ে দেখছে আলোয় উদ্ভাসিত ঘরখানা। ভিতরে ঢোকবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করছে না। বললো—তোমাকে কি বললাম, লেনি। আমি খরগোসদের নিয়ে হিসেবে কষছি।

বিরক্তিতে বলে উঠলে ক্রুকস্—মন চাইলে তুমি ভিতরে আসতে পারো।

মনে হলো ক্যান্ডি লজ্জায় পড়েছে। বললো—তা আমি জানি। অবশ্য তুমি যদি আমায় ঘরের মধ্যে ঢুকতে বলো, তবে।

এসো, ভিতরে এসো। আর প্রত্যেকেই যদি আসতে পারে, তবে তুমিও তাদের মতন পারো—নিজের মনের বিদ্বেষ আনন্দের বহিপ্রকাশের মধ্যে লুকোতে ক্রুকসের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়লো।

ক্যান্ডি ঘরের ভিতরে ঢুকলো ঠিকই, কিন্তু তখনও সে লজ্জিত।

তোমার এই ঘরখানা তো বড় আরামের—ক্রুকসকে বললো ক্যান্ডি—এমনি ভাবে সম্পূর্ণ নিজের দখলে একখানা ঘর পাওয়া খুবই সুন্দর ব্যাপার।

নিশ্চয়, বললো ক্রুকস্—এবং জানালার ধারে থাকে একটা সারের গাদা। আর নিশ্চয় সেটা পচে ফুলে উঠবে।

ওদের কথার মাঝে বাধা দিয়ে বললো লেনি—তুমি খরগোসদের কথা বলছিলে।

ঘোড়ার গলার সাজগুলো দেওয়ালে বসানো পেরেকে ঝুলছে। তারই ধারে নুলো হাতখানা চুলকোতে চুলকোতে দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে দাঁড়ালো কান্ডি।

আমি এখানে বহুদিন রয়েছি—বললো ক্যান্ডি—তেমনি বহুদিন ধরে রয়েছে এই ক্রুকস্। কিন্তু এই প্রথম আমি ওর ঘরে ঢুকলাম।

ক্রুকস্ বিষণ্ণ-কণ্ঠে বললো—শ্বেতাঙ্গ ছোকরারা কালো লোকদের ঘরে খুব বেশি ঢোকে না। স্লিম ছাড়া এঘরে আর কেউ আসে না। আসে কেবল স্লিম আর খামারের মালিক।

ক্রুকস্ তাড়াতাড়ি বিষয় বদলে কথা পাড়লো—স্লিম একজন ভাল কোচোয়ান। তার মতন এমন একজনও আমার এর আগে চোখে পড়ে নি।

বুড়ো ঝাড়ুদারের দিকে ঝুঁকে পড়ে লেনি জানতে চাইলো—আর সেই খরগোস-গুলোর কথা। তার গলায় জানার জন্য জেদের সুর ধ্বনিত হলো।

হাসলো ক্যান্ডি। বললো—খরগোসগুলোর হিসেব আমি কষে দেখেছি। ঠিক মতন পুষতে পারলে ওগুলোর দরুণও আমরা দু'পয়সা রোজগার করতে পারবো।

কিন্তু আমি ওগুলোর দেখা-শুনো করবো—লেনি বলে উঠলো—জর্জ কথা দিয়েছে আমিই ওগুলোর দেখা-শুনো করবো। সে শপথ করেছে।

নিষ্ঠুরের মতন ওকে বাধা দিয়ে বললো ক্রুকস্—তোমরা ছোকররা নিজেদের মনকে ভুলোচ্ছো। এ ব্যাপার নিয়ে তোমরা যাচ্ছেতাই অনেক খোয়াব দেখতে পারো, নানা কথাও বলতে পারো, কিন্তু কোন দিন এক টুকরো এক টুকরো জমির মালিক হতে পারবে না। যতদিন না এখান থেকে তোমায় কফিন-বাক্সে ভরে নিয়ে যায় তত দিন

তুমি এখানে ঝাড়ুদার হয়েই থাকবে। একেবারে নরক। জানো, আমি অনেক ছোকরাকে দেখেছি। এই লেনি—সপ্তাহ দু' তিনের মধ্যেই এই খামার ছেড়ে চলে যাবে, আবার নামবে রাস্তায়। রাস্তাই হবে তার আস্তানা। মনে হচ্ছে সব ছোকরার মতন ওর মগজেও ঘুরছে জমির খোয়ার।

ক্যান্ডি দারুণ রেগে গিয়ে তার গাল, রগড়াতে রগড়াতে বললো—তুমি একটা জন্ম খচ্চর। আমরা জমি কিনবই, এ কাজ করবই। জর্জ বলেছে আমরা করবই। হাতে আমাদের টাকা-কড়িও আছে।

তাই না-কি ? বললো ক্রুকস্—তা জর্জ এখন কোথায় ? এখন সে শহরে, একটা বেশ্যা-বাড়িতে। ওই সেই জায়গা—ওখানেই তোমাদের সব পয়সা কড়ি সেঁধোবে গিয়ে। হায় ঈশ্বর! বহুবার আমি এমন ঘটনা ঘটতে দেখেছি। মগজে জমি পাওয়ার খোয়াব রয়েছে এমন অনেক ছোকরাকে আমি দেখেছি। কোন দিন তারা হাতে কিছু পায় নি।

ক্যান্ডি এবার চেঁচিয়ে উঠলো—নিশ্চয় তারা সবাই তাই চায়। প্রত্যেকেই চায় ছোট্ট এক টুকরো জমি, তার বেশি নয়। ঠিক এমন এক টুকরো জমি যা' তার নিজের এমন জমি যার উপর সে তার ডেরা বাঁধতে পারবে—যেখান থেকে কেউ তাকে উচ্ছেদ করতে, তাড়াতে পারবে না। এমন কোন একজনকে আমি কখনও দেখতে পাই নি। এ রাজ্যের প্রায় সব ক'টা খামারে আমি শস্য বপনের কাজ করেছি, কিন্তু সে সব শস্যের মালিক আমি নই। এবং যখন ফসল আহরণ করেছি তখন সে-ফসলের মালিক-ও আমি হই নি। তবু আমরা এখনও সেই কাজই করে চলেছি এবং এ ব্যাপারে তোমরা একেবারেই ভুল করো না। জর্জ তো শহরে টাকা-কড়ি নিয়ে ফুর্তি করতে যায় নি। টাকা জমা রয়েছে ব্যাঙ্কে। আমি, লেনি আর জর্জ জোট বেঁধেছি। আমরা নিজেদের থাকার জন্য এক খানা ঘর বানাবো। আমরা পুষবো একটা কুকুর, কয়েকটা খরগোস আর প্রচুর মুরগীর ছানা। আমাদের জমিতে সবুজ শস্যের চারাগুলো মাথা তুলবে, দুলবে, হাওয়ার ঝাপটায়। আর হয় তো থাকবে একটা গাই-গরু কিংবা একটা ছাগলী। থামলো ক্যান্ডি। ভবিষ্যৎ-জীবনের স্বপ্ন-ভরা ছবির কল্পনায় তার মন এখন আবেগে আপ্লুত।

ক্রুকস্ শুধালো—তুমি বলছো তোমরা টাকা-কড়ি জোগাড় করেছো ?

একেবারে খাঁটি কথা। পেয়েছি বেশির ভাগ টাকা-কড়ি। তবে আর অল্প কিছুটা জোগাড় করতে হবে মাসখানেকের মধ্যে সব কিছু হাতে এসে যাবে। এর মধ্যে জর্জ-ও জমি-খণ্ড জোগাড় করে ফেলবে।

ক্রুকস্ পাশ ফিরলো। হাত দিয়ে নিজের মেরুদণ্ডটা টিপতে লাগলো।

সত্যি বলছি এমন কাজ কোন ছোকরাকে আমি কখনও করতে দেখি নি, বললো ক্রুকস—দেখেছি সেই সব প্রায় উন্মত্ত ছোকরাদের, জমির জন্যে তারা একক জীবন যাপন করছে, সঙ্গীহীনতা তাদের জীবনটাকে আকাঙ্ক্ষার আগুনে পোড়াচ্ছে—কিন্তু

যখনই কোন বেশ্যাবাড়িতে গিয়ে ঢুকছে কিংবা জুয়া খেলায় মেতে উঠছে তখনই হাতের সব পয়সা উড়ে যাচ্ছে। ফতুর হয়ে ফিরছে তারা।

ক্রুকস্ থামলো। মনে দ্বিধার তরঙ্গ। একসময় আবার সে বলতে লাগলো—যদি তোমরা ছোকরারা কাজ করার জন্য নিখরচায় একজন মজুর চাও—সে শুধু বেঁচে থাকতে চায়—আমি নিজেই তো সাহায্যের হাত তোমাদের দিকে বাড়িয়ে দিতে রাজী। আমি যদি চাই তবে আমি কাজ করতে পারি না এমন একটা কুত্তির বাচ্চার মতন পঙ্গু আমি নই।

ওহে ছোকরারা তোমরা কেউ কার্লিকে দেখেছো?

ওরা তিনজনই দরজার দিকে ঘুরে তাকালো। দেখলো দাঁড়িয়ে রয়েছে কার্লির বউ। তার মুখ খানা গাঢ় প্রসাধণের রঙে রঞ্জিত। তার অধর-যুগল ঈষৎ বিস্ফারিত। ঘন ঘন শ্বাস টানছে ছাড়ছে—বুঝি সে ছুটতে ছুটতে এসেছে।

কার্লি এখানে আসে নি, ক্যাণ্ডি বিরক্তির সুরে জবাব দিলো।

বউটা দরজার মুখে নিথর দেহে দাঁড়িয়ে রইলো—ওদের দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসছে। এক হাতের নখগুলো অপর হাতের বুড়ো আঙুল আর তর্জনী দিয়ে সামনে ঘষছে। নজর ঘুরছে এক মুখ থেকে আর এক মুখের দিকে।

সব কটা দুবলা লোককে ওরা এখানে ফেলে গেছে। অবশেষে যুবতী বলে উঠলো—ভাবছে আমি যেন জানি না ওরা সব কোথায় গেছে? এমন কি কার্লিটাও গিয়েছে। জানি আমি ওরা সব কোথায় গেছে।

লেনি দেখলো বউটাকে! ভাল লাগালো। মোহিত হলো।

কিন্তু ক্যাণ্ডি আর ক্রুকস্ বউটার নজর এড়াবার জন্য মাথা নোয়ালো।

বললো ক্যাণ্ডি—জানই যখন কার্লি কোথায় গেছে তখন আমাদের কাছে জিজ্ঞাসা করতে এসেছে কেন?

যুবতী বউটা ওদের মনে মনে যাচাই করছিলো। মনে খুশির আমেজ।

বেড়ে মজা! বললো সে—একটা মরদকে যদি পাকড়াতে পারি আর তার সাথে যদি সঙ্গী-সাথী কেউ না থাকে, তাকে নিয়ে তবে সময়টা সুন্দর কাটাতে পারবো। কিন্তু দুটো ছোকরা একসাথে হোক্ তোমরা তাদের সম্পর্কে একটা কথাও বলো না। এটা পাগলামি ছাড়া স্রেফ আর কিছু না! এবার নখ রগড়ানো ছেড়ে সে হাত 'রাখলো নিজের নিতম্বের উপর। বলতে লাগলো—তোমরা সবাই পরস্পরকে হিংসে করো, আর সেটাই আসল কথা। তোমাদের কেউ অন্য কাউকে আক্রমণ করুক দেখবে অন্য সবাই তাকে ছেড়ে কথা কইছে না। বরং খুশি হয়ে মজা মারছে।

বউটা একটু থামতেই এবার ক্রুকস্ বলে উঠলো—এখন তোমার নিজের ঘরে যাওয়াই বরং ভাল। আমরা চাই না কোন একটা ফ্যাসাদ বাঁধুক।

ঠিক আছে, আমি তোমাদের কোনও ফ্যাসাদে ফেলছি না, আর ফ্যাসাদে ফেলতেও চাই না। তোমরা কি ভাবো আমি কারোও সাথে সামান্য সময়ের জন্য কথা বলতে

চাই না ? আর আলাপ-পরিচয় করতেও কি পারি না ? ভাবো কি আমি সারা দিন-রাত ওই বাড়ির মধ্যে খুঁটি হয়ে বসে থাকবো ?

নুলো হাতখানা হাঁটুর উপর রেখে ধীরে ধীরে রগড়াচ্ছিলো ক্যান্ডি। অভিযোগ করার ঢঙে সে বললো—তোমার একটা বিয়ে-করা মরদ রয়েছে। কোনমতেই অন্য ছোকরাদের নিয়ে তুমি র‍্যালা করতে পারো না, পারো না কোন রকম্ ফ্যাসাদ বাধাতে।

যুবতী বউটা এবার জ্বলে উঠলো।

নিশ্চয়, আমার একটা মরদ রয়েছে। তোমরা সবাই তো তাকে দেখেছো। বেশ মোটা-সোটা ছোকরা, তাই না সে ? সব সময় বলে বেড়াচ্ছে যাদের সে পছন্দ করে না তাদের সে কি করতে চায় তাই, আর জানো সে কাউকে পছন্দ করে না। তোমরা কি ভাবো ওই এক চিলতে ঘর খানার মধ্যে সারা দিন বন্দী হয়ে থেকে কার্লির হামবড়াই শুনবো আর তার অক্ষত বাঁ-হাতের ঘুষির আসফালনের সাথে সাথে ডান হাতের আড়াআড়ি মার দেখবো ? জানো ও বলে—এই এক-দুই আর চোখের নিমেষে ডান হাতের একখানা মোক্ষম ঘুষি, ব্যাস্ অপর পক্ষ ধরাশায়ী হবে।

থামলো যুবতী এবং তার মুখের বিষণ্ণ-ভাবটা এখন উপে গেছে। তাকে বেশ আকর্ষণীয় মনে হচ্ছে। সহসা সে শুধালো—আচ্ছা বলো তো কার্লির ডান হাতে কি হয়েছে।

এক ধরনের শরম-লাঞ্ছিত নীরবতা ঘরের মধ্যে ছাড়িয়ে পড়লো।

ক্যান্ডি একবার চোরা চাহনি হানলো লেনির দিকে। কাসলো একবার।

বললো—কেন…কার্লি…তার হাতখানা একটা যন্ত্রের মধ্যে আটকে গিয়েছিলো মালকিনী। ব্যাস! গুঁড়িয়ে গেলো।

মুহূর্তের জন্য ওদের নিরীক্ষণ করলো বউটা। তারপর হাসলো।

বললো—ঠিক আছে। ঠিক আছে! লোকটাকে যখন বাঁচাতে চাইছো তোমরা, বাঁচাও। আমি তার জন্যে মাথা ঘামাই কেন ? তোমরা মরদগুলো তোমরা 'খচ্চরদের মতন নিরীহ ভাল মানুষ। আমাকে কি ভাবো তোমরা—একটা কচিখুকি, ছাগল-ছানা ? তোমাদের বলছি শোনো, আমিও ঢঙ্ দেখাতে জানি। তোমাদের কারো মতনই না। একটা ছোকরা আমাকে বলেছিলো কলসীতে ভরে রাখবে…। রাগে হাঁফাচ্ছিলো যুবতী।

একসময় আবার বলতে লাগলো—এই ধরো আজ শনিবারের রাতের কথা। সব্বাই বাইরে চলে গেছে ফূর্তি লুটতে। প্রত্যেকেই। আর আমি কি করছি ? এখানে দাঁড়িয়ে এক বান্ডিল শুকনো পাট্-কাঠির সাথে বকছি—এদের এক জন নিগ্রো, একজন বোবা বর্বর আর একটা বুড়ো থুড়থুড়ে ভেড়া—আমি এদের সাথে বকে চলেছি কারণ এদের আমি মানুষ বলেই মনে করি না।

লেনি দেখছিলো বউটাকে—তার মুখ আধ-খোলা। ক্রুকসের মধ্যে নিগ্রো-সত্তার ভয়ঙ্কর রক্ষণাত্মক আত্মমর্যাদা-বোধ—সে নীরব। কিন্তু বুড়ো ক্যান্ডির মধ্যে

একটা পরিবর্তন দেখা দিলো। সহসা ক্যাণ্ডি উঠে দাঁড়ালো এবং পেরেক রাখার পিপেটা ধাক্কা মেরে পিছনে ঠেলে ফেললো।

তারপর রেগেমেগে বলতে লাগলো—যথেষ্ট সহ্য করেছি, আর নয়। এখানে তুমি থাকো তা কেউ চায় না। আমরা বলছি তোমাকে আমরা চাই না। আমি বলছি তুমি রসের ঢঙের মেয়েমানুষ, কিন্তু তোমাকে নিয়ে আমরা মরদরা কেউ মাথা ঘামাচ্ছি না, আমরা বরং ভয় পাচ্ছি। তোমার ওই মুরগীর মতন মগজটায় বুঝি একটু বিচার বুদ্ধি নেই তাই বুঝতে পারছো না, আমরা শুকনো পাট-কাঠি নই। ধরো, তুমি আমাদের ফ্যাসাদে ফেলতে চাইছো! ধরো, তুমি আমাদের ফ্যাসাদে জড়িয়ে ফেললে। তুমি ভাবছো আমরা তখন সদর সড়ক ধরে আর একটা এমনি ধরনের শয়তানের ডেরা খামারে পালাবো এমনি একটা কাজের খোঁজে। তুমি জানো না আমাদেরও একটা খামার আছে। আছে মাথা গোঁজবার মতন ঘর। আমরা এখানে আর থাকবো না। আমাদেরও ঘর আছে, মুরগীর ছানা আছে, ফলের গাছ—আর সে জায়গা এর চেয়েও সুন্দর। আর আছে আমাদের মনের মতন বন্ধু-বান্ধব। একটা সময় ছিলো যখন আমরা ফ্যাসাদে ফেসে যেতাম—কিন্তু এখন আর আমরা ফ্যাসাদে পড়বো না। এখন আমাদের নিজেদের জমি আছে, সে-জমির মালিক আমরা এবং আমরা সেখানে চলে যেতে পারি।

কার্লির বউ তাকে উপহাস করে বললো—চালবাজি! তোমাদের মতন অনেক মরদ আমি দেখেছি। তোমাদের যদি দু'টুকরো রুটির সংস্থান থাকতো তাহলে তো তাই দিয়ে তোমরা খিদে মেটাতে, পেট ভরাতে—এমনিভাবে গেলাসের তলানিতে চুমুক দেওয়ার জন্যে পড়ে থাকতে না। তোমাদের মতন মরদদের মুরোদ আমি জানি।

ক্যাণ্ডির সারা মুখখানা রাগে লাল থেকে আরো লাল হয়ে উঠেছিলো, কিন্তু যুবতীর কথা বলা শেষ হওয়ার আগেই সে নিজেকে সংযত করে নিলো। সব অবস্থায় সে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে। তাই শান্ত কণ্ঠে বললো—সব জানি। এখন বোধ হয় গিয়ে তোমার খেলায় মেতে থাকাই ভাল। নিজের চরকায় গিয়ে তেল দাও। তোমাকে আমরা একেবারেই কোন কথা বলতে চাই না। আমাদের কি আছে তা আমরা জানি আর তুমি তা জানো কি জানো না তা নিয়ে আমরা একটুও মাথা ঘামাচ্ছি না। সুতরাং তোমার এখন সরে পড়াই ভাল, কারণ তুমি আমাদের মতন শুকনো পাট কাঠির সাথে খামারের মধ্যে কথা বলছো এটা কার্লির ভাল নাও লাগতে পারে।

বউটা আবার ওদের তিনজনের মুখ একে একে নিরীক্ষণ করলো। ওরা এখন তার কাছা-কাছি সরে এসেছে। অনেকক্ষণ ধরে বউটা লেনির মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো—অবশেষে লজ্জিত হয়ে মুখ নত করলো লেনি।

সহসা কার্লির বউ শুধালো—তোমার ওই ক্ষতচিহ্নগুলো হলো কোথায়?

অপরাধীর মতন মুখ তুলে জবাব দিলো লেনি—কে? আমি?

হাঁ। তুমি।

লেনি সাহায্যের আশায় তাকালো ক্যাণ্ডির দিকে। তারপর নিজের কোলের দিকে নজর নামিয়ে বললো—একটা যন্ত্রে ওর হাত আটকে গুঁড়িয়ে গেছে।

হাসলো কার্লি'র বউ। বললো—ঠিক আছো যন্ত্র। তোমার সাথে পরে কথা বলবো। যন্ত্র আমিও পছন্দ করি।

ক্যাণ্ডি বলে উঠলো—এই ছোকরাদের তুমি ছেড়ে দাও। ওকে নিয়ে কোনরকম গোলমাল পাকাবার চেষ্টা করো না। তুমি যা বললে তা আমি জর্জকে বলে দেবো। তুমি যে লেনিকে ফ্যাসাদে ফেলবে তা জর্জ চায় না।

জর্জ আবার কে? শুধালো যুবতী বউটা—যে ক্ষুদে ছোকরাটার সাথে তুমি এসেছো?

খুশিতে হাসলো লেনি। বললো—সে-ই। সেই ছোকরা, সে আমাকে খরগোস-গুলো পালতে দেবে।

ঠিক আছে, তাই যদি তুমি চাও, আমিও কতকগুলো খরগোস নিজেই জোগাড় করতে পারি।

নিজের খাটিয়া ছেড়ে এবার উঠে দাঁড়ালো ক্রুকস্ এবং বউটার মুখোমুখি হয়ে বললো—যথেষ্ট শুনেছি আর নয়। একজন কৃষ্ণাঙ্গ লোকের ঘরে ঢোকার কোন অধিকার নেই তোমার। এখানে ঘোরাঘুরি করে গোলমাল পাকাবার একেবারেই নেই কোন অধিকার। এবার যাও এখান থেকে সরে পড়ো তাড়াতাড়ি। না যদি যাও তবে মালিককে বলবো তোমাকে যেন কোনদিন খামারে ঢুকতে না দেন।

ঘৃণায় তার দিকে মুখ ফেরালো কার্লি'র বউ।

শোন রে নিগার, বললো বউটা—মুখ না বন্ধ করলে তোর আমি করতে পারি জানিস?

ক্রুকস্ তার দিকে অপলক-দৃষ্টিতে তাকালো। তার মনে গভীর হতাশা। তারপর ধীরে ধীরে নিজের খাটিয়ায় বসলো এবং নিজেকে গুটিয়ে নিলো।

কার্লি'র বউ তার আরো কাছে সরে এলো।

জানিস তোর আমি কি করতে পারি?

মনে হলো যেন ক্রুকস্ কুঁকড়ে আরো ছোট হয়ে গেছে, এবং একেবারে দেওয়ালের গায়ে সেঁটে গেছে। তেমনিভাবে বসে ধীরে ধীরে আওড়ালো—হাঁ, ম্যাডাম।

তাহলে নিজের জায়গাতেই বসে থাক, নিগার। আমি খুব সহজেই তোকে দড়ি দিয়ে বেঁধে গাছের ডালে ঝুলিয়ে রাখতে পারবো। আর সেটা খুব মজার হবে না।

ক্রুকস্ এবার নিজেকে অস্তিত্বহীন করে তুললো। তার মধ্যে আর নেই কোন ব্যক্তিত্ব, নেই কোন মর্যাদা-বোধ—নেই কোন মানসিক শক্তি যার প্রভাবে পছন্দ অথবা অপছন্দের বোধ জাগে মনে। বললো সে—হাঁ, ম্যাডাম। তার কণ্ঠস্বর এখন অস্ফুট।

মুহূর্তের জন্য কার্লি'র বউ তার সামনেই দাঁড়িয়ে রইলো—যেন সে লোকটার

নড়া-চড়া করার অপেক্ষায় ওৎ পেতে রয়েছে আবার তাকে কথার চাবুক হাঁকাবার জন্যে। কিন্তু ক্রুকস্‌ পুরোপুরি নিথর দেহে বসে রইলো। তার দৃষ্টি উদভ্রান্ত—যা কিছুই করুক তার জন্যেই তার উপর আঘাত ঝরে পড়বে—নিষ্ঠুর আঘাত।

অবশেষে কার্লির বউ অন্য দু'জনের দিকে ঘুরে দাঁড়ালো।

বুড়ো ক্যান্ডি যুবতীকে নিরীক্ষণ করছিলো। তার মনে ঘৃণা আর উত্তেজনার চমক। শান্ত কণ্ঠে সে বললো—তুমি যদি তেমন কাজ করতে চেষ্টা করো, আমরা সব বলবো। আমরা বলবো যে, তুমি ক্রুকস্‌কে জড়াতে চাইছো।

বলবে আর উচ্ছন্নে যাবে—চেঁচিয়ে বললো যুবতী—কেউ তোমাদের কথা শুনবে না আর তোমরা তা জানো। কেউ তোমাদের কথায় কান দেবে না।

ক্যান্ডির মন দমে গেলো। না···সে স্বীকার করলো—কেউ আমাদের কথা শুনবে না, বিশ্বাস করবে না।

লেনি আর্তনাদ করে উঠলো—জর্জ যদি এখানে থাকতো। এখন এখানে যদি থাকতো জর্জ।

ক্যান্ডি তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো।

কারো জন্যে ভেবো না—বললো ক্যান্ডি—শুনতে পেয়েছি ছোকরারা ফিরে আসছে। বাজি রেখে বলছি, জর্জও এখুনি ফিরে আসবে বাসা-ঘরে। তারপর কার্লির বউয়ের দিকে ফিরে সে বলতে লাগলো ধীরে ধীরে—তোমার এখন ঘরে ফিরে যাওয়াই ভাল। এখ্‌খুনি যদি তুমি চলে যাও তবে আমরা কার্লিকে বলবো না যে, তুমি এতক্ষণ এখানে ছিলে।

শান্তভাবে তাকে নিরীক্ষণ করতে করতে বললো যুবতী বউটা—তুমি যে কিছু সাড়া-শব্দ শুনেছো সে-সম্বন্ধে আমি নিশ্চিত নই।

সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা না করাই তোমার পক্ষে মঙ্গল—বললো আবার সে—যদি তুমি না শুনে থাকো তবে এখন তোমার নিরাপদ পথ নেওয়াই উচিৎ।

যুবতী লেনির দিকে ঘুরে বললো—তুমি কার্লির হাতখানা একটু গুঁড়িয়ে দিয়েছো দেখে আমি দারুণ খুশি হয়েছি। এর প্রয়োজন ছিলো তার। মাঝে মাঝে আমি নিজেই তো ভাবি ওর হাতখানা দেবো গুঁড়িয়ে। বলতে বলতে দরজা খুলে বাইরে চলে গেলো কার্লির যুবতী বউ। মিলিয়ে গেলো অন্ধকার ছাওয়া খামারের মধ্যে।

খামারের মধ্য দিয়ে যুবতী যখন চলে যাচ্ছিলো তখনই কয়েকটা ঘোড়া সজোরে ঘাড় নাড়লো, ঝন্‌ঝন্‌ আওয়াজে বেজে উঠলো তাদের গলায়-বাঁধা শিকল। কয়েকটা ঘোড়া সশব্দে হ্রেষা-ধ্বনি করলো এবং কয়েকটা ঘোড়া আবার সবেগে পা ঠুকলো।

নিজেকে ঘিরে ক্রুকস্‌ আত্মরক্ষার একটা দেওয়াল খাড়া করেছিলো—মনে হলো এতোক্ষণে সেই দেওয়াল ভেঙে ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসছে। সে শুধালো—তোমরা যে বলছিলে ছোকরারা ফিরে আসছে কথাটা কি সত্যি?

নিশ্চয়। তাদের ফিরে আসার সাড়া-শব্দ আমার কানে এসেছে।

আচ্ছা। কিন্তু আমি তো কিছুই শুনতে পাই নি।

ফটক খোলার আওয়াজ হলো। ক্যান্ডি একসময় বললো।

তারপর বলতেই লাগলো—হায় যীশু! কার্লির বউটা দেখছি নিঃশব্দে হাঁটতে পারে। মনে হচ্ছে আমার এমনিভাবে হাঁটার, সরে পড়ার অভ্যাস বউটার আছে।

সমস্ত ব্যাপারটা এখন এড়িয়ে যেতে চাইছিলো ক্রুকস্। তোমাদেরও এখন এখান থেকে সরে পড়াই ভাল—তাই সে বললো—জানি না, তোমাদের আর আমার ঘরে ঢুকতে দেওয়া ঠিক হবে কি না। আমি আর তোমাদের এখানে চাই না। কোন লোকজনদের সঙ্গ না চাওয়ার অধিকার একজন কৃষ্ণাঙ্গের নিশ্চয় আছে।

ক্যান্ডি আওড়ালো—এই কুত্তীটা তোমাকে যে-সব কথা বললো তা তার একেবারেই বলা ঠিক হয় নি।

নির্বোধের মতন বলে উঠলো ক্রুকস্—না, ওসব কিছুই না। তোমরা ছোকরারা আমার ঘরে ঢুকলে, বসলে, কথা বললে তাই সব ভুলে গিয়েছিলাম। নইলে বউটা যা বললো সেটা তো সত্যি কথা।

বাইরে খামারের উঠোনে অনেক ঘোড়ার হ্রেষা-ধ্বনি শোনা গেলো। ঝন্‌ঝন্ আওয়াজে বেজে উঠলো তাদের গলায় ঝোলানো শিকল।

কে যেন হাঁকলো—লেনি। ও লেনি। তুই কি খামারে আছিস?

এ জর্জের গলা—লেনি চেঁচিয়ে উঠলো।

তারপর সাড়া দিলো—এখানে, জর্জ। আমি এখানেই রয়েছি।

পর মুহূর্তে খোলা দরজার কাঠামোয় বিধৃত হলো জর্জের অবয়ব এবং তার দৃষ্টিতে ধরা পড়লো যে লেনির এ কাজে একেবারেই সায় দিতে পারছে না। তাই শুধালো—ক্রুকসের ঘরে বসে কি করছিস? তোর এখানে আসা ঠিক হয় নি।

ক্রুকস্ ঘাড় নাড়লো। বললো—আমিও ওদের তাই বলেছিলাম, কিন্তু ওরা এখানে এসে ঢুকেছে।

ঠিক আছে, তুমি ওদের ঘর থেকে লাথি মেরে তাড়িয়ে দাও নি কেন?

এসব কথা আমি গ্রাহ্য করি না—বললো ক্রুকস্—লেনি খাসা ছোকরা।

লেনি এবার নিজেকে উত্তেজিত করে তুললো। বললো—ওহো জর্জ, আমি এতক্ষণ হিসেব করছিলাম। খরগোস পালন করেও কিভাবে আমরা কিছু অর্থ রোজগার করতে পারি তাও খতিয়ে দেখলাম।

জর্জ ধমক দিলো—মনে হচ্ছে তোমাকে বলেছিলাম এসব আর কারো কাছে না বলতে।

ভীত হলো ক্যান্ডি। তার উৎসাহ নিভে গেলো। বললো—ক্রুকস্ ছাড়া আর কাউকে তো বলি নি।

এবার জর্জ ধমকে বললো—আচ্ছা, এবার তোমরা এখান থেকে সরে পড়ো। হায় যীশু, দেখছি একটু সময়ের জন্যেও আমার কোথাও যাওয়ার উপায় নেই।

ক্যান্ডি আর লেনি উঠে দাঁড়ালো। এগিয়ে গেলো দরজার দিকে।

ক্রুকস্ হেঁকে বললো—জমিতে খুরপি দেওয়া আর টুকি-টাকি কাজ করার কথা মনে আছে তো?

হাঁ—জবাব দিলো ক্যান্ডি—মনে আছে আমার।

আচ্ছা, ওসব কথা ভুলে যাও—বললো ক্রুকস্—আমি সত্যি সত্যি ওসব কথা বলতে চাই নি। কেবল মজা করছিলাম। অমন কোন জায়গায় আমি যেতে চাই না।

আচ্ছা, ঠিক আছে। ওটাই যদি তোমার মনের ভাব হয় ভালই। চলি। শুভরাত।

তিনজন মরদই দরজা খুলে ঘর থেকে চলে গেলো। ওরা যখন খামারের উঠোন পেরিয়ে যাচ্ছিলো তখন আবার ঘোড়াগুলো হ্রেষা-ধ্বনি করলো। আর তাদের গলায় বাঁধা শিকল ঝন্‌ঝন্ আওয়াজে বেজে উঠলো।

ক্রুকস্ নিজের খাটিয়ার উপর নীরবে একটু সময় বসে রইলো। দৃষ্টি নিবদ্ধ দরজার দিকে। তারপর মালিশের বোতলটা হাত বাড়িয়ে তুলে নিলো। পিঠের জামাটা তুললো। নিজের গোলাপী হাতের তালুতে একটুখানি মালিশ ঢাললো। হাত ঘুরিয়ে শির-দাঁড়ায় মালিশ ঘষতে লাগলো।

খামারের বিশাল চত্বর।

এক পাশে ডাঁই-করা নতুন-আহরণ-করা কর্তিত ঘরের-নাড়াগুলো। আর তার উপর কপিকল থেকে ঝুলছে শিকারী বাজের চার-নখওয়ালা থাবার মতন একটা ভারি শস্য-ঝাড়াই-করার জ্যাকশন্ যন্তর। ঝাড়াই হওয়া শস্য-দানার ঢল নামছে যেন পাহাড়ের ঢাল্ বেয়ে অপর দিকের খামারে। ওদিকে এখনও খানিকটা ফাঁকা সমতল উঠোন পড়ে রয়েছে—এখনও নতুন শষ্য ওখানে ডাঁই করা হয় নি। খামারের আর এক দিকে আস্তাবল। ঘোড়াদের দানা-খাওয়ার তাকগুলো এখান থেকে নজরে পড়ছে। এক একটা খুঁটির পাশে বাঁধা ঘোড়াগুলোর মাথা দেখা যাচ্ছে।

আজ রবিবার। অপরাহ্ণবেলা।

ঘোড়াগুলোর বিশ্রামের দিন। খড়ের শেষ অংশ চিবুচ্ছে ঘোড়াগুলো। মাঝে-মাঝে মেঝেয় পা ঠুকছে। আবার কখনও বা জাবনা-মাখার ডাবার কাঠ চিবোবার চেষ্টা করছে। আর ঘাড় দোলাবার সাথে সাথে গলায় বাঁধা শিকলটা ঝন্‌ঝন্ আওয়াজে বেজে উঠছে। অপরাহ্ণের অস্তগামী সূর্যের শেষ রশ্মি খামার-বাড়ির দেওয়ালের ফুটো দিয়ে বাঁকা হয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকছে, উজ্জ্বল রেখার রেখার মতন ছড়িয়ে পড়েছে

খড়ের উপর। হাওয়ায় উড়ন্ত মাছিদের গুনগুনানি—বুঝি অলস অপরাহ্ণই গুন্-গুন্ করছে। ঝিমোচ্ছে।

খামারের বাইরে মাঠে চলছে ঘোড়া-খুর নিয়ে খেলা। নিক্ষিপ্ত ঘোড়ার খুর সশব্দে আছড়ে পড়ছে খুঁটির গায়ে। আর অমনি লোকগুলো চেঁচিয়ে উঠছে—কেউ খেলছে, অপরেরা উৎসাহ দিচ্ছে উত্তেজনায় কলরব করছে। কিন্তু খামারের ভিতরটা শান্ত। ঝিম ধরা। অলস এবং আতপ্ত।

কেবলমাত্র লেনি রয়েছে খামারের ভিতরে।

খামারের এক কোণে জাবনা-মাখার একটা ডাবা—এখনও ডাবায় খড় মাখা হয় নি। পাশেই রাখা খড়ের গাদা। তারই কাছাকাছি একটা প্যাকিঙ বাক্সের উপর বসে আছে লেনি। ওখানে বসেই লেনি তাকিয়ে আছে একটা মরা কুকুর ছানার দিকে। ওর ঠিক সামনেই ওটা মাটিতে পড়ে আছে। অনেক অনেক ক্ষণ ধরে ওটার দিকে তাকিয়ে রইলো লেনি। এবং একসময় নিজের দীর্ঘ মাংসল ডান হাতখানা বাড়িয়ে মড়া ছানাটার গায়ে হাত বুলোতে লাগলো—ছানাটার মাথা থেকে লেজ পর্যন্ত ওর হাতের স্পর্শ ছড়িয়ে পড়ছিলো।

এবং লেনি নরম গলায় কুকুর ছানাটাকে বলতে লাগলো—তুই মরে গেলি কেন? তুই তো নেংটি ইঁদুরের মতন ছোট্ট ন'স। আর আমিও তোকে জোরে টিপে ধরি নি। তারপর সে নিচু হয়ে কুকুর ছানাটার মাথা উঁচু করে ধরলো এবং তার মুখখানা দেখতে দেখতে আবার তাকে বললো—এখন যদি সে দেখে যে তোকে মেরে ফেলেছি তাহলে হয় তো জর্জ আর আমাকে খরগোস পালতে দেবে না।

লেনি একটা গর্ত খুঁড়লো আর তার মধ্যে মরা কুকুর ছানাটা রেখে গর্তটা খড় চাপা দিয়ে ঢেকে দিলো। এখন ওটা আর নজরে পড়বে না। কিন্তু নিজের হাতে তৈরী ঢিবিটার দিকে সে তাকিয়ে রইলো।

তারপর আপনমনে আওড়ালো—এখন পালিয়ে গিয়ে ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে থাকলে মন্দ হয় না। ওহো না, তা হয় না। আমি বরং জর্জকে বলবো—আমি ছানাটাকে মরে পড়ে থাকতে দেখেছি।

আবার কুকুর ছানাটাকে গর্ত থেকে বার করে দেখতে লাগলো লেনি এবং ছানাটার গায়ে কান থেকে লেজ পর্যন্ত হাত বুলোতে লাগলো। দুঃখ-ম্লান কণ্ঠে আওড়াতে লাগলো—কিন্তু জর্জ জেনে ফেলবে। জর্জ সব সময় সবকিছু জানতে পারে। বলবে সে তুই এ কাজ করেছিস, এটাকে মেরে ফেলেছিস। আমার সাথে চালাকি করতে যাস নি। আর সে বলবে—এখন শুধু এর জন্যে আর তোকে খরগোস পালতে দেওয়া হবে না।

সহসা লেনির মনে রাগ ফুঁসে উঠলো। তুই একটা খচ্চর! সে চেঁচিয়ে বললো—কেন তুই এমনিভাবে মরে গেলি? তুই তো নেংটি ইঁদুরের মতন ছোট্টটি ন'স। কুকুর ছানাটাকে সে হাতে তুলে নিলো এবং তার কাছ থেকে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিলো।

ছানাটার দিকে পিছন ফিরে বসলো। হাঁটু গেড়ে বসলো এবং ফিস্-ফিস্ করে আওড়াতে লাগলো—এখন আর আমি খরগোস পালন করতে পারবো না। সে আর আমাকে খরগোস পালন করতে দেবে না। দারুণ দুঃখিত মনে সে সামনে পিছনে দুলতে লাগলো।

খামারের বাইরে থেকে লোহার খোঁটার উপর লোহার খুর আছড়ে পড়ার আওয়াজ আর সঙ্গে সঙ্গে কিছু কণ্ঠের উল্লাস কলরব। লেনি আবার উঠে দাঁড়ালো এবং মরা কুকুর ছানাটাকে খুঁজে নিয়ে এলো। সেটাকে খড়ের গাদার উপর রেখে বসলো। কুকুর ছানাটার গায়ে আবার হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো।

তুই এখনও খুব বড় হ'স নি—বললো লেনি—ওরা আমাকে বলেছিলো এবং বহুবার বলেছিলো, তুই এখনও বড় হস নি। বুঝতে পারি নি যে, তুই এত সহজেই মরে যাবি। সে আঙুল দিয়ে কুকুরছানাটার নুয়ে পড়া কানে আদর করছিলো। তারপর একসময় আবার আওড়ালো—হয় তো জর্জ এসব গ্রাহ্য করবে না। এই যে এখানে খচ্চর একটা কুত্তীর বাচ্চা পড়ে আছে এর জন্য জর্জ মাথাও ঘামাবে না একটুও।

আস্তাবলের শেষ ঘরখানা থেকে বেরিয়ে কার্লির বউ খামার বেড় দিয়ে এসে হাজির হলো নিঃশব্দ পায়ে। আর তাই তার পায়ের আওয়াজ লেনির কানে ঢুকলো না। আর তাকে দেখতেও পেলো না। যুবতী পরে আছে উজ্জ্বল সুতীর একটা পোশাক আর তার মাথায় উটপাখীর লালচে পালক গোঁজা। তার মুখমণ্ডলে প্রসাধনের ছাপ এবং মাথার কোঁকড়া কোঁকড়া চুলগুলো সুছাঁদে আঁচড়ানো।

লেনি মুখ তুলে তাকাবার আগেই যুবতী তার খুব কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলো।

এবার যুবতীকে দেখতে পেলো লেনি। এবং সভয়ে এক আঁটি খড় নিয়ে চাপা দিলো মরা কুকুর-ছানাটার দেহ। তারপর বিষণ্ণ-দৃষ্টিতে যুবতীর দিকে তাকিয়ে রইলো লেনি।

যুবতী শুধালো—ওখানে কি রেখেছো গো, খোকা?

লেনি উজ্জ্বল দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালো। বললো—জর্জ বলেছে তোমার সাথে আমি মিশবো না—তোমার সাথে কোন কথাও বলবো না।

হাসলো যুবতী। বললো—জর্জ বুঝি তোমাকে সব কিছুর ব্যাপারে হুকুম করে?

দৃষ্টি নত করে লেনি খড়গুলোর দিকে তাকিয়ে রইলো। এক সময় বললো বলেছে তোমার সাথে মিশলে বা কথা বললে সে আমাকে খরগোস পালতে দেবে না।

শান্ত-কণ্ঠে বললো আবার যুবতী—তার ভয়, কার্লি তাহলে ক্ষেপে যাবে। ঠিক আছে, কার্লির ভাঙা হাতখানা তো গলায় ঝোলান, এখন যদি সে ক্ষেপে যায় আর দুর্ব্যবহার করে তবে তার আর একখানা হাতও তুমি গুঁড়িয়ে দেবে। তুমি আমার দেহে এমন কিছু রাখবে যাতে আমার দেহের কোন অংশ যন্ত্রে আটকে যায়।

কিন্তু লেনির মন নরম হয় না, রাজী হয় না। বললো—না, মশাই না। তোমার সাথে আমি মিশবও না, কথাও বলবো না।

এবার কার্লির বউ উঠে গিয়ে খড়ের উপর লেনির পাশে হাঁটু মুড়ে বসলো।

শোনো, বললো যুবতী বউটা—সব ছোকরাই বাইরে ঘোড়ার খুর ছোঁড়ার খেলায় মেতেছে। এখন বেলা কেবল চারটে। ওদের কেউ এখন খেলা ছেড়ে খামারের ভিতরে আসবে না। এখন কেন আমি তোমার সাথে কথা বলতে পারি না? আমাকে কারো সাথে কথা বলতে দেয় না, কারো সাথে তাই কথা বলতে পারি না। আমি সঙ্গীহীন—একাকিনী। আমাকে বড় নির্জনে থাকতে হয়।

লেনি বললো—ঠিক আছে। কিন্তু মনে হচ্ছে তোমার সাথে আমার মেশা উচিৎ নয়। এমন কি কথা বলাও ঠিক হচ্ছে না।

আমি একদম একলা পড়ে গেছি। বললো বউটা—তোমরা লোকজনের সাথে যত খুশি কথা বলতে পারো, কিন্তু কার্লি ছাড়া আর কারো সাথে আমার কথা বলার উপায় নেই, হুকুম নেই। নাহলে কার্লি ক্ষেপে যাবে। কারো সাথে কথা বলতে না পারলে তোমার কেমন লাগবে?

বললো লেনি—ঠিক আছে। আমি তার জবাব জানি না। জর্জ ক্ষেপে যাবে, আর আমিও বিপদে পড়বো।

যুবতী এবার কথা বলার বিষয় বদলালো। শুধালো—ওখানে তুমি কি চাপা দিয়ে রেখেছো গো?

আর তখনি লেনির মনে আবার দুঃখের সাগর বুঝি উথলে উঠলো।

আমার কুকুর ছানাটা,—বিষণ্ন-কণ্ঠে বলতে সুরু করলো লেনি—আমার কুকুর ছানাটা শুধু…বলতে বলতে সে খড়ের চাপানগুলো সরিয়ে ফেললো।

কেন, ওটা দেখছি মারা গেছে…বললো কার্লির যুবতী বউ।

ওটা ও বড্ড ছোট্ট ছিলো—বললো লেনি—ওটার সাথে খেলছিলাম…ওটা এমন ভাব করছিলো যেন কামড়ে দিতে চেষ্টা করছে…আর আমি একটা চাবুক দিয়ে মেরে তাকে শেখাতে চাইছিলুম…আর…এই করতে গিয়ে আমি ওটাকে মেরেছি। এবং তারপর সে মরে গেলো।

যুবতী তাকে প্রবোধ দিয়ে বললো—কারো জন্যে ভেবো না। ওটা ছিলো একদম ক্ষুদে বদমাশ্। তুমি সহজেই আর একটা জোগাড় করতে পারো। বুঝলে সারা দেশটা বদমাশে ভরে গেছে।

এটা তেমন বদমাশ ছিলো না—লেনি বিষণ্ন-কণ্ঠে বোঝাতে চাইলো—জর্জ আর এখন আমাকে খরগোস পালতে দেবে না।

কেন সে দেবে না?

জানো, সে বলেছে আমি যদি আবার কোনও খারাপ কাজ করি তাহলে সে আমাকে খরগোস পালতে দেবে না।

তার আরো কাছে সরে বসলো যুবতী। সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য মিষ্টি গলায় বলতে লাগলো—আমার সাথে কথা বলার জন্য তুমি একটুও দুর্ভাবনা করো না। শোনো ছোকরারা কিভাবে বাইরে চেঁচামেচি করছে। এই খেলায় ররা চার ডলার বাজি ধরছে। তাই যতক্ষণ না খেলা শেষ হচ্ছে ততক্ষণ তারা ওখান থেকে চলে আসবে না।

জর্জ যদি দেখে ফেলে যে, আমি তোমার সাথে কথা বলছি তাহলে ও আমাকে নরকে পাঠাবে, বকাবকি করবে—খুব সাবধানে কথাগুলো আওড়ালো লেনি—সে আমাকে বারণ করেছে।

রাগে যুবতীর সারা মুখ লাল হয়ে উঠলো।

কি করেছি আমি? যুবতী তীব্র কণ্ঠে বললো—আমার কি কারো সাথে কথা বলার অধিকার নেই? ওরা আমাকে কি ভেবেছে? তুমি তো দেখছি খাসা ছোকরা। জানি না কেন আমি তাহলে তোমার সাথে কথা বলতে পারবো না। আমি তো তোমার কোন ক্ষতি করি নি।

আচ্ছা, জর্জ বলেছে তুমি একটা ফ্যাসাদ বাধিয়ে বসবে।

আহাঃ একেবারে বাজে কথা! বললো বউটা—তোমার কি ধরনের ক্ষতি আমি করতে পারি? মনে হচ্ছে ওরা সবাই সমান। তাই আমি কি করে বেঁচে থাকবো তা ওরা কেউ ভাবে না। তোমাকে বলছি শোনো, আমি এভাবে বাঁচতে শিখি নি। আমি নিজেও কিছু কিছু কাজ করতে পারি। থামলো যুবতী। তারপর দুঃখ-ম্লান-কণ্ঠে বলতে লাগলো আবার—হয়তো এখনও পারি। এবং তারপর বলবার আবেগে তার মুখের কথাগুলো হোঁচট খেতে লাগলো যেন তার শ্রোতাকে আবেগে প্লাবিত করার জন্যই সে দ্রুততলে সব কিছু বলতে চাইছে।

জানো, আমি স্যালিনাসে বাস করতাম, বলতে লাগলো—ওখানে যখন আসি তখন বাচ্চা মেয়ে, ঠিক যেন একটা ছাগল-ছানা, আমাদের শহরে একটা যাত্রা দল একবার এসেছিলো অভিনয় করতে। একজন অভিনেতার সাথে আমার পরিচয় হয়েছিলো। সে বলেছিলো আমি তাদের যাত্রা-দলে ঢুকতে পারি। কিন্তু বাদ সেধেছিলো আমার বুড়ি মা। কিছুতেই মা আমাকে যেতে দিলো না। আমার তখন মাত্র পনের বয়স তাই মা আমাকে যেতে দিতে চায় নি। কিন্তু সেই অভিনেতা ছোকরা বলেছিলো যে, আমি পারবো অভিনয় করতে, আমি যদি তখন চলে যেতাম, বাজি ফেলে তোমাকে বলছি তাহলে আজ আমাকে এভাবে বাস করতে হতো না।

লেনি মরা কুকুর ছানাটার গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বুঝিয়ে বললো—আমরা এক খণ্ড ছোট জমি জোগাড় করছি—আর জোগাড় করছি খরগোস।

যুবতী আবার তাড়াতাড়ি তার কাহিনী তাকে বলতে বাধা দেওয়ার আগে বলতে লাগলো—আর একবার আর একজন ছোকরার সাথে আমার পরিচয় হয়েছিলো, সে ছবিতে অভিনয় করতো। তার সাথে আমি নদীর ধারের নাচ ঘরে গিয়েছিলাম। সে

বলেছিলো আমাকে সিনেমায় অভিনয় করার সুযোগ করে দেবে। বলেছিলো, আমি খুব স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে, হাঁটা-চলা করতে পারি। অল্পদিনের মধ্যেই সে হলিউডে ফিরে যাবে এবং সেখান থেকে সে আমাকে লিখবে এ ব্যাপারে। যুবতী একান্ত আর তীব্র দৃষ্টিতে লেনিকে নিরীক্ষণ করছিলো, বুঝতে চেষ্টা করছিলো সে তাকে প্রভাবিত করতে পেরেছে কি-না।

তার সে চিঠি আমি আর কোন দিনই পাইনি—এক সময় আবার বলতে সুরু করেছিলো কার্লি'র বউ—জানো, আমি সব সময় ভেবেছি যে আমার বুড়ি মা সে-চিঠি লুকিয়ে ফেলেছে। তাই আমি জায়গায় থাকতে পারি না, যেখানে কোথাও আমার যেতে দেওয়া হয় না—কিংবা যাতে আমি নিজে কোন কাজ জোগাড় করতে না পারি তাই আমার চিঠি-পত্তর লুকিয়ে ফেলা হয়। জানো, মাকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, মা আমার চিঠি লুকিয়েছে কি-না তা শুনে মা জবাব দিয়েছিলো, না। কাজেই আমি কার্লিকে বিয়ে করলাম শেষে। সেই রাতেই নদীর ধারে নাচঘরে ওর সাথে আমার দেখা হয়েছিলো।

সহসা বারেক থেমে যুবতী শুধালো—তুমি কি আমার কথায় কান দিচ্ছো না?

আমি? নিশ্চয় কান দিচ্ছি।

দেখো, এসব কথা আমি এর আগে কাউকে বলি নি। হয় তো আমার এসব কথা এখন বলা উচিৎ হলো না। কার্লিকে আমি একটুও পছন্দ করি না। লোকটা বড় বদ! আর লেনিকে এখন পুরোপুরি বিশ্বাস করেছে কার্লি'র যুবতী বউ তাই সে লেনির কাছাকাছি সরে এসে একেবারে তার গা ঘেঁসে বসে পড়লো। বলতে লাগলো—যদি সিনেমায় অভিনয় করতে যেতাম তাহলে সুন্দর পোশাক-আশাক পরতে পারতাম, ঠিক যেমন এখানকার সিনেমা অভিনেত্রীরা পরে থাকে। বড় বড় হোটেলে ওদের সঙ্গে আমি বসে থাকতাম, এবং আমারও ছবি তোলা হতো। ছবি মুক্তির আগে ঘরোয়া-প্রদর্শনের দিন আমিও নিমন্ত্রিত হতাম আর অন্যান্যদের মধ্যে আমিও হাজির থাকতাম। রেডিও-তে আলোচনা করবার সুযোগ পেতাম এবং ছবিতে আমিও অভিনয় করেছি বলে এর জন্য আমার এক পয়সাও খরচ হতো না। তারা যেমন সুন্দর সুন্দর পোশাক পরে থাকে তেমনি ধরনের পোশাক আমিও পরতাম। কেননা এই ছোকরা বলেছিলো আমি স্বাভাবিক অভিনয় করতে পারি।

কার্লি'র বউ এবার থেমে লেনির দিকে তাকালো। এবং সে যে-অভিনয় করতে পারে তা বোঝাবার জন্যই বাহু আর হাত দুলিয়ে সে এক অপূর্ব অঙ্গ-ভঙ্গি করলো। বাড়িয়ে ধরা এক হাতের কব্জির উপর দিয়ে অন্য হাতের আঙুলগুলো আন্দোলিত হলো এবং কনিষ্ঠা আঙুলটা উঁচিয়ে রইলো অপূর্ব ভঙ্গিতে।

লেনি গভীরভাবে দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

বাইরে থেকে লোহার খোঁটার উপর লোহার তৈরী ঘোড়ার খুর আছড়ে পড়ার ঝন্-ঝন্ শব্দ ভেসে এলো এবং তারপরই ধ্বনিত হলো সমবেত কণ্ঠের সোল্লাস চীৎকার।

কেউ একজন আঙটাটা খোঁটায় গলতে পেরেছে—বললো কার্লি'র বউ।
এখন সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়েছে।

রৌদ্র এখন উর্ধমুখী। তির্যক রৌদ্র-রশ্মি দেওয়াল বেয়ে, ঘোড়াদের জাবনা-মাখার ডাবার তাক পেরিয়ে ঘোড়াগুলোর মাথা টপকে উপর দিকে উঠে যাচ্ছে।

বললো লেনি—আমি যদি এখন এই মরা কুকুর-ছানাটা কুড়িয়ে নিয়ে দূরে কোথায় ছুঁড়ে ফেলে দিই তাহলে হয়-তো জর্জ কখনও কিছুই জানতে পারবে না। এবং তখন কোন রকম গন্ডগোল না বাধিয়ে জর্জ আমাকে খরগোসগুলো পালন করতে দেবে।

এবার যুবতী দারুণ রাগে ফুঁসে উঠলো। বললো—তুমি কি খরগোসগুলো ছাড়া আর কিছুই ভাবছো না?

আমরা ছোট্ট এক খন্ড জমি জোগাড় করেছি,—শান্ত-গলায় বোঝাতে চাইলো লেনি সেখানে আমরা একখানা বাড়ি বানাবো, ফলের বাগান তৈরী করবো, লম্বা ঘাসের চাষ হবে এক টুকরো জমিতে, আর সেই ঘাসের জমি খরগোসগুলোর জন্যে—আর আমি লম্বা ঘাসের ডগাগুলো কেটে থলেতে ভরে আনবো, ছড়িয়ে দেবো খরগোসগুলোর সামনে।

কার্লি'র বউ শুধালো—আচ্ছা খরগোসের জন্য তুমি এত পাগল কেন?

ওর জিজ্ঞাসার জবাবে একটা সিদ্ধান্ত জানাবার আগে মনে মনে ভাবতে হচ্ছে লেনিকে। খুব সাবধানে লেনি সরে এলো যুবতীর দিকে এবং প্রায় যুবতীর গা ঘেঁসে বসলো। বললো—দেখো, সুন্দর জিনিস দেখলে আদর করতে আমার মন চায়। একবার একটা গ্রামের মেলায় আমি লম্বা লম্বা লোম-ওয়ালা অনেক খরগোস দেখেছিলাম। তোমার কাছে বাজি রেখে বলছি সেগুলো খুব সুন্দর ছিলো মাঝে মাঝে ভাল-জাতের জন্তু-জানোয়ার না পেলে আমি নেঙটি ইঁদুরও পুষেছি।

কার্লি'র বউ এবার লেনির কাছ থেকে একটু দূরে সরে বসলো।

বললো—দেখছি, তুমি একটা আস্ত পাগল।

না। আমি পাগল নই—লেনি সোৎসাহে বোঝাতে চাইলো—জর্জ বলেছে, আমি পাগল নই। সুন্দর জিনিস, নরম জিনিস আঙুল বুলিয়ে নাড়া চাড়া করতে আমার মন চায়।

লেনির কথা শুনে যুবতী তার সম্পর্কে একটা নিশ্চিত ধারণা করে নিলো।

আচ্ছা, কে না চায়? বললো যুবতী—প্রত্যেকেই তাই চায়। আমি নিজে রেশমী কাপড় আর মখমল্ স্পর্শ করতে ভালবাসি। তুমি কি মখমল্ স্পর্শ করতে চাও?

আনন্দে লেনি মুখে একটা অজানা শব্দ করলো।

এক সময় খুশি মনে চেঁচিয়ে বললো লেনি—তুমি বাজি রাখো, ঈশ্বরের দিব্যি করে বলছি আমারও কিছু ছিলো। এক মহিলা আমাকে কিছু দিয়েছিলেন। আর সেই মহিলা ছিলেন আমারই ক্লারা কাকী। তিনি সরাসরি আমার হাতে বেশ বড়সড়

একটা টুকরো দেন—সেই মখমলের টুকরোটা যদি আজ আমার হাতে থাকতো। তার মুখমণ্ডলে দুঃখের ম্লান ছায়া ছড়িয়ে পড়লো। তাই বিষণ্ণ-কণ্ঠে আবার বললো লেনি —সেই মখমলের টুকরোটা হারিয়ে ফেলেছি। বহুদিন হলো সেটা আর নজরে পড়ছে না।

তার দিকে তাকিয়ে হাসলো কার্লি'র বউ।

তুমি দেখছি একটা আস্ত পাগল—আওড়ালো যুবতী বউটা—কিন্তু তাহলেও তুমি ছোকরা। ঠিক যেন একটা বড়-সড় শিশু। তুমি কি বোঝাতে চাও তা অবশ্য বোঝা যায়। যখন আমি আমার মাথার চুল আঁচড়াই তখন চুলগুলোর উপর হাত বুলোই কারণ আমার চুলগুলো বড় নরম। আর কেমনভাবে হাত বুলোয় দেখবার জন্যই যুবতী এখন নিজের মাথায় হাত রাখলো, চুলে আঙুল বুলিয়ে বিলি কাটতে লাগলো। এবং বেশ পরিতৃপ্ত কণ্ঠে বললো—কোন কোন লোকের মাথার চুলগুলো বড় মোটা আর কর্কশ! এই ধরো কার্লি'র কথা। তার চুলগুলো কাঠির মতন শলা শলা। কিন্তু আমার মাথার চুল নরম আর সুন্দর অবশ্য বহুবার আমি চুল আঁচড়াই। আর তাই আমার মাথার চুল সুন্দর আর কোমল। এই যে—হাত রেখে দেখো তুমি নিজেই। স্পর্শ করো! যুবতী নিজেই লেনির হাতখানা আঁকড়ে ধরে নিজের মাথায় রেখে বললো—নিজেই হাত দিয়ে অনুভব করো কত কোমল, কত নরম, কত সুন্দর।

লেনির বিশাল হাতের আঙুলগুলো যুবতীর মাথায় চুল স্পর্শ করলো, হাত বুলালো।

দেখো, চুলগুলো ঘেঁটে দিও না বললো কার্লি'র বউ।

বললো লেনি—বা! খুব সুন্দর। বড় কোমল! বড় সুন্দর!

দেখো, তুমি এবার আমার চুলগুলো ঘেঁটে দিচ্ছো—আর তারপরই যুবতী রেগেমেগে চেঁচিয়ে উঠলো—এবার থামো, নইলে তুমি চুলগুলো একদম ঘেঁটে দেবে। এক ঝটকায় যুবতী নিজের মাথাটা একপাশে সরিয়ে নিলো।

কিন্তু লেনির আঙুলগুলো যুবতীর চুলের গোছা সজোরে আঁকড়ে ধরলো।

ছেড়ে দাও—যুবতী বললো—এবার আমার চুল ছেড়ে দাও।

লেনির মন এখন আতঙ্ক-গ্রস্থ। তার মুখমণ্ডল উত্তেজনায় টান্ টান্ হয়ে উঠেছে। যুবতী আর্তনাদ করলো। এবং লেনি অন্য হাতের থাবায় যুবতীর নাক-মুখ চেপে ধরলো।

দয়া করে চেঁচিয়ো না—অনুরোধ জানালো লেনি—একাজ দয়া করে করো না। শুনতে পেলে জর্জ ক্ষেপে যাবে।

যুবতী তার কবল থেকে নিজেকে ছাড়াবার জন্য ভীষণভাবে ধ্বস্তা ধ্বস্তি করতে লাগলো। তার পায়ের পাতা দুটো খড়ের গাদায় আছড়ে পড়ছিলো বারবার—মুক্তি পাওয়ার জন্য সে দেহ মোচড়াচ্ছিলো। এবং লেনির থাবায় ঢাকা তার মুখ থেকে অবরুদ্ধ আর্তনাদের শব্দ ধ্বনিত হলো।

দারুণ আতঙ্কে চিৎকার করছিলো লেনিও, বারবার অনুরোধ জানাচ্ছিলো ওহো! দয়া করে এভাবে চিৎকার করো না। জর্জ বলবে আমি বদ কাজ করেছি। সে আর আমাকে খরগোস পালতে দেবে না যুবতীর মুখ থেকে থাবার চাপ একটু আলগা করতেই ধরা গলায় আর্তনাদ করে উঠলো।

লেনি এবার দারুণ রেগে গেলো। ধমক দিলো—থামো এবার। আর চেঁচিয়ো না। তুমি চেঁচাও তা আমি চাই না। তুমি আমাকে বিপদে ফেলবে দেখছি। জর্জ ঠিক এই কথা বলে যে তুমি আমাকে বিপদে ফেলবে। তাই বলছি আর এমনটা করো না।

যুবতী নিজেকে মুক্ত করার জন্য তখনও ছট্‌ফট্‌ করছে—করছে ধবস্তাধবস্তি। তার দু'চোখে আতঙ্কে ফুটে উঠেছে বন্য-দৃষ্টি।

লেনি দারুণ রেগে গেছে, তাই সজোরে যুবতীর দেহে ঝট্‌কা মারলো। ধমক দিলো—বলছি, চেঁচাবে না। যুবতীর দেহটা মাছের মতন ছট্‌ফট্‌ করতে লাগলো। এবং তারপর যুবতীর সারা দেহ নিথর হয়ে গেলো—কেননা লেনি তার ঘাড়টা মট্‌কে ভেঙে দিয়েছে।

এবার যুবতীর দিকে তাকালো এবং খুব সাবধানে সে-যুবতীর মুখ থেকে তার হাতের থাবা সরালো এবং যুবতীর দেহ স্থির হয়ে পড়ে রইলো।

আমি তো তোমাকে আঘাত করতে চাই নি—নিজের মনে বিড়-বিড় করে আওড়াতে লাগলো লেনি—কিন্তু তুমি আর্তনাদ করলে জর্জ ছুটে আসবে, আমার উপর ক্ষেপে যাবে। কিন্তু যুবতী যখন কোন জবাব দিলো না কিংবা তার-দেহ একটুও নড়লো না।—তখন লেনি যুবতীর দেহের উপর ঝুঁকে পড়ে তাকে দেখতে লগলো। একবার যুবতীর হাতখানা বারেকের জন্য তুলে ধরেই ছেড়ে দিলো। হাতখানা মাটিতে পড়ে গেলো। নিথর হাতখানা।

এবং লেনি ভীতকণ্ঠে ফিস্‌ ফিস্‌ করে আওড়ালো—আমি একটা বদ্‌ কাজ করেছি। আবার একটা বদ্‌ কাজ করেছি।

সে খড় নিয়ে ছড়িয়ে দিলো—যুবতীর আধখানা দেহ ঢাকা পড়লো খড়ে।

খামারের বাইরে থেকে অনেক মানুষের কণ্ঠস্বর ভেসে এলো এবং ভেসে এলো ধাতব পথে জুতো পরা এক জোড়া চলমান পায়ের আওয়াজ। এতক্ষণে এই প্রথম লেনি বাইরের জগৎ সম্পর্কে সচেতন হলো। খড়ের গাদায় কুঁকড়ে বসে সে কান পেতে আওয়াজ শুনতে লাগলো।

আমি সত্যিই একটা খারাপ কাজ করেছি—আপনমনে বললো লেনি—আমার একাজ করা উচিৎ হলো না। জর্জ ক্ষেপে যাবে। এবং…সে বলেছিলো…যতক্ষণ না সে আসে ততক্ষণ ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে থাকতে বলেছিলো। সে রাগে ক্ষেপে যাবে। যতক্ষণ না সে আসে ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে থাকতে হবে। আর এ কথাটাই তো সে বলেছিলো।

লেনি দু'পা পিছিয়ে গিয়ে মৃত যুবতীর মুখের দিকে তাকালো। মরা কুকুর ছানাটা ঠিক যুবতীর দেহের ঠিক পাশেই পড়ে আছে। লেনি মরা ছানাটা আবার হাতে তুলে নিলো। আমি এটাকে ছুঁড়ে ফেলে দেবো—বললো সে—এটার মতন এ কাজটা করাও যথেষ্ট বদ্ কাজ হয়েছে।

মরা কুকুর-ছানাটা লেনি পরনের কোটের নিচে লুকিয়ে রাখলো। হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গেলো খামারের দেওয়ালের দিকে। ওপাশের খোলা জায়গায় ছোকরারো ঘোড়ার খুর ছুঁড়ে খেলছে। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দেওয়ালের ফোকর দিয়ে লেনি ওদের দেখলো।

এবং তারপর হামাগুড়ি দিয়ে আস্তাবলে রাখা জাবনা-মাখার শেষ ডাবাটা ঘুরে বাইরে বেরিয়ে পড়লো। অদৃশ্য হলো।

অস্তগামী সূর্যের রশ্মি এখন দেওয়ালের উপর দিকটা শুধু আলোকিত করে তুলেছে। খামারের উঠানে কেবল কোমল আলোকের চাদরখানা বিছানো। কার্লির যুবতী বউ চিৎ হয়ে শুয়ে রয়েছে—তার দেহের আধখানা খড়ে ঢাকা।

খামারের উঠোনে বড় বেশি নীরবতা। আর বুঝি অপরাহ্নের নীরবতা ছড়িয়ে রয়েছে সমস্ত খামারে। এমন কি লোহার খোঁটায় নিক্ষিপ্ত ঘোড়ার খুরের আঘাতে ধ্বনিত শব্দ—এমন কি খেলায় কি মত্ত মানুষগুলোর উল্লাস—কলরব মনে হচ্ছে বড় বেশি শান্ত হয়ে এসেছে। বহির্জগতে ক্রম অপসৃয়মান দিবস তাই শূন্য আঁধারের ঘোর নাম ধীরে ধীরে। খিড়কির খোলা দরজা দিয়ে একটা পায়রা উড়ে এলো খামারের উঠোনে বার কয়েক শূন্যে চক্রাকারে উড়লো। তারপর আবার উড়ে পালালো।

ভেড়া-পাহারা-দেওয়ার একটা মাদি-কুকুর আস্তাবলের কোণ ঘুরে ভিতরে ঢুকলো পাতলা আর লম্বা দেহ—ঝুলন্ত পেটের নিচে দুধে ভারি সারি-সারি স্তন। একটা প্যাকিঙ-বাক্সের মধ্যে ওর ছানাগুলোর ডেরা—ও দিকটায় আধা-আধি পথ যেতেই কার্লির যুবতী বউয়ের মরা দেহের গন্ধ মাদি-কুকুরটার নাকে লাগলো—অমনি তার শির-দাঁড়ার উপরকার লোমগুলো খাড়া হয়ে উঠলো। মাদি-কুকুরটা কুঁই কুঁই আওয়াজে ডেকে উঠলো—গুটিসুটি মেরে প্যাকিঙ্ বাক্সের কাছে গেলো এবং একলাফে বাক্সটার মধ্যে ঢুকে ছানাদের মধ্যে শুয়ে পড়লো।

কার্লির যুবতী বউ শুয়ে আছে—তার দেহের আধখানা হলুদ-খড়ে ঢাকা। এবং নীচতা, পরিকল্পনা তৈরীর ইচ্ছা এবং অতৃপ্তি এবং আকৃষ্ট করার জন্য মানসিক যন্ত্রণা—সব কিছু তার মুখমণ্ডল থেকে এখন অন্তর্হিত। কালির বউটা খুবই সুন্দরী আর সরল-প্রকৃতির—তার মুখমণ্ডলের ছবি তাই বড় মধুর আর যৌবন-ফুল্ল। তার প্রসাধন-শোভিত গণ্ডদেশ আর রক্তিম অধর-দ্বয় এখনও তাকে যেন জীবন্ত করে রেখেছে—মনে হচ্ছে সে হালকাভাবে ঘুমিয়ে রয়েছে। তার কোঁকড়ানো ছোট ছোট চুলগুলো মাথার পাশে খড়ের উপর লুটিয়ে পড়েছে। আর অধর-দ্বয় খুব সামান্য বিস্ফারিত।

মাঝে মাঝে এমনটা ঘটে—একটি মুহূর্ত বুঝি স্থির হয়ে যায় এবং বাতাসে উড়তে থাকে এবং একটিমুহূর্তের চেয়ে বেশি সময় তার অস্তিত্ব থাকে অটুট। এবং একটি মুহূর্তের চেয়েও বেশি, অনেক বেশি সময় ধরে কলরব স্তব্ধ হয়ে যায়—থেমে যায় গতি শীলতা।

তারপর ধীরে ধীরে সময় আবার জেগে ওঠে এবং শ্লথ-ধারায় এগিয়ে যায়। জাবনা খাওয়ার জায়গাটার ওপাশে ঘোড়াগুলো পা ঠুকছে এবং তাদের গলায় জড়ানো শিকলগুলো ঝন্-ঝন্ শব্দে বাজছে। খামারের বাইরে খেলায় মত্ত মানুষগুলোর কলরব আরো জোরালো এবং আরো স্পষ্ট হয়ে উঠলো।

আস্তাবলের ও পাশ থেকে ক্যাণ্ডির কণ্ঠস্বর ভেসে এলো।

লেনি! ডাকছিলো ক্যাণ্ডি—ও লেনি! তুমি কি এখানে আছো? আমি আরো কিছু হিসেব কষেছি। আমরা কি করতে পারবো তা তোমাকে বলতে চাই। এবার আস্তাবলের কোন ঘুরে এপাশে হাজির হলো বুড়ো ঝাড়ুদার ক্যাণ্ডি। আবার ডাকলো—লেনি!

এবং তারপরেই ক্যাণ্ডি দাঁড়িয়ে পড়লো। এবং তার দেহ কঠিন হয়ে উঠলো। কাটা হাতখানার মসৃণ কব্জি নিজের শাদা জুলপির উপর বুঝিয়ে নিলো। তারপর কার্লির বউকে সম্বোধন করে বললো—তুমি যে এখানে রয়েছো তা জানতুম না।

বউটা জবাব দিলো না। নীরব।

আরো কাছাকাছি হেঁটে এলো। তার এই কাজে, এমনিভাবে এখানে শুয়ে থাকাটা একেবারেই মন থেকে মেনে নিতে পারছে না বুড়ো ঝাড়ুদার। বললো—বাইরে এখানে এভাবে ঘুমোনো উচিৎ নয়। এবং এখন সে কার্লির বউয়ের পাশে এসে গেছে।

হায়, যীশু! হায় ঈশ্বর! বলতে বলতে ক্যাণ্ডি চার ধারে হতাশভাবে নজর বুলিয়ে নিলো। এবং সে একবার তার দাড়ি চুলকোলো। এবং পরমুহূর্তে সে লাফিয়ে উঠলো এবং তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে খামার থেকে বেরিয়ে গেলো।

কিন্তু খামার-বাড়িটা এখন জীবন্ত হয়ে উঠেছে। ঘোড়াগুলো পা ঠুকছে, হ্রেষা-ধ্বনি করছে, এবং তাদের পায়ের নীচে বিছানো খড়ের আঁটি চিবোচ্ছে এবং তাদের গলায় বাঁধা শিকল আছড়াচ্ছে।

মুহূর্তে পরেই ফিরে এলো ক্যাণ্ডি এবং তার সঙ্গেই এলো জর্জ।

জর্জ শুধালো—আচ্ছা, তুমি আমাকে কি দেখাতে চেয়ে টেনে আনলে?

ক্যাণ্ডি আঙুল তুলে কার্লির বউকে দেখালো।

এক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইলো জর্জ।

কি হয়েছে ওর? শুধালো সে।

আরো কাছে সে এগিয়ে এলো এবং এবার তার কণ্ঠে ক্যাণ্ডির কথাগুলোই প্রতি-ধ্বনিত হলো—হায়, যীশু হায়, ঈশ্বর! কার্লির বউয়ের মৃতদেহের পাশে সে

হাঁটু মুড়ে বসলো। বউটার বুকের উপর কয়েক মুহূর্তের জন্য হাত রাখলো। এবং অবশেষে সে যখন ধীরে ধীরে এবং আড়ষ্টভাবে উঠে দাঁড়ালো তার সারা মুখখানা কাঠের মতন শক্ত আর বদ্ধ এবং দু'চোখে কঠিন দৃষ্টি।

ক্যাণ্ডি বললো—কি করে এমন হলো ?

জর্জ তার দিকে অনুত্তাপ দৃষ্টিতে তাকালো।

তুমি কি কোন ধারণা করতে পারছো না ? শুধালো।

ক্যাণ্ডি নীরব। একটি কথাও বললো না।

আমার এটা আন্দাজ করা উচিৎ ছিলো—হতাশ গলায় আওড়ালো জর্জ—এমন যে ঘটবে একবার সেটা আমার মগজে ঢুকেছিলো।

শুধালো ক্যাণ্ডি—এখন আমরা কি করবো, জর্জ ? এখন কি করবো ?

জবাব দিতে অনেক্ষণ সময় নিলো জর্জ—আন্দাজ করো…আমাদের বলা উচিৎ… ছোকরাদের কাছে। মনে হচ্ছে, তাকে ধরে এনে আমাদের আটকে রাখা প্রয়োজন। আমরা তাকে পালাতে দিতে পারি না। কেন ? তাহলে ওই হতভাগা বেজন্মাটা না খেয়ে মরবে। বলতে বলতে সে নিজেকে সংযত করে তুললো। বললো—হয়তো ওরা তাকে গ্রেপ্তার করবে এবং খাসা আচরণ করবে তার সাথে।

কিন্তু ক্যাণ্ডি উত্তেজিত-কণ্ঠে বলে উঠলো—আমাদের ওকে পালিয়ে যেতে দেওয়া উচিৎ। তুমি তো কার্লির চরিত্র জানো না। কার্লি ওকে ধরতে পারলে গাছে ঝুলিয়ে পুড়িয়ে মারবে। ওকে কার্লি খুন করবে।

জর্জ ক্যাণ্ডির কম্পিত অধর-যুগল দেখলো।

হাঁ, অবশেষে বললো জর্জ—ঠিক বলেছো। তাই করবে কার্লি। এবং অন্য সব ছোকরাও তার সাথে যোগ দেবে। এবং বলা শেষ করে শেষ করে সে আবার কার্লির বউয়ের দিকে তাকালো।

এবার ক্যাণ্ডি তার মনের সবচেয়ে বড় ভয়ের কথাটা বললো—আচ্ছা, তুমি আর আমি সেই ছোট্ট জমিতে যেতে পারি নে, জর্জ ? তুমি আর আমি সেখানে গিয়ে তো ভালভাবে থাকতে পারি। পারি না জর্জ ? আমরা কি পারবো না ?

জর্জ জর্জ জবাব দেওয়ার আগেই ক্যাণ্ডি তার মাথা নোয়ালো এবং খড়ের দিকে তাকালো। সে জেনেছিলো সব।

নরম গলায় বললো জর্জ—মনে হয় প্রথম থেকেই আমি সব জেনেছিলাম। আমার মনে হয় আমি জানতে পেরেছিলাম যে আমরা কোনদিন ওই যুবতীকে এড়িয়ে যেতে পারবো না। ওই ছোকরা এসব জানতে আগ্রহী হয়ে উঠেছিলো ঃ সে ভেবেছিলো হয় তো আমরা এড়িয়ে যেতে পারবো।

তাহলে এ সবই মিথ্যে হলো ? হতাশ-কণ্ঠে শুধালো ক্যাণ্ডি।

জর্জ তার প্রশ্নের জবাব দিলো না।

একসময় বললো জর্জ—আমি সারা মাস এখন খাটবো আর মাসের শেষে পঞ্চাশ

ডলার মজুরি পেয়ে যাবো। এবং কোন ভিড়ে-ঠাসা নোঙরা শুঁড়িখানায় সারা রাত কাটাবো। অথবা যতক্ষণ না সবাই ঘরে চলে যায় ততক্ষণ জুয়ার আড্ডায় জুয়ায় মেতে থাকবো। আর তারপর আবার এক মাস ধরে খাটবো—রোজগার করবো আরো পঞ্চাশ ডলার!

ক্যাণ্ডি বললো—বড় সুন্দর ছোকরা ও। ভাবি নি ও এমন কাজ কোনদিন করতে পারে।

জর্জ তখনও কার্লি'র বউয়ের দিকে তাকিয়ে ছিলো।

কোন রকম নোংরামি করার জন্যে লেনি একাজ করে নি, বললো জর্জ—সব সময় সে একটা না একটা বদ্ কাজ করে বসে, কিন্তু কোনদিন নোংরামি করার জন্য সে-কাজ করে না। এবার সোজা উঠে দাঁড়ালো জর্জ—পিছনে ফিরে ক্যাণ্ডিকে বললো—এবার শোনো। ছোকরাদের কাছে আমাদের সব কথা খুলে বলতে হবে। আন্দাজ করছি, ওরা তাকে খুঁজে ধরে আনবে। এছাড়া তাদের আর কিছু করারও নেই। হয় তো ওরা তাকে মারধোর করবে না।

তারপর তীব্র কণ্ঠে সে বললো—আমি ওদের লেনিকে মার-ধোর করতে দেবো না। এখন তুমি শোনো। ছোকরারা মনে করতে পারে যে, আমিও এর সঙ্গে জড়িত। এবার আমি বাসা-ঘরে যাচ্ছি। তারপর মিনিটখানেক পরে বাইরে বেরিয়ে গিয়ে ছোকরাদের কাছে কার্লি'র বউয়ের কথা বলবে। একটু পরে আমিও বাসা-ঘর থেকে যাবো বাইরে—এমন ভাব দেখাবো যেন কার্লি'র বউকে আমি দেখি নি। এ কাজটা এখন করবে কি? তাহলে ছোকরারা ভাববে না যে এই অপরাধের সাথে আমি জড়িত।

ক্যাণ্ডি বললো—নিশ্চয়, জর্জ। নিশ্চয় একাজ আমি করবো।

ঠিক আছে। তাহলে আমাকে কয়েকটা মিনিট সময় দাও। এবং তুমি ছুটে বাইরে গিয়ে ওদের কাছে বলো যে, এই মাত্র তুমি কার্লি'র বউয়ের মৃতদেহ দেখেছো। আমি চলে যাচ্ছি।

জর্জ ঘুরে তাড়াতাড়ি খামার-বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলো।

বুড়ো ক্যাণ্ডি তাকে চলে যেতে দেখছিলো। বারেকের জন্য পিছন ফিরে সে কার্লি'র বউকে দেখলো। ধীরে তার মনে দুঃখ আর বিদ্বেষ একই সাথে বাড়তে সুরু করলো। জমতে লাগলো। তুই একটা বদমাশ মাগি—ক্যাণ্ডি হিংস্রভাবে মনে মনে আওড়ালো—এ কাজ তুই করেছিস, করিস নি? মনে হয় তুই খুব খুশি হয়েছিস। প্রত্যেকেই জানতো, বিশ্বাসও করতো তুই একটা না একটা ফ্যাসাদ বাঁধাবি। তুই একেবারেই ভাল মেয়ে-মানুষ নস। এখনও তুই ভাল নস—একটা নোঙরা বেশ্যা কোথাকার।

ক্যাণ্ডি নাক ঝাড়লো। তার কণ্ঠস্বর থর-থর করে কাঁপছিলো—জমিতে আমি ঘাস নিড়োতে এবং ছোকরাদের এঁটো বাসন-কোসন ধুতে পারবো। থামলো ক্যাণ্ডি

এবং তারপর সুরেলা কণ্ঠে আওড়াতে লাগলো। পুরানো কথাগুলোই বলতে সুরু করলো—ওখানে যদি কোন সার্কাস-পার্টি আসে কিংবা বেস্‌বল খেলার প্রতিযোগিতা হয়—আমরা তাহলে সেখানে দেখতে যাবো……কাজ ফেলে রেখেই যাবো, এবং ওখানে যাবো দেখতে। কাউকে কোনদিন জিজ্ঞাসা করতে যাবো না, কারো অনুমতি নিতে হবে না। এবং থাকবে শুয়োর আর মুরগীর অনেকগুলো ছানা…এবং শীতকালে… এবং জ্বলবে একটা বড় উনুন …এবং বৃষ্টি সুরু হবে……এবং আমরা সেখানে বাস করবো। চোখের জলে তার দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এলো এবং ঘুরে দাঁড়ালো সে এবং দুর্বল পায়ে খামার থেকে বাইরে এলো। বারেকের জন্যে ঠুঁঠো হাতের কব্জি দিয়ে খোঁচা খোঁচা জুলফির উপরটা ঘসলো।

বাইরে খেলার আসরের কলরব গেলো থেমে। জিজ্ঞাসু বহু কণ্ঠের চিৎকার এবার ধ্বনিত হলো—ছুটন্ত অনেক পায়ের ধুপ্‌-ধাপ্‌ আওয়াজ কানে বাজলো এবং এক দঙ্গল মরদ ছুটে এসে ঢুকলো খামারের উঠোনে। স্লিম এবং কার্লসন এবং ছোকরা হুইট্‌ এবং কার্লি এবং ক্রুকস্‌—কথাটা শোনার সাথে সাথে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ছুটে এলো। ক্যান্ডি আসছিলো ওদের সবার পিছনে এবং তার পিছনে সবচেয়ে শেষে জর্জ। এবং জর্জ পরেছে তার নীল জিনের কোটটা। বোতাম লাগিয়েছে। মাথার কাল্‌চে টুপিটা টেনে নামিয়ে দিয়েছে একেবারে দু'চোখের উপর। আস্তাবলের ওদিকের কোণটা ঘুরে যাওয়ার জন্য সবাই হুড়োহুড়ি করে ছুটলো। আলো-আঁধারির মধ্যেই তাদের নজর পড়লো কার্লির বউয়ের উপর।

তারা দাঁড়িয়ে পড়লো এবং নিথর তাদের দেহ। শুধু তাকিয়ে রইলো।

তারপর স্লিম নিঃশব্দে কার্লির বউয়ের দিকে এগিয়ে গেলো এবং বউটার কব্জি ধরে অনুভব করলো। কেবল একটি আঙুল সে বউটি গালে ছোঁয়ালো এবং তারপর সে আঙুলটা রাখলো বউটির ঈষৎ মোচড়ানো ঘাড়ের উপর। তার ঘাড়ের উপর সে আঙুলটা বার-কয়েক রগড়ালো। সে উঠে দাঁড়াতেই সব কটা মানুষ তাকে ঘিরে ধরলো।

এবং নীরব মন্ত্র-মুগ্ধ অবস্থায় ছুটে গেলো।

সহসা কার্লির মনে সজীবতা ফিরে এলো। সে চেঁচিয়ে উঠলো—জানি একাজ কে করেছে। ওই বিদঘুটে বিশাল কুত্তির বাচ্চাটা এ কাজ করেছে। ভালভাবেই বুঝতে পারছি, ওই করেছে। কেন না সবাই তো তখন বাইরে ঘোড়ার খুর ছুঁড়ে খেলায় মেতেছিলো। বলতে বলতে কার্লি দারুণ ক্ষেপে গেলো—ওকে আমি খুঁজতে বেরোবো। আমার শট্‌গান নিয়ে যাবো। নিজের হাতে গুলি চালিয়ে আমি কুত্তির বাচ্চাটাকে খতম করবো। আমি ওর মাথায় গুলি করবো। চল হে ছোকরারা। সাথে চলো। প্রচণ্ড রেগে সে খামার থেকে বেরিয়ে গেলো।

কার্লসন ছুটতে ছুটতে বলে গেলো—আমিও আমার লুজার পিস্তলটা নিয়ে যাবো।

স্লিম শান্তভাবে জর্জের দিকে তাকালো।

আমারও মনে হচ্ছে লেনিই একাজ করেছে—বললো স্লিম—ঠিক কথা। বউটার ঘাড় দোমড়ানো, ভাঙ্গা। এ কাজ লেনির পক্ষে সম্ভব।

জর্জ জবাব দিলো না—কিন্তু ধীরে ধীরে মাথা নাড়লো। এখনও পর্যন্ত তার টুপিটা চোখের উপর পর্যন্ত নামানো। কপাল ঢাকা পড়েছে টুপিতে।

স্লিম বলতে লাগলো—তুমি বলছিলে উইডে-ও না-কি ও এরকম কি একটা কাজ করেছিলো।

আবার জর্জ মাথা নাড়লো।

স্লিম একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। বললো—আচ্ছা, আমার মনে হয় ওকে আমাদের খুঁজে বার করা প্রয়োজন। কোথায় সে যেতে পারে সে-সম্বন্ধে তোমার কি ধারণা?

মনে হলো কিছু একটা বলার আগে জর্জ কিছুটা সময় নিলো।

ও—হয় তো দক্ষিণ দিকে পালিয়েছে—এক সময় বললো জর্জ—আমরা উত্তর দিক থেকে এসেছি তাই সে নিশ্চয় সে দক্ষিণ দিকেই চলে যাবে।

মনে হয় ওকে আমাদের ধরা দরকার—স্লিম আবার বললো।

জর্জ তার আরো কাছে সরে এলো, বললো—ও-কে আমরা ধরে আনতে হয় তো পারি না কেন না এরা তাহলে ওকে আটকে রাখবে, তাই না? ছোকরা বোকা, স্লিম। এ কাজ কখনও সে নোংরামির জন্যে করে নি।

স্লিম ওর কথায় সায় দিয়ে ঘাড় নাড়লো।

আমরা হয় তো পারি—তারপর বললো স্লিম—আমরা যদি কার্লিকে বোঝাতে পারি তবে তা পারবো। কিন্তু কার্লি ছোকরা নিজে ও-কে গুলি করে মারবে বলেছে। নিজের হাতের ওই অবস্থা হওয়ার জন্য কার্লি এখনও ছোকরার ওপর ক্ষেপে আছে। এবং ধরো সবাই মিলে লেনিকে পাকড়ালো, তারপর তার হাত-পা বেঁধে ফেললো এবং একটা খাঁচায় বন্দী করলো—সে অবস্থাটা কিন্তু ভাল হবে না, জর্জ?

জানি। আমি তা ভালভাবেই জানি।

কার্লসন ছুটতে ছুটতে এলো। ও বেজন্মাটা আমার লুজার পিস্তলটা চুরি করে নিয়ে পালিয়েছে। সে চেঁচিয়ে বললো—ওটা আমার ব্যাগে নেই।

কার্লিও এলো তার পিছনে পিছনে এবং কার্লির সক্ষম হাতে রয়েছে একটা শট্-গান। এখন আর কার্লির মনে কোন উত্তেজনা নেই।

ঠিক আছে, ছোকরারা। বললো একসময় কার্লি—নিগ্রো ছোকরার কাছে একটা শট্-গান আছে। তুমি সেটা হাতে নাও, কার্লসন। ও-কে দেখামাত্র ওকে কোন সুযোগ দেবে না। ওর মাথায় গুলি করবে, তাহলে দু'দুটো গুলিতে খতম হবে।

হুইট্ এবার উত্তেজিত-কণ্ঠে বলে উঠলো—আমার কোন বন্দুক নেই।

কার্লি বললো—তুমি সালিদাদ শহরে চলে যাও এবং থানায় খবর দিয়ে একজন পুলিশ নিয়ে এসো। অল উইলটস্-কে আনবে, ও সহকারী শেরিফ। চলো এবার আমরা যাই। তারপর সন্দেহ-ভরা মনে জর্জের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললো কার্লি—তুমিও আমাদের সঙ্গে আসছো তো ছোকরা?

হাঁ। জবাব দিলো জর্জ—আমিও যাবো। কিন্তু একটা কথা শোনো, কার্লি। ওই হতভাগা বেজন্মাটা বোকা, পাগল। ওকে গুলি করো না। ও-যে কি করেছে তা জানে না আর বুঝতেও পারে না।

তাকে গুলি করবো না? চেঁচিয়ে উঠলো—তার হাতে রয়েছে কার্লির পিস্তলটা। নিশ্চয় আমরা তাকে গুলি করে খতম করবো।

এবার দুর্বল-কণ্ঠে বললো জর্জ—হয় তো কার্লসন তার পিস্তলটা হারিয়ে ফেলেছে।

আজ সকালেও আমি পিস্তলটা দেখেছি। বললো কার্লসন—না, সেটা নিয়েই গেছে।

কার্লির বউয়ের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিলো স্লিম।

সে বললো—কার্লি, তুমি বরং এখানে তোমার বউয়ের কাছে থাকো।

কার্লির মুখখানা লাল হয়ে উঠলো।

আমি যাব-ই। বললো কার্লি—আমার একখানা হাত কেবল সক্ষম তবুও ওই বিশাল বেজন্মাটার মাথায় গুলি করে ওকে আমি খতম করবো। ওকে আমি পাকড়াবোই।

এবার ক্যান্ডির দিকে ঘুরে বললো স্লিম—তাহলে তুমি এখানে এই মৃতদেহের কাছে থাকো, ক্যান্ডি।

ওরা সবাই এগিয়ে গেলো।

মুহূর্তের জন্যে জর্জ ঠিক ক্যান্ডির পাশে দাঁড়ালো এবং উভয়েই মাটিতে পড়ে থাকা মৃত যুবতীর দিকে রইলো একদৃষ্টিতে তাকিয়ে।

অবশেষে কার্লি হাঁকলো—ওহে জর্জ, এসো। আমাদের সঙ্গেই থাকো যাতে আমরা মনে না করতে পারি যে, এ-ব্যাপারে তোমারও যোগ-সাজস আছে।

ওদের পিছনে জর্জও ধীরে ধীরে ভারি পা দু'টো টানতে টানতে হাঁটতে লাগলো।

ওরা একসময় সবাই বেরিয়ে গেলো খামার থেকে।

ক্যান্ডি ধীরে ধীরে খড়ের গাদায় উবু হয়ে বসলো এবং কার্লির বউয়ের মুখখানা দেখতে লাগলো। এক সময় মৃদু-কণ্ঠে আওড়ালো—হায় রে হতভাগী বেজন্মা।

মানুষ-জনদের কলরব ক্রমে ক্রমে অস্পষ্ট হয়ে আসতে লাগলো।

খামারে অন্ধকারের আস্তরণ ছাড়িয়ে পড়ছে।

আস্তাবলে সার দিয়ে ঘোড়াগুলো বাঁধা—সামনে খড়, জাবনা-খাওয়ার ডাবা।

মাঝে মাঝে ঘোড়াগুলো পা বদলাচ্ছে, বদল করছে দেহের ভার। আর অমনি তাদের গলায় বাঁধা শিকল ঝন্-ঝন্ শব্দে বেজে উঠছে।

বুড়ো ক্যাণ্ডি খড়ের গাদার উপর শুয়ে পড়লো এবং দু'চোখের উপর হাত চাপা দিলো।

স্যালিনাস নদীর গভীর সবুজ জলধারার বুকে ছড়ানো শেষ-বিকালের ফুরিয়ে-আসা আলো। এর মধ্যেই সূর্য উপত্যকা পেরিয়ে গাবিলন পর্বতের শিখর টপকে উঠছে—পাহাড়ের মাথায় রাঙা রোদের ঝলকানি। কিন্তু জলের ধারে ডুমুর গাছগুলোর জটলায় এক ধরণের মনোরম ছায়ার বিস্তার।

একটা জল ঢোড়া সাপ সাবলিল গতিতে জলের উপর সাঁতরাচ্ছে—জলের উপরে সাপটার শুধু ভাসমান মাথাটা যেন একটা পেরিসকোপ—সাপটা এধারে-ওধারে মাথা দোলাচ্ছে—এবং গোটা জলাশয়টা সাঁতরে পার হয়ে সাপটা অগভীর জলের মধ্যে দাড়ানো নিথর-দেহ একটা সারসের পায়ের দিকে এলো। সারসটার মাথাটা নিঃশব্দে নীচু দু'ঠোঁটের মাঝখানে সাপটার মাথা চেপে ধরলো এবং ছোট্ট সাপটাকে গিলে ফেললো—সাপটার লেজটা শুধু তির-তির করে নড়তে লাগলো।

দূর থেকে ভেসে এলো ঝড়ো হাওয়ার শব্দ। আর সেই ঝড়ো হাওয়ার ঝাপটা উত্তাল ঢেউয়ের মতন গাছ-গাছড়ার মাথা দুলিয়ে বয়ে গেলো। ডুমুর গাছগুলোর পাতার রুপালি দিকটা উল্টে গেলো! লালচে শুকনো ডুমুর পাতাগুলো হাওয়ার ঝাপটায় উড়ে গেলো কয়েক ফুট দূরে। আর ছোট ছোট হাওয়ার ঝাপটায় জলাশয়ের সবুজ জল-তলে ছড়িয়ে পড়লো অজস্র ঢেউয়ের দীর্ঘ সারি।

যত তাড়াতাড়ি হাওয়ার ঝাপটা ছুটে এসেছিলো আবার ঠিক তত তাড়াতাড়ি তা থেমেও গেলো এবং ফাঁকা জায়গাটায় আবার নেমে এলো নীরবতা। অগভীর জলে দাঁড়িয়ে আছে সারসটা—নিস্পন্দ, অনড় আর অপেক্ষা-রত। আবার একটা জল-ঢোঁড়া সাপ জলাশয়ের বুকে সাঁতার কাটছে—পেরিসকোপের মতন সাপটার মাথা এধারে ওধারে নড়ছে।

সহসা ঝোপের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো লেনি এবং এমন নিঃশব্দে সে এগিয়ে এলো যেন একটা ভাল্লুক গুড়ি দিয়ে এগিয়ে চলেছে। সারসটা হওয়ায় পাখা ঝাপটালো এবং পাখায় ভর দিয়ে হাওয়ায় ভেসে সোজা জল ছেড়ে নদীর ওপারে উ'ড়ে গেলো। জলাশয়ের ধার বরাবর সরু গাছের জঙ্গলে ছোট্ট ঢোঁড়া সাপটা গা ঢাকা দিলো।

লেনি নিঃশব্দে সরে এলো জলের ধারে। হাঁটু গেড়ে বসলো লেনি এবং জলে

ঠোঁট ছ‍ুঁইয়ে জল পান করলো। ঠিক তখনি একটা ছোট্ট পাখি তার পিছনে শ‍ুকনো পাতা-পত্তরের উপর দিয়ে হে'টে যেতেই এক ঝটকায় লেনি মাথা উ'চু করলো এবং শব্দের দিকে দ‍ুঃখিত মনে নজর তুলে তাকালো, কান পেতে শব্দ শ‍ুনলো—অবশেষে পাখিটাকে দেখতে পেলো লেনি। তারপর আবার মাথা ন‍ুইয়ে জল পান করতে লাগলো।

জল পান শেষে করে লেনি আবার নদীর পাড়ে নদীর দিকে এমনভাবে পাশ ফিরিয়ে বসলো যাতে অন‍ুসরণকারীদের এখানে আসা দেখতে পায়। দ‍ু'হাঁটু জড়িয়ে হাঁটুর উপর চিব‍ুক রেখে চুপ করে বসে রইলো।

উপত্যকার ব‍ুক ছেড়ে আলো এখন আকাশ-ম‍ুখী—এবং রোদ উধাও হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বর্ধিত উজ্জ্বলতার স্পর্শে পর্বত-শিখর মনে হচ্ছে যেন জ্বলছে।

লেনি আপন মনে ম‍ৃদ‍ু-কণ্ঠে বলছিলো—বাজী রেখে বলছি, ঈশ্বরের দিব্যি, আমি তোমার কথা ভুলি নি। ঝোপের মধ্যে ল‍ুকিয়ে বসে জর্জের আসার অপেক্ষা করবো। মাথার টুপিটা সে চোখের উপর টেনে নামিয়ে নিলো।

জর্জ আমার উপর দার‍ুণ রেগে গেছে, বকাবকি করবে। আপন মনে আবার বলতে লাগলো লেনি—আমি যাতে আর তাকে বিপদে না ফেলি তাই সে একা থাকতে চায়। থামলো লেনি এবং আলোকিত পর্বত শিখরগ‍ুলোর দিকে তাকালো।

আমি এখন সোজা ওই পর্বতে উঠে গিয়ে একটা গ‍ুহা খ‍ুঁজে নিতে পারি আপন মনে বললো লেনি। এবং বিষণ্ণ-কণ্ঠে বলতেই লাগলো—কোন দিন আর আচার খেতে পেতুম না—কিন্ত‍ু তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাতুম না। যদি জর্জ আর আমাকে না চায় …ঠিক আছে আমি চলেই যাবো। চলেই যাবো আমি।

আর তখনই লেনির স্ম‍ৃতি ফু'ড়ে এক মোটা-সোটা ব‍ৃদ্ধা মহিলার আবির্ভাব ঘটলো তাঁর চোখে ষাঁড়ের চোখে-পরানো ঠ‍ুলির মতন মোটা কাঁচের এক-জোড়া চশমা এবং এবং তিনি পরে আছেন বেগে-চেহারার রঙিন ডোরা-কাটা পকেট-ওয়ালা একটা এ্যাপ্রন। এবং জামাটা ইস্ত্রি-করা পরিচ্ছন্ন। তিনি দাঁড়িয়ে আছেন ঠিক লেনির সামনে। নিজের নিতম্বের উপর তাঁর হাত দ‍ু'খানা রাখা এবং তাঁর ম‍ুখমণ্ডলে অপছন্দের, বিরক্তির ভ্র‍ুকুটি।

আর যখন সেই মহিলা কথা বললেন—বললেন লেনির কণ্ঠস্বরে।

আমি তোমাকে বলেছিলাম জর্জকে মেনে চলতে, তার কথা শ‍ুনতে কেননা জর্জ খ‍ুব স‍ুন্দর ছোকরা আর সে তোমার মঙ্গল চায়। কিন্ত‍ু তুমি তাকে গ্রাহ্য করো না, তার কথা শোনা না। তুমি বদ কাজগ‍ুলোই করো।

এবং লেনি মহিলার কথার জবাব দিলো—ক্লারা কাকি, আমি চেষ্টা করি। হাঁ চেষ্টা করি, বার বার চেষ্টা করি। কিন্ত‍ু কিন্ত‍ু পেরে উঠছি না।

তুমি কখনও জর্জের কথা ভেবে দেখো না। লেনি কণ্ঠ-স্বরের মধ্যে দিয়েই তিনি বলতে লাগলেন—সে তো সব সময় তোমার জন্যে ভাল কাজ করে। সে একটা

মাংসের সিঙ্গাড়া পেলে তোমাকে আধখানা ভেঙে দেয় সব সময় কিংবা দেয় বেশিরভাগ অংশটুকু। কিন্তু ওদের কাছে যদি আচার থাকে, তবে কি করে কেন সে তা তোমাকে দেবে।

জানি তা! দুঃখ-ম্লান কণ্ঠে আওড়ালো লেনি—ক্লারা কাকি, চেষ্টা করেছি। চেষ্টা করেছি, বারবার চেষ্টা করেছি।

তিনি তাকে বাধা দিয়ে বললেন—যদি তোমাকে না দেখাশুনা করতে হতো তাহলে সব সময় জর্জ সুখে-শান্তিতে থাকতে পারতো। মাস-কাবারে রুজি-রোজগার হাতে পেলে সে কোন বেশ্যার ঘরে গিয়ে নরক গুলজার করে তুলতে পারতো। কিংবা জুয়ার আড্ডায় গিয়ে পারতো দিন-ভর জুয়ায় মত্ত থাকতে। কিন্তু তোমার দিকে নজর রাখতে হয় তাকে।

দুঃখে বিলাপ করতে করতে বললো লেনি—জানি তা, কাকি ক্লারা। আমি সোজা ওই পাহাড়ে উঠে যাবো আর খুঁজে বার করবো একটা গুহা। আমি সেখানেই থাকবো যাতে আমি আর জর্জের কাছে বিপদ্-জনক হয়ে উঠতে না পারি।

তুমি তো ঠিক এ কথাই বলবে, তীব্র-কণ্ঠে বললেন তিনি—তুমি সবসময় এমনি ধরনের কথাই বলে থাকো আর তুমি একটা কুত্তির বাচ্চা, ভালভাবেই জানো, তুমি তোমার কথা মতন কাজ কখনও করবে না। তুমি সব সময় জর্জের ধারে-কাছে থাকো, একটা না একটা ফ্যাসাদ বাধিয়ে বসো আর বিপদে পড়ে জর্জ।

লেনি বললো—এখন আমি সোজা চলে যেতে পারি। কেন না এখন জর্জ আমাকে আর খরগোস পালতে দেবে না।

ক্লারা কাকি এখন চলে গেছেন। এবং লেনির মস্তিষ্ক থেকে বেরিয়ে এসেছে একটা বিশাল-দেহী খরগোস। তার সামনে খরগোসটা সামনের দু'পায়ে ভর রেখে বসেছে। এবং খরগোসটা তার কান দুটো নাড়াচ্ছে আর তার নাকটা তার দিকে উঁচু করে কোঁচকাচ্ছে। এবং খরগোসটা কথা বলছে ঠিক লেনির কণ্ঠস্বরে।

খরগোস পালন করবে—ঘৃণার স্বরে বললো খরগোসটা—পাগল, বেজন্মা কোথাকার! খরগোসের জুতো চাটবার উপযুক্ত ন'স তুই। খরগোসদের কথা তুই ভুলে যা এবং যদি খরগোসগুলো ভুখা থাকে তবু তাদের নিয়ে তুই মাথা ঘামাস নি। ওদের ভুখা ঘুরতে দে। তুই এটাই করবি। এবং তাহলে জর্জ কি ভাববে?

আমি ভুলবো না—চিৎকার করে বললো লেনি।

এ কাজ তুই করবি না, জানি—বললো খরগোসটা—তোর দেহটাকে নরকে আটকে রাখবি এমন তেল-মাখানো একটা পেরেক তুই ন'স। ঈশ্বর জানেন, জর্জ তোকে নোংরামি করা থেকে দূরে রাখার, আটকে রাখার চেষ্টা করে, কিন্তু কোন ভাল কাজই তাতে হয় না। আর তাই এর পরেও যদি ভেবে থাকিস যে, জর্জ তোকে খরগোস পালতে দেবে তবে তোর মতন মহা পাগল আর জন্মায় নি। সে তা দেবে না। এক-খানা লাঠি দিয়ে নরক থেকে মারতে মারতে তোকে তাড়াবে—আর সেই কাজই সে

এখন করছে।

এবার লেনি প্রতিবাদের ভঙ্গিতে বললো—সে এসব কিছুই করবে না। এরকম কোন কিছু জর্জ করবে না। সেই যে কবে থেকে আমি জেনেছি জর্জকে—তা ভুলে গেছি। এবং সে কোনদিন লাঠি দিয়ে আমাকে মারে নি, আমার গায়ে হাত তোলে নি। সে আমার সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করে। কোনদিন সে নীচ কাজ করে নি, নীচ হয় নি।

আচ্ছা, সে তোর জন্যে বিরক্ত হয়ে উঠেছে—খরগোসটা বললো—সে পিটিয়ে তোর মগজ থেকে ভূত তাড়াবে আর তারপর তোকে ছেড়ে কোথাও চলে যাবে।

না, তেমন কাজ সে করবে না—লেনি দারুণ আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠলো—ওরকম কাজ সে করতে পারে না। জর্জকে আমি জানি, চিনি। আমি আর সে—একসাথে আমরা দু'জনে ঘুরে বেড়াই।

কিন্তু খরগোসটা নরম-গলায় বারে বারে বলতে লাগলো—ওরে পাগল, বেজন্মা কোথাকার! জর্জ তোকে ছেড়ে চলে যাবে, তোকে একলা ফেলে রেখে পালাবে। তুই একটা পাগল, বেজন্মা—তোকে ফেলে সে ঠিক পালাবে।

লেনি দু'হাতে নিজের কান-দুটো চাপা দিলো। সে যাবে না, বলছি তোমাকে সে কখখনো যাবে না—এবং সে চিৎকার করে উঠলো—ওহো! জর্জ! জর্জ! জর্জ!

নিঃশব্দে জর্জ ঝোপ ঠেলে বেরিয়ে এলো এবং খরগোসটা আবার লেনির মগজে সেঁধিয়ে গেলো।

শান্ত কণ্ঠে জর্জ বললো—কিসের জন্য এমন জঘন্যভাবে চেঁচাচ্ছিস?

দু' হাঁটুতে ভর দিয়ে বসলো লেনি। শুধালো তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যাবে না তো জর্জ? তুমি কি সত্যিই চলে যাবে? আমি জানি, তুমি যাবে না।

জর্জ সোজা তার কাছে হেঁটে এলো এবং তার পাশে বসে বললো—না।

তা আমি জানতাম—চেঁচিয়ে উঠলো লেনি—তুমি সে ধরনের মানুষ নও।

জর্জ নীরব।

লেনি ডাকলো—জর্জ!

কি?

আমি আবার একটা বদ্-কাজ করেছি।

তার জন্যে অবস্থা বদলাবে না। জর্জ বললো এবং আবার নীরবে বসে রইলো।

এখন পর্বতের একদম চূড়াটুকুতে কেবল রোদের ছোঁওয়া। সারা উপত্যকা নীলচে কোমল ছায়ায় ঢাকা, অনেক দূর থেকে মানুষ-জনের কলরবের আওয়াজ হাওয়ায় ভেসে আসছে—তারা পরস্পরকে ডেকে কি যেন চেঁচিয়ে বলছে। জর্জ মাথা ঘুরিয়ে ওদের চিৎকার-চেঁচামেচি শুনতে লাগলো।

লেনি আবার ডাকলো—জর্জ!

কি?

তুমি আমাকে বকবে না তো ?

বকবো কেন তোকে ?

নিশ্চয়, এর আগেও যেমন তুমি আমাকে বকেছো। যেমন, আগে বলেছিলে তুই যদি আমার সাথে জড়িয়ে থাকতিস, তবে আমি পঞ্চাশ ডলার হাতে নিয়ে…।

যীশুর নামে দিব্যি করছি, লেনি! যা কিছুই ঘটেছে তা তুই মনে রাখতে পারিস নি, আমি যা কিছু বলেছি তা কিন্তু তুই মনে করে রেখেছিস…।

ঠিক আছে, তুমি আর একথা বলবে না তো ?

জর্জ এবার গা ঝাড়া দিয়ে নিজেকে কঠিন করে তুললো। নির্মম-কণ্ঠে বললো—যদি আমি একা থাকতাম তাহলে কত সহজভাবেই না জীবন কাটাতাম। তার কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে একঘেয়েমির সুর—তাতে নেই জোরালোভাবে প্রকাশ করার কোন ঝোঁক। আমি একটা নোকরি ঠিক জোগাড় করে নিতে পারতাম—এবং কোন রকম ফাসাদ-ও বাধতো না।

জর্জ থামলো।

বলে যাও, বললো লেনি—এবং যখন মাস শেষ হতো…।

এবং যখন মাস কাবার হতো আমি তখন আমার মজুরি পঞ্চাশ ডলার নিয়ে চলে যেতাম…যেতাম কোন বেশ্যা-বাড়িতে…। বলতে বলতে আবার থামলো জর্জ।

লেনি সাগ্রহে তার দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলো—বলো, আরো বলো, জর্জ। তুমি আর আমাকে বকাবকি করবে না তো ?

না। বললো জর্জ।

ঠিক আছে, আমি এখন চলে যেতে পারি। লেনি বললো—আমি সোজা ওই পাহাড়ে চলে যাবো তুমি যদি আর আমার থাকা পছন্দ না করো। ওখানে একটা গুহা আমি খুঁজে নেবো

আবার গা-ঝাড়া দিয়ে নিজেকে কঠিন করে তুললো জর্জ।

না। বললো সে—আমি চাই তুই আমার সাথেই থাকবি, এখানে।

লেনি সরলভাবে বললো—আগে যেমন বলতে তেমনিভাবে বলো।

কি বলবো তোকে ?

সেই অন্য ছোকরাদের কথা আর আমাদের কথা।

জর্জ বলতে লাগলো—আমাদের মতন ছোকরাদের পরিবার-পরিজন বলে কিছু থাকে না। তাদের একটা ছোট্ট বাঁধন থাকে কিন্তু সে-বাঁধনও তারা ছিঁড়ে ফেলে। এ সংসারে তাদের ভাল-মন্দ দেখে উল্লাস বা দুঃখ করার জন্য কোন আপন-জন তাদের থাকে না।

কিন্তু আমরা তো তেমন নই। আনন্দে বলে উঠলো লেনি—এবার আমাদের কথা বলো।

মুহূর্তের জন্য নীরব রইলো জর্জ। তারপর বললো—কিন্তু আমরা নই।

কারণ—

কারণ আমি তোকে কাছে পেয়েছি—।

এবং তোমাকে আমি কাছে পেয়েছি। পরস্পরকে আমরা কাছে পেয়েছি, এটাই ঠিক, কারণ, এটাই নরকেও আমাদের উল্লসিত করে তোলে। লেনি এমনভাবে বলে যেন সে বিজয়ী।

সন্ধ্যার অন্ধকার ধীরে ধীরে ঘন হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। মৃদু বাতাসের ছোট ছোট ঝাপটাগুলো ফাঁকা জায়গাটার উপর দিয়ে বয়ে চলেছে। এবং পাতা-পত্তরগুলোর সর-সর শব্দ। এবং সবুজাভ জলাশয়ের বুকের উপর দিয়ে গড়িয়ে চলছে হাওয়ার ঢেউগুলো একটানা শির-শির করে। এবার আগের চেয়ে আরো কাছে মানুষ-জনের চিৎকার-চেঁচামেচির শব্দ ধ্বনিত হলো।

জর্জ তার মাথা থেকে টুপিটা খুলে ফেললো। কাঁপা-কাঁপা গলায় সে বললো—তুমিও মাথা থেকে টুপিটা খুলে ফেলো লেনি। হাওয়া খুব ভাল লাগছে।

লেনি কর্তব্যপরায়ণ হওয়ার জন্য তার মাথা থেকে টুপিটা খুলে ফেললো এবং নিজের সামনে টুপিটা রেখে দিলো। উপত্যকার বুকে ছড়িয়ে পড়া ছায়া এখন আরো নীলচে দেখাচ্ছে এবং সন্ধ্যার অন্ধকার দ্রুত ঘন হচ্ছে। ঝোপ-ঝাড় পেটানোর আওয়াজ বাতাসে ভর করে তাদের কাছে ভেসে আসছে।

লেনি বললো—বলো, তারপর কেমনভাবে হবে।

জর্জ দূর থেকে ভেসে-আসা শব্দ কান পেতে শুনছিলো। মুহূর্তের জন্য যেন তার মধ্যে সাংসারিক বুদ্ধি ফিরে এলো। সে এখন বাস্তব-জগতের মানুষ। তাই বললো নদীর ওপারের দিকে তাকিয়ে দেখ্, লেনি, যাতে আমি যখন বলবো তখন তুই যেন তা চোখের সামনে তা প্রায় দেখতে পাস।

মাথা ঘুরিয়ে লেনি জলাশয়ের ওপারের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলো এবং দেখতে লাগলো—অন্ধকারাচ্ছন্ন গ্যাবিলন পাহাড়ের গড়ানে শরীর।

আমরা একটা টুকরো জমি জোগাড় করবো—জর্জ বলতে সুরু করলো। সে নিজের পাশ-পকেটে হাত বাড়ালো এবং কার্লসনের লুজার পিস্তলটা টেনে বার করলো। পিস্তলের নিরাপত্তা চাবিটা খুলে ফেললো। এবং পিস্তল-ধরা হাত-খানা ঠিক লেনির পিঠের পিছনে মাটিতে রাখলো। লেনির দেখতে লাগলো মাথার পিছনে ঠিক যেখানটায় শিরদাঁড়া আর মাথার খুলি পরস্পরের সাথে মিলেছে।

নদীর উপর দিকে একজন মানুষের কণ্ঠ ধ্বনিত হলো।

আর একটি কণ্ঠ তার জবাব দিলো।

বলো জর্জ—বললো লেনি।

জর্জ পিস্তলটা উঁচু করলো। তার হাত কাঁপছিলো। তার হাত মাটিতে পড়ে গেলো

আরো বলো—লেনি বললো—এটা কেমন হবে। আমরা এক টুকরো জমি পাবো।

আমাদের একটা গোরু থাকবে—বললো জর্জ—এবং হয় তো আমাদের থাকবে একটা শুয়োর এবং অনেক মুরগির ছানা—এবং সমতল জমিতে আমরা গড়ে তুলবো··· ছোট এক টুকরো জমিতে লম্বা লম্বা ঘাস···

খরগোসদের জন্য। লেনি চেঁচিয়ে উঠলো।

হাঁ, খরগোসদের জন্য। একই কথা বললো জর্জ।

আর আমি খরগোসদের দেখভাল করবো।

হাঁ, তুই খরগোসদের দেখভাল করবি।

আনন্দে উচ্ছল হয়ে উঠলো লেনি। এবং মুখে এক বিচিত্র শব্দ করে বললো—এবং এক টুকরো জমিতে আমরা চাষ করবো, থাকবো।

হাঁ।

লেনি তার মাথা ঘোরালো।

না লেনি। নদীর ওই ওপারের দিকে তাকিয়ে থাক যাতে সব সময় জায়গাটা দেখতে পাস।

লেনি তার কথা শুনলো। জর্জ দৃষ্টি নত করে পিস্তলটা দেখলো।

ঝোপ মাড়িয়ে দলে এগিয়ে আসার অনেক পদ শব্দ কানে এলো। জর্জ মাথা ঘুরিয়ে ওদের দিকে নজর ফেরালো।

বলো জর্জ, আরো বলো। কবে আমরা একাজ করতে পারবো?

খুব শিগ্‌গির করতে পারবো।

আমি আর তুমি।

তুই···আর আমি। সবাই তখন তোর সাথে ভাল ব্যবহার করবে। আর কোন রকম ফ্যাসাদ কোন দিন বাধবে না। কেউ আঘাত করবে না, কেউ তাদের চুরি করবে না।

লেনি বললো—আমি ভেবেছিলাম জর্জ তুমি আমার উপর খুব রেগে গেছো।

না। আওড়ালো জর্জ—না, লেনি। আমি রাগ করিনি। আমি কখনও তোর উপর রাগ করি নি, আর এখনও করছি না। আর সে কথাটাই আমি তোকে জানাতে চাই।

পিছনের কলরব এখন অনেক নিকটে ধ্বনিত হচ্ছে।

জর্জ পিস্তলটা উঠালো আর কান পেতে শুনতে লাগলো পিছনের কলরব।

লেনি অনুরোধ জানালো—এখনি ওকাজ করো, জর্জ। চলো, আমরা এখুনি ওখানে যাই।

নিশ্চয়, এখ্‌খনি যাবো। আমি পেয়েছি। আমরা পেয়েছি সন্ধান।

এবং জর্জ পিস্তল উঁচু করলো এবং শক্ত করে ধরলো। পিস্তলটা। এবং পিস্তলের নলটা সে লেনির মাথার ঠিক পিছনে স্থির লক্ষ্যে ধরলো। হাতখানা ভীষণ জোরে কেঁপে উঠলো। কিন্তু তার মুখমণ্ডল প্রস্তর-কঠিন—দৃঢ় নিবদ্ধ। এবং তার হাত-

খানা অচঞ্চল।

এবার পিস্তলের ট্রিগারে টান দিলো জর্জ।

গুলির আওয়াজ পাহাড়গুলোর গড়ানে শরীর ছুঁয়ে ছুঁয়ে উঠে গেলো—এবং তার প্রতিধ্বনি আবার গড়ানে শরীর বেয়ে নেমে এলো নীচে। লেনির সারা দেহ লাফিয়ে উঠলো। তারপর সামনে বালির উপর হুমড়ি খেয়ে পড়লো। ধীরে ধীরে স্থির হয়ে গেলো। লেনির দেহ এখন শায়িত—তার দেহে নেই কোনও কম্পন।

জর্জ কাঁপতে লাগলো এবং তাকলো পিস্তলটার দিকে। এবং তারপর পিস্তলটা সামনে ছুঁড়ে ফেলে দিলো। পিস্তলটা পড়লো নদীর পাড়ে—ঠিক যেখানটায় পুরানো ছাই গাদা হয়ে আছে তার পাশে।

ঝোপ-ঝাড়গুলো মনে হচ্ছে ছুটে-আসা অনেক পায়ের আওয়াজে আর বহু মানুষ-জনের কলরবে ভরে গেছে।

স্লিমের কণ্ঠ চিৎকার করে ডাকলো—জর্জ! কোথায় তুমি, জর্জ?

কিন্তু জর্জ নিথর-দেহে বসে আছে নদীর পাড়ে। তাকিয়ে আছে নিজের ডান-হাতের দিকে—একটু আগে যে ডানহাতখানা পিস্তলটা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। সমগ্র দলটা এবার ছুটতে ছুটতে ঝোপ-ঝাড় মাড়িয়ে দলে ফাঁকা জায়গাটায় হাজির হোল। ওদের সকলের সামনে কার্লি।

বালির চড়ায় লেনির দেহ পড়ে আছে নজরে পড়লো কার্লির।

হায় ঈশ্বর! তুমি দেখছি ওকে ধরতে পেরেছো। বললো কার্লি।

পায়ে পায়ে সে এগিয়ে গেলো সামনে এবং নীচু হয়ে লেনিকে দেখলো এবং এক সময়ে পিছন ফিরে তাকালো জর্জের দিকে। নরম গলায় বললো—একেবারে ঠিক মাথার পিছনে গুলি করেছো।

স্লিম সোজা জর্জের পাশে হেঁটে এসে দাঁড়ালো। তার পাশে বসে পড়লো। এবং বসলো তার খুব কাছে!

দুঃখ করো না—বললো স্লিম—মাঝে মাঝে মানুষের জীবনে দুঃখের আঘাত লাগে।

কিন্তু কার্লসন ঠিক জর্জের সামনে দাঁড়িয়েছিলো।

সে শুধালো—কি করে তুমি একাজ করলে?

আমিই করেছি। ক্লান্ত-কণ্ঠে জবাব দিলো জর্জ।

ওর হাতে কি আমার পিস্তলটা ছিলো?

হাঁ। ও তোমার পিস্তলটা এনেছিলো।

এবং তুমি পিস্তলটা ওর হাত থেকে কেড়ে নিয়েছিলে এবং পিস্তলটা নিয়ে ওকে খুন করেছো?

হাঁ। ওই ঘটনাই ঘটেছে। অমনি ভাবে ঘটেছে। জর্জের গলার স্বর এখন ফিসফিসানিতে পর্যবসিত। স্থির-দৃষ্টিতে সে নিজের ডান হাতখানার দিকে তাকালো

—একটু আগে ওই হাতেই ধরা ছিলো পিস্তলটা।

স্লিম এবার জর্জের কনুইটা চেপে ধরলো। বললো—চলো জর্জ। তুমি আর আমি গিয়ে একটু মদ পান করে আসি।

ওর সাহায্য নিয়ে জর্জ নিজের পায়ে খাড়া হয়ে দাঁড়ালো।

হাঁ। একটু মদ খাবো।

বললো স্লিম—তুমি ভেঙে পড়েছো, জর্জ। দিব্যি গেলে বলছি, তুমি ক্লান্ত। অমার সাথে চলো।

জর্জের হাত ধরে স্লিম এবার অনুসরণকারীদের আসার পথের মুখে হাজির হলো এবং সোজাসুজি এগিয়ে চললো সদর-সড়কের দিকে।

কার্লি এবং কার্লসন ওদের চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়েছিলো।

এবং কার্লসন শুধালো—এবার তোমার কি মনে হয় ছোকরা দু'জনের মগজে কি ঘুরছে ?

* :—